৭

শিক্ষাবিজ্ঞান

তৃতীয় বিভাগ

শিক্ষাপ্রণালী

[প্রথম খণ্ড]

ভাষাশিক্ষা

I
13.48.

শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম্, এ,

অধ্যাপক—রাষ্ট্রবিজ্ঞান, বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজ, কলিকাতা

CALCUTTA

Chuckervertty, Chatterjee & Co.,

63, Harrison Road.

সর্ব্ব স্বত্ব সংরক্ষিত

১৩১৮

মূল্য ।৵০ আনা

JADAVPUR UNIVERSITY
LIBRARY
Class No ৩৭
Book No বিনয় ; V·3 ; C4
(NCE)

...NS

...roduction to Political ... e * * admirable * immense- ... of political science in ... n of subtle reasoning" ... Rarely have we to speak ... nformations of general interest to those who care for liberal education or want to understand the principles of Political Philosophy. * Excellent book * the ingenuity of the plan of its arrangement * clear and able classification of its subject matter. * * Clearness, accuracy and conciseness in the statement of the principles of Political Science. * *Supply the want, so long felt* * of a concise book on Political Science. * * —*The Bengalee*, 4th October 1910.

2. **Economics**—a unique publication. It differs from the notes and guides on Economics which are learned by rote by the students on the one hand and from the Standard works on the subject on the other. The former are obscure and the latter extremely lengthy and tax the patience of an amateur reader. Babu Benoy Kumar's work is free from both of these defects. A student will find it lucid and a general reader interesting. The book spans within its short compass all the important principles of Economics, and the treatment of subject by writers from Adam Smith to Marshall has been very nicely set forth —*The Bengalee*.

16/11/1911

শিক্ষাবিজ্ঞান

তৃতীয় বিভাগ

শিক্ষাপ্রণালী

[প্রথম খণ্ড]

ভাষাশিক্ষা

JADAVPUR UNIVERSITY LIBRARY

শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম্, এ,

অধ্যাপক—রাষ্ট্রবিজ্ঞান, বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজ, কলিকাতা।

CALCUTTA

Chuckervertty, Chatterjee & Co.,

63, Harrison Road.

৩৭
বিনয় ; V.3 ; C4
(NCE)

২৪নং মিডিল রোড, ইটালী ইণ্ডিয়া প্রেস হইতে
শ্রীকুসুমকুমার ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

5633

OPINION

OF

BABU SRISH CHANDRA BASU, B. A.

Of the Provincial Civil Service, (U. P.), Author of the *Ashtadhyai of Panini*, (M. A. Text-Book, London University) and Translator (and annotator) of Bhattaji Dikshita's *Siddhanta Kaumudi*, the *Upanishads*, *Vedanta Sutra* and the *Mitakshara* in the Sacred Books of the Hindus Series.

The scheme of Sanskrit works in Professor Benoy Kumar Sarkar's pedagogic series is based on the conception that any language, whether inflectional or analytical, living or dead, can be learnt exactly in the method in which the mother-tongue is acquired. No preliminary training in the generalisations and definitions of grammar is therefore required, and the student may be at once introduced to the *sentence* as the unit of thought and expression.

By a skilful and systematic application of this method, Professor Sarkar has been able to build up, through lessons and exercises in translation, conversation, questions and answers, and correction of errors, a text book in Sanskrit which serves the *double purpose* of a guide to composition and a series of primers on Sanskrit literature. From this series of books the reader can master not only the necessary rules of Sanskrit Grammar, but also will be familiar with some of the most important passages of standard classics, *e. g.*

Raghu-vansam, *Kumar-sambhavam*, *Ramayanam* and *Manu-Sanhita*, adaptations or originals of which the author has incorporated in his book as specimens of narrative, historical, poetical and other styles.

In applying to the study of Sanskrit principles and methods that have been utilised in modern languages in Europe, Professor Sarkar has demonstrated, through practical illustrations, lesson by lesson, that the most highly inflectional languages may, with considerable economy of time and labour and other pedagogic advantages, be reduced to the same method of teaching and treatment, as those languages which are not bound hard and fast by Grammar. To all students of Sanskrit language and literature, Professor Sarkar's series cannot but be eminently useful and instructive; and scholars interested in the art of teaching and the history of Sanskrit learning cannot but note the considerable improvement on the existing readers and primers that are in most cases mere imitations or occasional modifications of the really original works of Pandit Ishwar Chandra Vidyasagara C.I.E.—whose genius succeeded in simplifying and adapting Panini for the use of students in Bengal.

The method of the pioneer of Sanskrit learning can no longer be probably used under the altered conditions of the times; and it is desirable that the new method should have a fair trial in our secondary schools in the interest of educational reform.

SRISH CHANDRA BASU.

FORE WORD

[By Dr. Brajendra Nath Seal, M. A., Ph. D.]

Professor Benoy Kumar Sarkar's scheme of educational works is based on sound and advanced ideas of Educational Science, and, as such, is well calculated to impart a valuable stimulus to the diffusion of culture in the country. Professor Sarkar's notes on **Mediæval** and **Modern History** on **Economics,** and on **Politics,** show wide knowledge of the subject matter, and are evidently the outcome of a mind trained in habits of clear, patient, and accurate thinking. His brochure on the **Study of Language** may serve as a useful summary of present-day ideas on the subject, and he has given practical illustrations of some of these in his **Lessons on English** and on **Sanskrit,** which, so far as they go, specially the latter, are an improvement on existing Guides and Handbooks. Professor Sarkar's programme is certainly

an ambitious one, but he is fully qualified to carry it out ; and there can be no doubt that it will be found to be a healthy and stimulating force in the Indian educational world of to-day, especially with the correction and expansion it must receive in the light of practice and experience.

CALCUTTA,
The 25th May, 911.

BRAJENDRA NATH SEAL,
Principal, Victoria College
COOCH BEHAR.

নিবেদন

নানা কারণে আধুনিক কালে শিক্ষণীয় বিষয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। পূর্ব্বে সভ্যজগতের এমন এক অবস্থা ছিল যখন কেবল ধর্ম্ম এবং ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষাই শিক্ষার্থীর একমাত্র সাধনা ছিল। ক্রমশঃ মানবসমাজ যে অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে কেবলমাত্র ধর্ম্ম, ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা করিলেই জীবনের সর্ব্ববিধ অভাব মোচন হয় না। এখন বাহ্য জগতের নিয়মগুলি আবিষ্কার করিয়া বৈজ্ঞানিকের যে সমুদয় নূতন বিদ্যার প্রতিষ্ঠা করিতেছেন সেই বিজ্ঞানসমূহের সত্যগুলি আয়ত্ত করিতে না পারিলে মানবের যথেষ্ট অজ্ঞতা থাকিয়া যায়। কাজেই বিজ্ঞান আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে ভাষা ও সাহিত্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া পড়িয়াছে। এতদ্ব্যতীত, বর্ত্তমান জগতের জীবন সংগ্রামোপযোগী বিবিধ অস্ত্রের অধিকারী হইবার জন্য আধুনিক শিল্পপ্রথা এবং ব্যবসায়পদ্ধতিও শিক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ফলতঃ, বর্ত্তমান যুগে বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষার্থীর পক্ষে সাহিত্যের সঙ্গে সমানভাবে প্রয়োজনীয় হইয়াছে।

শিক্ষণীয় বিষয়ের সংখ্যা বাড়িয়াছে বটে ; কিন্তু এই সমুদয় শিক্ষা করিবার উপযোগী সময় শিক্ষার্থীর পক্ষে সমানই রহিয়াছে। পূর্ব্বে যে সময়ের মধ্যে ভাষা ও সাহিত্য প্রভৃতি শিক্ষা করিয়া শিক্ষার্থী সংসারের জীবনসংগ্রামোপযোগী বিবিধ উপাদান সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইত, এখনও তাহাকে সেই পরিমাণ সময়ের মধ্যেই আধুনিক কালের অনুরূপ উপকরণসমূহ সংগ্রহ করিতে হয়। কাজেই অধ্যয়ন ও

অধ্যাপনার বিশিষ্ট উপায় উদ্ভাবন আধুনিক কালের চিন্তাজগতের প্রধান কার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। যে প্রণালীতে অল্প সময়ে বহু বিষয় আয়ত্ত করিতে পারা যায় সেরূপ প্রণালী অবলম্বন না করিলে আজকাল জীবনের উন্নতি আশা করা বৃথা। আর, বাস্তবিক, সময় লাঘব করিয়া মানবের শক্তিগুলি বহুবিধ কার্য্যে প্রয়োগ করিবার সুবিধা সৃষ্টির জন্যই প্রাচীন ও মধ্য যুগের অধ্যয়নপ্রণালী ও চিন্তাপদ্ধতি পরিহার করিয়া নূতন নূতন শিক্ষাপ্রণালী আবিষ্কারের প্রয়োজন উপস্থিত এবং প্রবৃত্তি জাগরিত হইয়াছে।

সুতরাং অধ্যয়নের যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের কোনও এক বিভাগ আয়ত্ত করিতেই চিরজীবন কাটিয়া যাইত, অথবা সাতবৎসরব্যাপী পরিশ্রমের পর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রঘুবংশের সাতসর্গ মাত্র কোনরূপে মুখস্থ করিবার শক্তি জন্মিত সেই প্রণালী এখন আর কোন মতেই কালোপযোগী হইতে পারে না। এমন এক শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে যাহার দ্বারা বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয়গুলিকে আয়ত্ত করিবার প্রয়াসের মধ্যে পরস্পরসহায়ক সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়, যাহার দ্বারা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা করিবার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান ও ইতিহাসাদি শিক্ষা, এবং বিজ্ঞান ও ইতিহাসাদি শিক্ষা করিবার সঙ্গে সঙ্গে ভাষা ও সাহিত্যে অধিকার লাভ হয়।

এই শিক্ষাপ্রণালীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ **শিক্ষাবিজ্ঞানের ভূমিকায়** প্রদত্ত হইয়াছে এবং মৎপ্রণীত **সাধনা** নামক বিবিধ প্রবন্ধ বিষয়ক গ্রন্থে স্বতন্ত্র ভাবে প্রকাশিত হইতেছে। তাহারই বিশদ আলোচনা **শিক্ষাপ্রণালীর** অন্তর্গত নূতন এক গ্রন্থে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

সেই প্রণালী ভাষাসমূহে প্রয়োগ করিতে হইলে যে যে নিয়ম অনুসরণ করিতে হইবে সেই নিয়মগুলি আলোচনা করিয়া **ভাষাশিক্ষা**

নামক একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রকাশিত করা হইল। **সংস্কৃত শিক্ষা** এবং **ইংরাজীশিক্ষা** নাম দিয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত যে কয়েকখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে তাহাদের আলোচ্য বিষয়ের যুক্তিগুলি **ভাষাশিক্ষায়** সন্নিবেশিত হইল। এই গ্রন্থখানি সেই পুস্তকগুলির সাধারণ ভূমিকাস্বরূপ লিখিত।

এই পুস্তকগুলিতে যে প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে তাহা প্রকৃত শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া ফললাভ করা গিয়াছে। আশা করা যায়, অন্যান্য বিষয় শিক্ষা করিবার সঙ্গে সঙ্গেই যে পরিমাণ সংস্কৃত সাহিত্য বি, এ, পরীক্ষার জন্য পাঠ করিতে হইয়া থাকে, এই প্রণালী অবলম্বিত হইলে, সেই পরিমাণ আয়ত্ত করিতে সর্ব্বসমেত পাঁচ বৎসরের অধিক লাগে না; ব্যাকরণের সূত্র মুখস্থ না করিয়াও ভাষায় অধিকার জন্মে, এবং বাক্য রচনা প্রণালী অভ্যাস করিতে করিতেই উন্নত কাব্য ও গদ্য সাহিত্যে প্রবেশ লাভ হয়। ভরসা করি, বিদ্বন্মণ্ডলী একবার ইহার যাথার্থ্য প্রমাণ করিয়া দেখিবেন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্তযোগেন্দ্রনাথ তর্কসাংখ্যতীর্থ মহাশয় সংস্কৃত পুস্তকগুলি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া স্থানে স্থানে মার্জ্জিত করিয়া দিয়াছেন। এজন্য তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। যাঁহারা এই পুস্তকগুলি ব্যবহার করিতে করিতে অসাবধানতা বা অজ্ঞতাপ্রসূত অথবা আলোচনা-প্রণালী-গত ভ্রমাদি লক্ষ্য করিবেন তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে জানাইয়া সাহায্য করিলে উপকৃত ও বাধিত হইব।

বৈশাখ, ১৩১৮ সাল,
কলিকাতা।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

I
B.48

সূচীপত্র।

প্রথম অধ্যায়।

শিক্ষাবিজ্ঞানের ভূমিকা।

আলোচনা-প্রণালী ও বিজ্ঞান ১

মানব সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান সমূহে ভিন্ন ভিন্ন আলোচনা-প্রণালীর প্রয়োজনীয়তা ১

(ক) মানবপ্রকৃতি গতিশীল,
স্বতরাং ঐতিহাসিক প্রণালীর প্রয়োজন;
ধনবিজ্ঞান, ধর্ম্ম ও সাহিত্যে ঐতিহাসিক প্রণালীর প্রয়োগ ৪

(খ) মানবপ্রকৃতি স্থিতিশীলও বটে; ৫
স্বতরাং দার্শনিক বিশ্লেষণ প্রণালীরও প্রয়োজন; ৬
সমাজতত্ত্ব, ধনবিজ্ঞান, ধর্ম্ম ও সাহিত্যে এই প্রণালীর প্রয়োগ ৬

শিক্ষাবিজ্ঞানেও এই দুই প্রণালীরই প্রয়োজন আছে ৭

প্রথম বিভাগ—শিক্ষাপদ্ধতি ঃ
ঐতিহাসিক আলোচনা প্রণালীর দ্বারা সমাজের সাধারণ সভ্যতার সহিত শিক্ষাপ্রথার সম্বন্ধ নির্ণয় ৮

দ্বিতীয় বিভাগ—শিক্ষাতত্ত্ব ঃ
দার্শনিক বিশ্লেষণের দ্বারা শিক্ষার প্রকৃতি, উদ্দেশ্য, উপকরণ, ও মানবজীবনের সহিত সম্বন্ধ নির্ণয় ... ৯

শিক্ষার প্রকৃতি—বেষ্টনী ও মানবের পরস্পর আদানপ্রদানে জীবনের নৈসর্গিক পুষ্টি ৯

শিক্ষার উদ্দেশ্য—মানবের স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব বিকাশ ১০

এই নৈসর্গিক বিকাশের লক্ষণ—

(১) সমাজোপযোগিতা

(২) কালোপযোগিতা

(৩) স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা ... ১১

এই তিন লক্ষণ বিশিষ্ট স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব বিকাশের শিক্ষাকে সকল দেশে জাতীয় শিক্ষা বলে। ১২

ভারতবর্ষের আধুনিক যুগোপযোগী স্বাভাবিক শিক্ষার স্বাতন্ত্র্য ১৩

বিজ্ঞানের দুই ভাগ—

(১) জ্ঞানকাণ্ড—তত্ত্বপ্রতিষ্ঠা ১৪

(২) কর্ম্মকাণ্ড—মানবের অভাবমোচনের জন্য প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বের প্রয়োগ ১৪

ধনবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দুই দিক— ১৫

(১) অর্থ ও রাষ্ট্রবিষয়ক সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার

(২) আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় কর্ম্মে নিয়মের প্রয়োগ

শিক্ষাবিজ্ঞানের কর্ম্মকাণ্ড ও তৃতীয় বিভাগ—**শিক্ষাপ্রণালী** ১৬

তিন বিভাগের প্রতিপাদ্য বিষয় ১৬

অধ্যাপনার নূতন প্রণালী ১৭

(ক) জ্ঞাত বিষয় ব্যবহার করিতে করিতে অজ্ঞাত বিষয়ের অধিকার প্রাপ্তি ১৮

শিক্ষার্থী আবিষ্কারক, ... ১৯

শিক্ষকের কর্ম্ম—আবিষ্কারে প্রবৃত্ত শিক্ষার্থীর সহায়তা করা, ... ১৯

আলোচ্য বিষয়ে প্রবেশ লাভের জন্য রচিত গ্রন্থ পাঠের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা নাই; ... ২০

শিক্ষার্থীর কিরূপ পুস্তক ব্যবহার করা উচিত; ২১

স্বাধীনভাবে চেষ্টা করিয়া সমস্যা সরল করিবার জন্য মস্তিষ্ক সঞ্চালন; ২১

(খ) বহুবিধ বিশেষ বিশেষ ভাব ও পদার্থ বিচারের পর সামান্য ধর্ম্ম ও সাধারণ সূত্র সমূহ লাভের প্রণালী অবলম্বন করিয়া শিক্ষার্থীকে সত্য আবিষ্কার করিতে হইবে—"ইণ্ডাকৃটিভ" প্রণালী—"আরোহ"-পদ্ধতি। ২২

ভাষা শিক্ষা—... ... ... ২৩

(ক) প্রথম হইতেই বাক্য রচনা ও পদযোজনা করিতে অভ্যাস করিয়া ভাষা ব্যবহার করিতে শিক্ষা করা; ২৩

[এই উপায়েই মাতৃভাষা শিক্ষা করা হয়]; ... ২৩

(খ) কোন ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য বিশেষ ভাবে ব্যাকরণের সূত্র আবৃত্তি করিবার প্রয়োজন নাই; ২৩

ভাষা-বিজ্ঞানের জন্য ব্যাকরণ শিক্ষার প্রয়োজন ২৪

ইতিহাস শিক্ষা— ২৪

(ক) বর্ত্তমান ইতিহাস হইতে অতীতে আরোহণ ২৫

(খ) ক্রমশঃ ঐতিহাসিক শক্তি সমূহ হইতে ঐতিহাসিক নিয়মে আরোহণ :—(১) ভৌগোলিক সংস্থান, (২) সমাজ, (৩) রাষ্ট্র, (৪) ধর্ম্ম, (৫) অর্থ (৬) সাহিত্য, (৭) শিক্ষা ২৬
(গ) জাতীয় ইতিহাস হইতে মানবেতিহাসে আরোহণ ২৬
ভূগোল শিক্ষা— ২৭
(ক) নিজবাসভূমির সর্ব্ববিধ পরিচয় লাভের পর দূর-দেশের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন ২৮
(খ) ভৌগোলিক পরিচয়ের জন্য কোন্ কোন্ বিষয়ের বিবরণ সংগ্রহ আবশ্যক :— (১) পৃথিবীর মধ্যে অবস্থান (২) ভূমণ্ডল, জলমণ্ডল ও নভোমণ্ডল (৩) প্রাণীমণ্ডল (৪) মানবজাতি (৫) রাষ্ট্র-বিভাগ (৬) শিল্পবাণিজ্যোপযোগী প্রাকৃতিক উপকরণ ... ২৯
মানব সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান সমূহের অধ্যাপনা— ... ২৯
মনোবিজ্ঞান—নানাশ্রেণীর মানসিক ক্রিয়া ও প্রক্রিয়া সমূহের বিশ্লেষণ ... ৩০
যুক্তি বিজ্ঞান—বিবিধ যুক্তিসঙ্গত বিষয়ের স্বরূপ নিরীক্ষণ ৩০
নীতিবিজ্ঞান—বিভিন্ন নীতিসঙ্গত কর্ম্ম সমূহের মর্ম্ম গ্রহণ ৩১
সমাজবিজ্ঞান—বিবিধ সামাজিক রীতিনীতির বিবরণ সংগ্রহ ও পর্য্যালোচনা ... ৩১
ধনবিজ্ঞান—বিবিধ বিষয়ভোগের অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান সমূহের বিবরণ সংগ্রহ ও বিচার ৩১

রাষ্ট্রবিজ্ঞান—অনেক প্রকারের রাষ্ট্রীয় ঘটনা সমূহের ইতিহাস সংগ্রহ ও তার-তম্য অন্বেষণ ৩১
নাটকের চরিত্র সমালোচনা, ইতিহাসের আন্দোলন সমূহ বিচার, পারিবারিক ও সামাজিক দ্বন্দ্বের ভিন্ন ভিন্ন দিক্ নিরীক্ষণ, সাধুজীবনের কার্য্য পরীক্ষা, জীবন চরিত পাঠ প্রভৃতি বিবিধ উপায়ে মানব-বিজ্ঞান সমূহের অধ্যাপনা প্রকৃষ্ট ৩২
এই প্রণালীতে শিক্ষা লাভের ফল— ৩৩
শিক্ষণীয় বিষয়ের মূলভিত্তির সহিত সাক্ষাৎ পরিচয়—সাহিত্যিক বিষয়ে প্রকৃত রসজ্ঞতা, বৈজ্ঞানিক বিষয়ে প্রকৃত অনুসন্ধিৎসা
গণিত শিক্ষা— ৩৩
(ক) বিভিন্ন পরিমেয় পদার্থ সমূহের জ্ঞানলাভ; ৩৪
(খ) পরিমাণ বিষয়ক যাবতীয় প্রশ্ন সমূহের সহিত পরিচয়; ৩৫
(গ) বিবিধ আলোচ্য বিষয় সমূহের সরল দৃষ্টান্তগুলি আলোচনা করিয়া সমগ্র গণিত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করা; ৩৫
(ঘ) রাশি, সংখ্যা বা সাঙ্কেতিক চিহ্ন সমূহের জটিলতা বৃদ্ধি না করিয়া সামান্য সামান্য সংখ্যা ব্যবহার করিয়াই গণিত শাস্ত্রের সর্ব্ববিধ বিষয়ের আলোচনা; ৩৬
(ঙ) সর্ব্বদা স্থূল বিষয়গুলি ও প্রকৃত ঘটনা সমূহের সহিত সম্বন্ধ। ৩৭
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সমূহের অধ্যাপনা— ৩৭
ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্য জগতের বৈচিত্র্য উপলব্ধি এবং ইহার সহিত পরিচয় লাভ ৩৮

পদার্থবিজ্ঞান—বিভিন্ন পদার্থের গুণ বিচার ও অবস্থান্তর পরীক্ষা—(১) স্থিতি (২) গতি (৩) উত্তাপ (৪) আলোক বিকীরণ (৫) শব্দোৎপত্তি (৬) তড়িচ্ছক্তির প্রকাশ ৩৯

রসায়নবিজ্ঞান—বিভিন্ন পদার্থের মৌলিক কারণ অনুসন্ধান; ইহার উপায়—(১) বিশ্লেষণ (২) সংযোগ সাধন ৩৯

ভূবিজ্ঞান—(১) স্থলমণ্ডলে, (২) জলমণ্ডলে, (৩) নভোমণ্ডলে ভিন্ন ভিন্ন পরিবর্ত্তন ও অবস্থান্তরের পর্য্যবেক্ষণ ৪০

উদ্ভিদ-বিজ্ঞান—ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিদের পরীক্ষা—(১) বহিরাকৃতি (২) অন্তরাকৃতি (৩) জীবনের অবস্থা সমূহ (৪) জন্মস্থান ও আহার (৫) মানবের পক্ষে উপকারিতা ও বিবিধ গুণ ৪০

প্রাণীবিজ্ঞান—ভিন্ন ভিন্ন জীবজন্তুর পরীক্ষা—(১) বহিরাকৃতি (২) অন্তরাকৃতি (৩) জীবনের অবস্থা সমূহ (৪) জন্মস্থান ও আহার (৫) মানবের পক্ষে উপকারিতা ও বিবিধ গুণ ৪১

শরীর-বিজ্ঞান—মানব শরীরের ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া প্রক্রিয়ার পরীক্ষা—(১) গতিবিধি (২) ভোজনাদি (৩) শ্বাস প্রশ্বাস (৪) রক্ত সঞ্চালন (৫) সন্তানোৎপাদন (৬) মানসিক ক্রিয়া সমূহ ৪২

শিল্প শিক্ষা— ৪২

কারখানায় কর্ম্ম করিয়া বহুবিধ দ্রব্যগুণ বিচার করা, এবং দ্রব্য প্রস্তুত করণ প্রণালী সমূহ নিরীক্ষণ করা

বহুবিধ তথ্যের সংগ্রহ ও বিবরণ "ইণ্ডাক্‌টিভ" আবিষ্কার প্রণালীর প্রধান অঙ্গ ৪৪

এই প্রণালীর অসম্পূর্ণতা ৪৪

ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের বিভিন্নখণ্ড সমূহ ৪৪

সমগ্র পুস্তক প্রকাশের প্রণালী— ৪৫

(১) নূতনপ্রণালীর প্রয়োগ ও পরীক্ষা

(২) উপযুক্ত শিক্ষক তৈয়ারী

(৩) পুস্তক রচনায় সমবেত চেষ্টা

পুস্তক প্রণয়ণের কারণ—শিক্ষা সম্বন্ধীয় অভাব মোচনের সাধ্যমত চেষ্টা; ৪৭

আশা—শীঘ্রই দেশে শিক্ষার আন্দোলন প্রাধান্য লাভ করিয়া উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে কর্ম্মে প্রণোদিত করিবে। ৪৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভাবের প্রকৃতি

		পৃষ্ঠা
ভাবের উৎপত্তি—চিত্তের উপর বিশ্বের কার্য্য ...	...	৪৯
ভাবের প্রকৃতি—পদার্থে গুণের আরোপ ...	...	৪৯
ভাবের ক্রমিক বিকাশ—		
১। একবারে একাধিক বিষয়ে ভাবের উৎপত্তি অসম্ভব	...	৫১
২। বয়স অনুসারে ভাবের বৈচিত্র্য জন্মে	...	৫১
৩। পরিচিত ভাবের ভিত্তির উপর নূতন ভাবের প্রতিষ্ঠা হয়		৫২
৪। একবারে কোন পদার্থ সম্বন্ধে একাধিক ভাবের উৎপত্তি অসম্ভব	...	৫২
৫। ভাব ক্রমশঃ প্রণালী-বদ্ধ ও শৃঙ্খলীকৃত হয়	...	৫৩

তৃতীয় অধ্যায়

ভাব ও ভাষা

ভাব ও ভাষ—সাধারণ্যে গৃহীত ভাব প্রকাশোপযোগী ইঙ্গিত সমূহের নাম ভাষা	...	৫৪
ভাষা উপায় মাত্র, লক্ষ্য ভাব ব্যক্ত করা	...	৫৫
ভাষার ইতিহাস ভাবের ইতিহাসের অনুরূপ	...	৫৫

ভাষার বিষয়—মানবীয় ও প্রাকৃতিক জগতের বিভিন্ন ঘটনাবলী ৫৬
ভাষার প্রকৃতি ও লক্ষণ—কোন পদার্থ সম্বন্ধে বক্তব্য প্রকাশ করিবার জন্য শব্দ যোজনার দ্বারা বাক্য রচনা ৫৬
ভাষার ক্রমিক বিকাশ—
১। একবারে একাধিক বিষয়ে বাক্য রচনা অসম্ভব ... ৫৯
২। বয়স অনুসারে বাক্য সমূহের বৈচিত্র্য জন্মে ... ৫৯
৩। পরিচিত বাক্য সমুহের ভিত্তির উপর নূতন বাক্যের প্রতিষ্ঠা হয় ৫৯
৪। একবারে কোন বিষয়ে বহু বাক্যের রচনা অসম্ভব ৬০
৫। বাক্য সমূহ ক্রমশঃ প্রণালীবদ্ধ হইয়া সাহিত্যে পরিণত হয় ৬০

চতুর্থ অধ্যায়

ভাষা শিক্ষা প্রণালী

ভাষা শিক্ষা প্রণালী—ক্ষুদ্র ও সরল বাক্য সমূহের রচনা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ প্রণালীবদ্ধ বাক্য পরম্পরা রচনা ... ৬১
মাতৃভাষা শিক্ষা প্রণালী
১। বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ বিষয়ক বাক্য রচনা ... ৬২
২। ভিন্ন ভিন্ন বয়সে বিভিন্ন পদার্থ বিষয়ক বাক্য রচনা এবং বিবিধ রচনা প্রণালী অবলম্বন ৬৩
৩। অভ্যস্ত বাক্য সমূহের সাহায্য গ্রহণ করিয়া নূতন বাক্য রচনা ৬৪

৪। প্রথমতঃ সরল ও সহজ বাক্য রচনা ... ৬৫
৫। প্রথমতঃ অসম্বদ্ধ পৃথক পৃথক বাক্য রচনা ... ৬৫
অভিধান ও ব্যাকরণ ৬৫
অন্যান্য ভাষা শিক্ষা প্রণালী ৬৬
ভাষা শিক্ষার সাধারণ নিয়ম—
১। ভাষা সাহিত্য নহে ৬৭
২। ভাষা শিক্ষা ও সাহিত্য শিক্ষার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে হইবে ৬৮
৩। লিখিতে পড়িতে ও বানান করিতে শিক্ষা করিবার পূর্ব্বে ভাষা ব্যবহার করিতে হইবে ... ৬৯

পঞ্চম অধ্যায়

ভাষা-বৈচিত্র্য

ভাষা পদ্ধতির বৈচিত্র্য, অর্থাৎ বাক্য পদ সমূহের মধ্যে সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন উপায় ৭০
ত্রিবিধ বাক্য রচনা প্রণালী—
১। উচ্চারণ-ক্রম দ্বারা পদ সমূহের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা ... ৭১
২। রূপ-পরিবর্ত্তন দ্বারা শব্দ সমূহের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা ... ৭১
৩। সংযোজন দ্বারা শব্দ সমূহের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা ... ৭২

ষষ্ঠ অধ্যায়

সংস্কৃত ভাষার বিশেষত্ব

সংস্কৃত ভাষা বিভক্তিমূলক ৭৩
১। বিষয় বাচক শব্দ—শব্দগত লিঙ্গ তিন প্রকার ... ৭৩

বিশেষ্য শব্দ—
(ক) তিন প্রকার লিঙ্গ এবং দুই প্রকার অন্ত্যবর্ণের ফলে সর্ব্বসমেত ছয় শ্রেণীর বিশেষ্য শব্দের সৃষ্টি ৭৪
(খ) প্রত্যেক শ্রেণীর বিশেষ্য পদের বচনানুসারে তিন প্রকার রূপ পরিবর্ত্তন ৭৪
সর্ব্বনাম শব্দ—
(ক) তিন প্রকার লিঙ্গ ৭৫
(খ) তিন প্রকার বচন ৭৫
২। বক্তব্য বাচক শব্দ—দশ গণ ৭৬
(ক) তিন পুরুষ ৭৬
(খ) তিন বচন ৭৬
(গ) দশ প্রকার কাল বাচক এবং বক্তার মনোভাব জ্ঞাপক বিভক্তি ৭৬
(ঘ) চারি প্রকার অন্তর্নিহিত বিভক্তি—নিজন্ত, সনন্ত, যঙন্ত ও নাম ৭৭
৩। বিষয় বাচক শব্দের বিশেষক সমূহ ৭৮
(ক) বিশেষ্য শব্দ—সরল, সমাসযুক্ত (কর্ম্মধারয়, দ্বন্দ্ব) ষষ্ঠী বিভক্তি ৭৮
(খ) সর্ব্বনাম শব্দ—সরলও ষষ্ঠ্যন্ত ৭৯
(গ) বিশেষণ শব্দ—সরল ও সমাস যুক্ত (তৎপুরুষ, বহুব্রীহি) ৭৯
(ঘ) কৃদন্ত ক্রিয়া শব্দ ৭৯
৪। বক্তব্য বাচক শব্দের বিশেষক সমূহ ৭৯
(ক) বিশেষ্য শব্দ—অব্যয়ীভাব সমাস, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, সপ্তমী বিভক্তি ৮০

(খ) সর্ব্বনাম—পাঁচ বিভক্তি ৮০
(গ) অসমাপিকা ক্রিয়া ও অব্যয় ৮০
(ঘ) বিশেষণ শব্দ ৮১
শব্দের সন্ধি—ধ্বনিঘটিত মিলন
(ক) স্বর ও ব্যঞ্জন ৮১
(খ) সরল ও সমাস ঘটিত ৮২

সপ্তম অধ্যায়

ইংরাজী ভাষার বিশেষত্ব

ইংরাজী ভাষা ৮২
(ক) শব্দের স্থান ৮২
(খ) সংযোজন ৮৩
(গ) বিভক্তি ৮৩
১। বিষয় বাচক শব্দ (বিশেষ্য ও সর্ব্বনাম)
(ক) প্রকৃতিগত লিঙ্গ ৮৩
(খ) দুই বচন—বিভক্তির প্রাধান্য ৮৪
২। বক্তব্য বাচক শব্দ
(ক) পুরুষ ও বচন—বিভক্তির প্রাধান্য অল্প ... ৮৪
(খ) কাল ও বক্তার ইচ্ছা প্রকাশের জন্য বিভক্তির ব্যবহার ৮৫
৩। বিষয় বাচক শব্দের বিশেষক
(ক) বিশেষণ—তুলনা প্রকাশ, বিভক্তির সাহায্য অল্প ... ৮৫

(খ) বিশেষ্য, বিধেয়—বিভক্তির সাহায্য অল্প ৮৬
৪। বক্তব্য বাচক শব্দের বিশেষক ৮৬
সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষা দ্বয়ের স্বাতন্ত্র্য ৮৬

অষ্টম অধ্যায়

ভাষা শিক্ষার ক্রমবিভাগ

ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে কয়েকটি নিয়ম ৮৭
ভাষা শিক্ষার পর্য্যায়—
(১) বাক্য রচনা ৮৮
(২) অভিধান ৮৯
(৩) ভাষার নিয়ম (ব্যাকরণ) ও ইতিহাস ... ৮৯
(৪) সাহিত্যের ইতিহাস ৯০

নবম অধ্যায়

ইংরাজী শিক্ষা

ইংরাজী শিক্ষা প্রণালীর বিশেষত্ব—শব্দ ও বর্ণমালা শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র প্রয়াস প্রয়োজন ৯১
প্রথম পর্য্যায়ের অনুশীলন সমূহ
প্রথম অনুশীলন—শব্দ পরিচয় ৯২
প্রথম পরিচ্ছেদ—মানব বিষয়ক ৯২
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—জন্তু বিষয়ক ৯৩
তৃতীয় পরিচ্ছেদ—উদ্ভিদ বিষয়ক ৯৩

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—জল ও স্থল বিষয়ক ৯৩
পঞ্চম পরিচ্ছেদ—নভোমণ্ডল বিষয়ক ৯৪
শিক্ষা প্রণালী অনুসারে প্রত্যেক পরিচ্ছেদের অধ্যায় বিভাগ
(১) মৌখিক শিক্ষা ৯৪
(২) প্রশ্নোত্তর ৯৫
(৩) আদেশ অনুসারে কার্য্য ৯৫
দ্বিতীয় অনুশীলন—উচ্চারণ, বানান, শ্রুতলিপি ও হস্তাক্ষর ... ৯৫
বানান শিক্ষা ভাষায় প্রবেশের দ্বার নহে ৯৫
ইংরাজী ভাষার অসম্পূর্ণতা ৯৬
প্রথম পরিচ্ছেদ—বর্ণমালার বিভিন্ন ধ্বনি ... ৯৬
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—ধ্বনি প্রকাশের উপায় ... ৯৬
কোন্ অবস্থায় প্রথম অনুশীলনে শিক্ষিত শব্দের বানান শিক্ষা সঙ্গত ৯৭
তৃতীয় অনুশীলন—পরিচিত বিষয়ে বাক্য রচনা ... ৯৭
প্রথম পরিচ্ছেদ—বর্ত্তমান কাল ও ছাত্র বিষয়ক বাক্য ... ৯৮
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—ক্রিয়ায় 'তেছি' ও পরিবার বিষয়ক বাক্য ৯৮
তৃতীয় পরিচ্ছেদ—কর্ত্তাও কর্ম্মের বিশেষক ... ৯৮
চতুর্থ পরিচ্ছেদ—অতীত ও ভবিষৎ কাল ... ৯৯
পঞ্চম পরিচ্ছেদ—উদ্ভিদ্ জন্তু প্রভৃতি বিষয়ক বাক্য রচনা ৯৯
প্রত্যেক পরিচ্ছেদের আলোচনা প্রণালী
(১) অসম্বদ্ধ বাক্য ৯৯
(২) নূতন শব্দের প্রয়োগ ১০০
(৩) নূতন শব্দের (এবং তজ্জাতীয় শব্দের) বানান ও উচ্চারণ ১০০

(৪) ভ্রম সংশোধন, বাক্য সম্পূর্ণকরণ, অনুবাদ ১০০
চতুর্থ অনুশীলন—বিবিধ বিষয়ে বাক্য রচনা ১০০
প্রথম পরিচ্ছেদ—'আছি' প্রভৃতি ব্যবহার ... ১০০
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—শরীর, রোগ, জল, স্থল প্রভৃতির ব্যবহার ১০১
পঞ্চম অনুশীলন—সাহিত্য প্রবেশ
প্রথম পরিচ্ছেদ—বাচ্য পরিবর্ত্তন, বিষয় ও বক্তব্য বিজ্ঞাপক শব্দের যুক্ত বিশেষণ ইত্যাদি ... ১০১
অন্যান্য পরিচ্ছেদ—প্রত্যেক বিষয়ে বাক্য রচনা শিক্ষা করিয়া সাহিত্যে প্রবেশ ১০১

———

দশম অধ্যায়

সংস্কৃত শিক্ষা

সংস্কৃত শিক্ষা প্রণালীর বিশেষত্ব—
(১) শব্দ ও বানান শিখিবার স্বতন্ত্র প্রয়োজন নাই ... ১০৩
(২) বিষয়ের পর্য্যায় ও ক্রম অনুসারে না হইয়া বিষয় বাচক ও বক্তব্য বাচক শব্দ সমূহের রূপ পরিবর্ত্তন প্রণালীর দ্বারা বাক্য রচনা নিয়ন্ত্রিত হইবে ১০৩
(৩) সংস্কৃত সাহিত্য হইতে রূপ পরিবর্ত্তন প্রণালীর দৃষ্টান্ত স্বরূপ বিবিধ বাক্য সংগ্রহ ১০৫
(৪) সাধারণ তুদাদি ও ভ্বাদিগনীয় ধাতুর ব্যবহার ... ১০৫
বাক্য রচনা পর্য্যায়ের অনুশীলন সমূহ
১। কর্ত্তা, কর্ম্ম, বর্ত্তমান কাল ১০৬

২। কর্ত্তা, কর্ম্ম, অতীতকাল ১০৭
৩। কর্ত্তা, কর্ম্ম, ভবিষ্যৎ ১০৭
৪। কর্ত্তা, কর্ম্ম, অনুজ্ঞা ১০৭
৫। করণ, সম্প্রদান ইত্যাদি ১০৭
৬। সম্বন্ধ ১০৭
৭। বিধিলিঙ ১০৭
৮। সনন্ত, যঙন্ত ইত্যাদি ১০৭
প্রথম অনুশীলনের পরিচ্ছেদ সমূহ ১০৭
প্রথম পরিচ্ছেদ—প্রথম পুরুষ ১০৮
(ক) বিশেষ্য—ছয় অধ্যায় লিঙ্গ ও অন্ত্যবর্ণ অনুসারে ... ১০৮
(খ) সর্ব্বনাম—তিন অধ্যায় ১০৮
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—উত্তম পুরুষ ১০৯
তৃতীয় পরিচ্ছেদ—মধ্যম পুরুষ ১০৯
দ্বিতীয় অনুশীলনের পরিচ্ছেদ সমূহ
প্রথম পরিচ্ছেদ—'স্ম' যোগ ১০৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—'ক্ত' প্রত্যয় ১১০
তৃতীয় পরিচ্ছেদ—'ক্তবৎ' প্রত্যয় ১১০
প্রথম অবস্থায় বিভক্তির বৈচিত্র্য সমূহ ত্যাগ করিতে হইবে ১১০
তৃতীয় ও চতুর্থ অনুশীলনের পরিচ্ছেদ সমূহ ... ১১০
পুরুষ অনুসারে তিন পরিচ্ছেদ,
ধাতুর পদ অনুসারে প্রত্যেক পরিচ্ছেদের তিন অধ্যায় ... ১১১
পঞ্চম অনুশীলনের পরিচ্ছেদ সমূহ
প্রথম পরিচ্ছেদ—সরল পদ ১১১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—অব্যয়ীভাব সমাস ১১২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—চারি বিভক্তি অনুসারে চারি অধ্যায় ... ১১২

ষষ্ঠ অনুশীলনের পরিচ্ছেদ সমূহ

প্রথম পরিচ্ছেদ—সরল পদ ১১২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—সমাসযুক্ত পদ ১১২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—ষষ্ঠী বিভক্তি ১১২

সপ্তম অনুশীলনের তিন পরিচ্ছেদ প্রত্যেক পরিচ্ছেদের তিন অধ্যায়

অষ্টম অনুশীলনের চারি পরিচ্ছেদ (১) সনন্ত (২) যঙন্ত (৩) নাম

(৪) নিজন্ত ১১৩

পরিশিষ্ট—

ক। অকর্ম্মক ও আত্মনেপদী তুদাদি ও ভ্বাদি ... ১১৪

খ। উভয়পদী ধাতু ১১৪

গ। বিসর্গ সন্ধি ১১৫

ঘ। সম্বোধন প্রণালী ১১৫

ঙ। দ্বিতীয়া বিভক্তি ১১৫

চ। একপদী-ক্রিয়া বিশেষণ ১১৫

ছ। বাচ্য পরিবর্ত্তন ১১৬

জ। শব্দরূপ ১১৬

প্রত্যেক অনুশীলনের শিক্ষা প্রণালী ১১৭

(১) বচন ও বিশেষণ ১১৭

(২) নূতন শব্দ প্রয়োগ ১১৭

(৩) পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ের সাহায্য গ্রহণ ১১৭

(৪) সংস্কৃত সাহিত্য হইতে বাক্য সংগ্রহ ১১৭

(৫) ভাষান্তর ১১৮

(৬) সংশোধন ও বিবিধ প্রশ্ন ১১৮

(৭) সাহিত্য পরিচয় ১১৮

সংস্কৃত শিক্ষার পর্য্যায়

প্রথম—বাক্যরচনা ১১৮

দ্বিতীয়—অভিধান ১১৮

তৃতীয়—ভাষার নিয়ম (ব্যাকরণ) ১১৯

চতুর্থ—ভাষা সাহিত্যের ইতিহাস ১১৯

প্রথম অধ্যায়।

শিক্ষা-বিজ্ঞানের ভূমিকা।

আলোচনা-প্রণালী ও বিজ্ঞান।

কোন বিষয়ে বিশেষরূপে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে নানা দিক হইতে তাহার আলোচনা করিতে হয়। বিভিন্ন উপায়ে বিভিন্ন দিকের আলোচনার দ্বারা যে বিশেষ বিশেষ সত্যের উপলব্ধি করা যায় সেই সত্যগুলির মধ্যে পরস্পর ঐক্য, শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারিলেই আলোচ্য বিষয়ে সম্যক্‌জ্ঞান জন্মে—অর্থাৎ "বিজ্ঞান" প্রস্তুত হয়।

মানবীয় বিজ্ঞান সমূহে

বিশেষতঃ, যে বিষয় জটিলতাপূর্ণ, যে বিষয়ের মধ্যে অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের শক্তি কার্য্য করিয়া থাকে, এবং যাহা অন্যান্য বিষয়ের সহিত শৃঙ্খলীকৃত, সেই বিষয়ের সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে বিভিন্নরূপ আলোচনা প্রণালীর বিশেষ প্রয়োজন। এক প্রণালীতে যে তথ্য অবগত হওয়া যায় অন্য

প্রণালীতে ঠিক সেই তথ্য অবগত হওয়া যায় না। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর খণ্ড-সত্য সমূহের পরিবর্ত্তে সম্পূর্ণ সত্য আবিষ্কারের জন্য যত প্রকারের সম্ভব আলোচনা প্রণালী অবলম্বন করা বিধেয়।

ভিন্ন ভিন্ন আলোচনা প্রণালীর প্রয়োজনীয়তা

ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্র, বিষয়সম্পত্তি, সাহিত্য, কলা প্রভৃতি যে সকল বস্তু মানব লইয়া গঠিত, যাহাতে মানবের চিত্তপ্রবৃত্তি এবং অন্তঃকরণের গূঢ় শক্তি সকল কার্য্য করিয়া থাকে, যে সকল বিষয়ের উন্নতি অবনতি, পরিবর্ত্তন অথবা ক্রমবিকাশ মানবের জীবন্ত বৃত্তিনিচয়ের কার্য্যের উপর নির্ভর করে, সেই সকল বিষয়ই অন্যান্য বিষয় অপেক্ষা বিশেষ ভাবে জটিল, দুরূহ এবং সমস্যাপূর্ণ। এজন্য নির্জ্জীব পদার্থ অথবা নিম্নস্তরের প্রাণীসমূহ অথবা অচেতন কলকারখানা প্রভৃতি বিষয়ের সত্য আবিষ্কার করিতে বৈজ্ঞানিকের যেরূপ প্রণালী অবলম্বন করা উচিত, বৈচিত্র্যপূর্ণ বিশাল মানবান্তঃকরণের নিগূঢ় ক্রিয়া ও প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করিবার জন্য ঠিক সেই প্রণালী অবলম্বনের প্রয়োজন হয় না। সুতরাং স্বতন্ত্র উপায়ে সম্পূর্ণ নূতন প্রণালী অবলম্বন করিয়া বিশেষ বিশেষ সত্য উদ্ধার করিতে চেষ্টা করা উচিত। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন সত্যের একীকরণে মানব বিষয়সমূহে জ্ঞান সম্পূর্ণতা ও প্রণালীবদ্ধতার দিকে অগ্রসর হইয়া "বিজ্ঞান" পদ বাচ্য হয়।

(ক)
মানব প্রকৃতি গতিশীল।

মানবীয় বিষয়সমূহের প্রধান বৈচিত্র্য এই যে, ইহারা অত্যন্ত পরিবর্ত্তনশীল—সর্ব্বদা এক ভাবে দাঁড়াইয়া থাকে না। মানব প্রকৃতি গতিশীল, তাহার বৃত্তি সকল ক্রমেই বৈচিত্র্য লাভ করে। এজন্য মানবের এবং মানবীয় অনুষ্ঠান সমূহের স্থিরতা নাই; প্রতিক্ষণেই ইহাদের এক একটী পুরাতনের স্থানে নূতনের প্রতিষ্ঠা হওয়ায় এক একটী "ইতিহাস" রচিত হইতেছে। এবং এই পরিবর্ত্তনশীলতার জন্য ইতিহাসের ও কখনই পুনরাবৃত্তি হয় না। মানবের দর্শন, মানবের আদর্শ, মানবের সাহিত্য, মানবের সমাজ, নিরন্তর ভারকেন্দ্র পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন নূতন স্থান অধিকার করে। সুতরাং জীবন্ত ও ধারাবাহিকরূপে চলন্ত এবং ঐতিহাসিক পারম্পর্য্য ও বিভিন্নতা বিশিষ্ট মানব সম্বন্ধে উপযুক্ত জ্ঞান লাভ করিতে হইলে তাহার কোন এক অবস্থার আলোচনা করিলে উদ্দেশ্য সফল হয় না। কারণ ইহাতে তাহার কেবল মাত্র বিশেষ এক ভারকেন্দ্রে অবস্থিত কার্য্য কলাপের পরিচয় পাওয়া যায় মাত্র। বহমান স্রোতস্বতীর স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইলে তাহার তীরে কোন এক স্থানে দণ্ডায়মান হইলে চলে না; তাহার সহিত কূলে কূলে চলিতে হইবে, তাহার গতির অনুসারে স্বকীয় গতি নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। সেইরূপ অনন্তের দিকে ধাবমান, ক্রমশঃ অভিব্যক্তি-

সুতরাং ঐতিহাসিক প্রণালীর প্রয়োজন ঃ

প্রাপ্ত এবং বিবর্ত্তনশীল মানবজীবনের প্রকৃত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে কেবলমাত্র কোন এক অধ্যায় বা স্তরের প্রকৃতি নিরীক্ষণ না করিয়া ইহার বিভিন্ন অধ্যায়ের ও রূপান্তরসমূহের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণগুলির সহিত পরিচিত হইতে হইবে।

ধন-বিজ্ঞান ধর্ম্ম ও সাহিত্যে ঐতিহাসিক প্রণালীর প্রয়োগ ঃ

এজন্য ঐতিহাসিক প্রণালীই মানবীয় বিজ্ঞান সমূহের প্রধান আলোচনাপ্রণালী। কোন্ যুগে কোন্ স্থানে কিরূপ অবস্থায় মানব কিরূপ ভাবে চিন্তা ও কর্ম্ম করিয়াছে, এই আলোচনাই মানব বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি। যে জ্ঞানের দ্বারা মানুষের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার, ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপের, প্রতিকৃতি মানসনেত্রে প্রতীয়মান হয় না, যে জ্ঞানের দ্বারা মানুষের প্রতিষ্ঠানবৈচিত্র্য, ভাষাবৈচিত্র্য, আদর্শ-বৈচিত্র্য, রাষ্ট্রবৈচিত্র্য ও সমাজবৈচিত্র্যের উপলব্ধি হয় না, সেই জ্ঞান নিতান্ত অসম্পূর্ণও ভ্রমাত্মক। সেই জ্ঞানের দ্বারা মানব সম্বন্ধে কোন উপদেশ বা আদেশ প্রদান করা অসম্ভব। এইজন্য মানুষের বিষয় সম্পত্তিভোগ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে প্রধানতঃ এই ভোগপ্রবৃত্তির ইতিহাস সংগ্রহ করা আবশ্যক। বিভিন্ন কালে এবং বিভিন্ন স্থানে মানব নিজের সহিত বিশ্বের সম্বন্ধ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে স্থির করিয়াছে বলিয়া ইহ জগতের ভোগবাসনা এক এক অবস্থায় এক এক অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের অবতারণা

করিয়াছে। সুতরাং কেবল মাত্র এক অবস্থার বিবরণের দ্বারা বৈষয়িকপদ্ধতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ হয় না। ধর্ম্মভাব সম্বন্ধেও এই কথা। কোন এক সমাজের বা এক অবস্থার বিবরণের দ্বারা ধর্ম্ম সম্বন্ধে শেষ সত্যের উপলব্ধি হয় না। সাহিত্য কাহাকে বলে, সাহিত্যের উৎকর্ষ কোন্ কোন্ উপাদানের উপর নির্ভর করে, সাহিত্যের সহিত সমাজচরিত্রের কি সম্বন্ধ, সাহিত্যের কোন লক্ষ্য ও আদর্শ আছে কিনা, এতৎসম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে ও সাহিত্যের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের বিবরণ সংগ্রহ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

(খ) মানব প্রকৃতি স্থিতিশীল ও বটে,

কিন্তু সজীব মানব এইরূপ গতিশীল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ হইলেও তাহার মধ্যে কতকগুলি সামান্য ধর্ম্ম আছে। এই সাধারণ ধর্ম্মসমূহ সকল অবস্থায় ও সকল স্থানেই লক্ষিত হয়। ইহারা স্থিতিশীল এবং সর্ব্বত্র সমান ভাবে বর্ত্তমান। সুতরাং মানব প্রকৃতি এক দিকে গতিশীল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ, অপর দিকে স্থির ও সামান্যধর্ম্মবিশিষ্ট। এজন্য সম্পূর্ণ মানববিজ্ঞান দুই প্রকারের আলোচনার উপর প্রতিষ্ঠিত ঃ—(১) ইতিহাসের দ্বারা, পরিবর্ত্তনও বিভিন্নতা সমূহের বিবরণ সংগ্রহ, (২) দর্শনের দ্বারা, ঐক্যও স্থিতির বিশ্লেষণ। এক দিকে যেমন কেবল মাত্র এক অবস্থার আলোচনা করিলে মানবের পারম্পর্য্য ও

ধারানুবাহিকতা হৃদয়ঙ্গম হয় না, তেমনি অপর দিকে বিশেষ এক ভারকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত, স্থির ভাবে দণ্ডায়মান, বিশেষ এক অবস্থার আলোচনা না করিলে মানুষের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ হয় না। মানব ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন সমাজ গঠন করিয়াছে বটে, কিন্তু মানবচরিত্রের মধ্যে এমন কতকগুলি শক্তি আছে যাহার দ্বারা তাহাকে সামাজিক জীব করিয়া তুলিয়াছে। মানবের কোন এক অবস্থার বিশ্লেষণ করিলেই মানবের সহিত মানবের প্রয়োজন আছে কি না, নিঃসহায়রূপে মানব স্বকীয় সকল প্রকারের অভাব মোচন করিতে পারে কি না, এই সকল বিষয়ের তথ্য সম্যক্ আলোচিত হয়। এজন্য সমাজপ্রকৃতির ধারাবাহিক ইতিহাস সংগ্রহ আবশ্যক হয় না। সেইরূপ কোন এক অবস্থার আলোচনা করিলেই মানবের সাহিত্যের প্রয়োজন আছে কি না, সাহিত্যের উৎপত্তি কেন হইল, সাহিত্যে কোন্ কোন্ বৃত্তির বিকাশ হয়, এবং সাধারণতঃ সাহিত্যের সহিত মানবচরিত্রের কি সম্বন্ধ এতৎ সম্বন্ধেও উপযুক্ত সত্যের উদ্ধার হয়। সেইরূপ মানুষের মধ্যে যে ধর্ম্মভাব ও ভোগপ্রবৃত্তি আছে তাহার বিশ্লেষণ করিলেই ধর্ম্ম ও ধন সম্পত্তি সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান জন্মিতে পারে। মানব কেন দেব দেবীর উপাসনা করে, কেন মন্দির প্রতিষ্ঠা করে,

সুতরাং দার্শনিক বিশ্লেষণ প্রণালীর ও প্রয়োজন ;

সমাজ-তত্ত্ব, ধন-বিজ্ঞান, ধর্ম্ম ও সাহিত্যের আলোচনায় এই প্রণালীর প্রয়োগ ঃ

শাস্ত্রালোচনা করে, কি কারণে কোন না কোন ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে ; এবং কি জন্য বিভিন্ন প্রকারের শিল্পের আয়োজন করে, তাহার বৈষয়িক প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রয়োজন কি, এবং ইহাদের উৎপত্তি হয় কেন, এই সকল বিষয়ের জন্য ইতিহাস অনুসন্ধান না করিয়া কোন এক ব্যক্তি বা সমাজের অন্তঃকরণ অনুসন্ধান করিলেই চলে।

শিক্ষা-বিজ্ঞানেও ঐ দুই প্রণালীরই প্রয়োজন আছে ঃ

শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে এই দুই প্রকারেরই আলোচনাপ্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। শিক্ষা বিষয়টী কি, ইহার প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা, এতৎ সম্বন্ধে কোন সাধারণ সূত্র প্রযোজ্য কিনা, শিক্ষার উদ্দেশ্য কি, শিক্ষার প্রভাবে মানব প্রকৃতির কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় কিনা এবং কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে কিরূপ পরিবর্ত্তন হয় ইত্যাদি শিক্ষা সম্বন্ধীয় যাবতীয় প্রশ্ন, অন্যান্য মানবীয় বিষয়সমূহের ন্যায়, ঐতিহাসিক প্রণালী ও দার্শনিক প্রণালীর দ্বারা আলোচিত হওয়া উচিত।

প্রথম

সুতরাং শিক্ষাবিজ্ঞান প্রধানতঃ দুই ভাগে

বিভাগ—
শিক্ষা-পদ্ধতিঃ

ঐতিহাসিক আলোচনা-প্রণালীর দ্বারা সমাজের সাধারণ সভ্যতার সহিত শিক্ষা-প্রথার সম্বন্ধ নির্ণয়ঃ

বিভক্ত করা হইবে। প্রথম বিভাগে দেশ, কাল ও অবস্থানুসারে মানবসমাজের আদর্শের বিভিন্নতানুযায়ী যত প্রকারের শিক্ষাপদ্ধতিসমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান গুলির বিবরণ থাকিবে। কোন্ সময়ে কোথায় সমাজে শিক্ষকদিগকে কিরূপ স্থান দেওয়া হইয়াছে, কিরূপ শিক্ষা প্রণালী অবলম্বন করা হইয়াছে, শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদিগের মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ কোন্ নিয়মে স্থিরীকৃত হইয়াছে, ধর্ম্ম জীবন, নৈতিক জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবনের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থার মধ্যে কিরূপ উপযোগিতা লাভের উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা করিতে হইবে। এই উপায়ে মানবসভ্যতার ইতিহাসের ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়, বিচিত্র আদর্শের বিকাশ, মানব সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রকৃতি ও লক্ষণ আলোচিত হইবে। মিসর, গ্রীস, ভারত প্রভৃতি দেশের প্রাচীন সভ্যতা সমূহ, বিভিন্ন আদর্শে পরিচালিত মধ্যযুগের শিক্ষাপদ্ধতিসমূহ এবং বর্ত্তমান জগতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের মধ্যে যে আদর্শ, যে ভাব অন্তর্নিহিত আছে, এই শিক্ষার ইতিহাসে সেই ভিন্ন ভিন্ন সমাজপ্রকৃতি ও আদর্শসমূহের চিত্র প্রদান করা হইবে। কিন্তু শিক্ষাপদ্ধতিসমূহ কালানুসারে পর্য্যায়ক্রমে আলোচিত না হইয়া, পৃথক্ পৃথক্

আদর্শ অনুসারে আলোচিত হইবে। এই উপায়ে মানব সভ্যতার ক্রমিক বিকাশের সম্পূর্ণ বিবরণ প্রদান না করিয়া, কেবলমাত্র প্রধান প্রধান আদর্শ ও স্তরসমুহ বিবৃত করিতে চেষ্টা করা যাইবে।

দ্বিতীয় বিভাগ—
শিক্ষাতত্ত্বঃ

দার্শনিক বিশ্লেষণের দ্বারা শিক্ষার প্রকৃতি, উদ্দেশ্য, উপকরণ ও মানব জীবনের সহিত সম্বন্ধ নির্ণয়ঃ

দ্বিতীয় বিভাগে দার্শনিক প্রণালীতে শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে। শিক্ষা কাহাকে বলে, মানবচরিত্রের উপর শিক্ষার কিরূপ প্রভাব, মানব সমাজের কোন এক আদর্শ-শিক্ষাপদ্ধতি আছে কি না, শিক্ষার কিরূপ ব্যবস্থা করা উচিত এবং অবস্থাভেদে শিক্ষাপদ্ধতির কিরূপ পরিবর্ত্তন বিধেয়, এই সকল বিষয় বিচার করিয়া শিক্ষাতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করা যাইবে। ঐতিহাসিক প্রণালীর দ্বারা শিক্ষা-বৈচিত্র্যের যে বিবরণ পাওয়া গিয়াছে দার্শনিক প্রণালীর দ্বারা তাহার যৌক্তিকতা প্রমাণিত হইবে। এবং এই বৈচিত্র্যের উপর নির্ভর করিলে আমাদের দেশে বর্ত্তমান কালের উপযোগী কিরূপ স্বতন্ত্র শিক্ষা পদ্ধতির প্রয়োজন তৎসম্বন্ধে আলোচনা থাকিবে।

শিক্ষার প্রকৃতি—

মানুষ কতকগুলি বৃত্তি লইয়া জন্ম গ্রহণ করে। প্রকৃতির সাহায্যে এবং বেষ্টনী ও পারিপার্শ্বিক

ভাব ও শক্তি সমূহের প্রভাবে সেই সকলের বিকাশ ও বৃদ্ধি হয়। পারিবারিক, সামাজিক ও দেশের অন্যান্য শক্তির সংঘর্ষে তাহার কৈশোর যৌবনাদি অবস্থা স্বাভাবিক নিয়মে গঠিত হয়। সমাজের বিশেষ কোন সাহায্য না থাকিলেও মানুষের মন ও শরীর আপনা আপনিই বহির্জ্জগৎ হইতে নিজের উপযোগী উপকরণ সংগ্রহ করিয়া পরিপুষ্ট হইতে থাকে। এইরূপে ব্যক্তিত্ব বিকাশই জীবিতাবস্থার লক্ষণ এবং জীবনী শক্তির কার্য্য। এই জীবনীশক্তির পুষ্টি-সাধন করা এবং মানুষের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য বিকাশের সহায়তা করা, প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য।

বেষ্টনী ও মানবের পরস্পর আদান প্রদানে জীবনের নৈসর্গিক পুষ্টি ;

অতএব যদি আমাদের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিনিচয়ের সম্যক্ স্ফূর্ত্তিসাধনের জন্য কোন ব্যবস্থা করিতে হয়, তাহা হইলে সেই ব্যবস্থাকে এই স্বাভাবিক জীবনগঠনপ্রণালীরই সহায় হইতে হইবে। মানুষকে যদি শিক্ষাগার প্রস্তুত করিতেই হয়, তবে তাহাকে তাহার সমাজের, ধর্ম্মের ও দেশের পূর্ব্বাপর সকল অবস্থা ভাবিয়া তাহারই পক্ষে অতি সুসাধ্য ও সহজ ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহা না করিলে নৈসর্গিক মনুষ্যত্ব বিকাশের বিঘ্ন উৎপন্ন হয়, এবং তাহার ফলে বিকৃতস্বভাব অপ্রকৃতিস্থ লোক সমাজের সৃষ্টি হয়।

শিক্ষার উদ্দেশ্য—মানবের স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব বিকাশ ;

এই জন্যই দেশভেদে ও কালভেদে শিক্ষার

স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। এক সমাজে এক সময়ে যাহা স্বাভাবিক ও সহজ, অন্য অবস্থায় তাহা অস্বাভাবিক এবং ক্ষতিকর হইতে পারে। এক অব-স্থার প্রতিকার অন্য অবস্থার ব্যাধির কারণ হয়। সময়ের পরিবর্ত্তনে সমাজের সকল বিষয়েরই পরি-বর্ত্তন হইয়া থাকে ; এই পরিবর্ত্তিত অবস্থার উপযোগী না হইলে শিক্ষা-পদ্ধতি "সেকেলে" থাকিয়া যায়। এইরূপ শিক্ষায় বৃত্তি সকল বেশ সহজ উপায়ে পারিপার্শ্বিক নৈতিক ও প্রাকৃতিক শক্তি সমূহ হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারে না। এবং এইজন্য ইহারা খর্ব্বতা ও পঙ্গুত্ব প্রাপ্ত হইয়া অর্দ্ধবিকশিত বা কৃত্রিম উপায়ে প্রস্ফুটিত পুষ্পের ন্যায় অস্বাভাবিক রূপ ধারণ করে।

এই নৈসর্গিক বিকাশের লক্ষণ—
(ক) সমাজো-পযোগিতা
(২) কালো-পযোগিতা

বেষ্টনী হইতে নিজের উপযোগী উপকরণ সংগ্রহ করিয়া বিকাশ ও পুষ্টি লাভ করিতে হইলে স্বাধীনভাবে ইহাকে ব্যবহার করিবার বন্দোবস্ত থাকা আবশ্যক। স্বাধীনভাবে ক্ষেত্রকে ব্যবহার করিবার সুযোগ প্রাপ্ত না হইলে নিজের উপযোগী উপকরণ সংগ্রহ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। স্বীয় বিকাশ স্বকীয় চেষ্টা ও দায়িত্বের উপর নির্ভর করে। বিশেষতঃ স্বীয় প্রবৃত্তির গতি অন্যের পক্ষে সহজবোধ্য নয়। এমন কি অপর কোন ব্যক্তি যদি কোন ব্যবস্থা করিবার উপযুক্ত হয় অথবা অধিকার

(৩) স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা ঃ

প্রাপ্ত হয়, তাহাকে এই স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের সাহায্য গ্রহণ করিয়াই কার্য্য করিতে হইবে।

এই তিন লক্ষণ বিশিষ্ট স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব বিকাশের শিক্ষাকে সকল দেশে জাতীয় শিক্ষা বলে।

সুতরাং যে কোন দেশে এবং যে কোন যুগে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে সেই দেশ ও সেই যুগের শিক্ষাগুরুদিগকে তদ্দেশোপযোগী স্বাভাবিক, এবং তৎকালোচিত "আধুনিক," শিক্ষাপ্রণালীর প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। সেই সমাজের প্রকৃতি কি, কোথায় ইহার বিশেষত্ব, কোন্ কোন্ বিষয়ে ইহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, এবং তৎকালের যুগধর্ম্ম কি, অর্থাৎ সেই যুগে পৃথিবীতে কোন্ কোন্ ভাব ও কর্ম্ম সমূহ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, এবং তাহার দ্বারা কিরূপ নূতন অবস্থাসংঘটন হইয়াছে ও হইবার সম্ভাবনা, এই সকল বিষয় আলোচনা না করিলে সকল শ্রমই পণ্ড হইয়া যায়। এইরূপ সমাজোপযোগী এবং "আধুনিক" শিক্ষাপদ্ধতিকেই স্বাভাবিক বা জাতীয় শিক্ষা বলা হয়। ইহার দ্বারাই সেই জাতির তৎকালোপযোগী জীবনবিকাশের সুবিধা হয়। এবং ইহাতে সমাজ স্বীয় কর্ত্তব্য সাধন করিতে সমর্থ হইয়া ভবিষ্যৎ জীবনের উন্নতির সহায়তা করে, এবং মানবসভ্যতার বিস্তৃতি ও বিকাশের উপযোগী হয়। সেই সময়ে পুরাতন প্রথা প্রচলিত অথবা স্থায়ী করিতে হইলে জোর করিয়া এক অনৈসর্গিক ক্রিয়ায় অভিনয় করা

হয়; অথচ পুরাতন ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান না হইলে বালুকার উপর অট্টালিকা নির্ম্মাণের ন্যায় প্রয়াস বিফল হইয়া যায়। এজন্য তাহাদের সম্প্রদায়প্রবাহ, ধর্ম্মপ্রবাহ, কুলপ্রবাহ ও জ্ঞানপ্রবাহ প্রত্যেকেই তাহাদের প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতিদিনকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবনপ্রবাহের সহিত যাহাতে মিলিত হইয়া তাহাদিগকে জাতিপ্রবাহের অঙ্গীভূত হৃদয়ঙ্গম করাইতে পারে, শাস্ত্রকারদিগের প্রথমতঃ এরূপ ব্যবস্থা করিয়া পরে অন্যান্য দেশের মনুষ্যসমাজ এতদিনের কর্ম্ম ও চিন্তা দ্বারা যে ফল প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার সহিত সংযোগস্থাপন করা বিধেয়।

ভারতবর্ষে আধুনিক যুগের স্বাভাবিক শিক্ষার স্বাতন্ত্র্য ঃ

সমাজোপযোগিতা, স্বাধীনতা এবং কালোপযোগিতা প্রকৃত স্বাভাবিক শিক্ষার প্রধান লক্ষণ। আমাদের দেশে বর্ত্তমান যুগে কোন্ শিক্ষাপদ্ধতি প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাভাবিক, স্বাধীন এবং কালোপযোগী অর্থাৎ আধুনিক, এই বিষয় আলোচনা করিয়া শিক্ষাবিজ্ঞানের দ্বিতীয় বিভাগ শিক্ষা-তত্ত্ব সম্পূর্ণ হইবে। বর্ত্তমান ভারতে কিরূপ স্বতন্ত্র শিক্ষা সময়োপযোগী, কিরূপ শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইলে জাতীয় নৈতিক ও ধর্ম্মজীবন গঠনের সুবিধা হয়, ছাত্রাবস্থার সময় বিভাগ, শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা, শিক্ষকের সহিত শিক্ষার্থীর সম্বন্ধ, শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ,

কোন্ নিয়মে স্থিরীকৃত হওয়া আবশ্যক তাহার আলোচনা করা যাইবে।

বিজ্ঞানের দুই ভাগঃ (১) জ্ঞান-কাণ্ড— তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা; (২) কর্ম্ম-কাণ্ড— মানবের অভাব মোচনের জন্য প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বের প্রয়োগ;

যে সকল বিদ্যাকে আমরা বিজ্ঞান বলিয়া থাকি তাহাদের দুইটী দিক আছে। এক দিকে তাহারা নানাবিধ উপায়ে কোন বিষয়ের আধুনিক অথবা প্রাচীন তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করিয়া ক্রমশঃ তৎ-সম্বন্ধে প্রকৃত তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করে এবং সত্য আবিষ্কার করে। অপর দিকে কেবল মাত্র জ্ঞান লাভ ও তত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় সন্তুষ্ট না থাকিয়া সেই জ্ঞান ও তত্ত্বকে ব্যবহার করিয়া মানুষের বিবিধ অভাব মোচনের সহায়তা করে। বিজ্ঞানের একঅংশ জ্ঞানকাণ্ড, অপর অংশ কর্ম্মকাণ্ড। উভয়ের মিলনে বিজ্ঞানের সমাপ্তি। এক দিকে বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সম্মুখে স্থাপন না করিয়া, ঐতিহাসিক ও দার্শনিক প্রণালীর দ্বারা নিরপেক্ষভাবে ও সহিষ্ণুতার সহিত আলোচ্য বিষয়ের পরীক্ষা করিয়া সত্যে উপনীত হইবার চেষ্টা করা; অপর দিকে বিশেষ এক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উপযুক্ত উপায় উদ্ভাবন করা —এই দুইটীই বৈজ্ঞানিকের কার্য্য। ইহাদের মধ্যে শেষোক্তটী পূর্ব্বোক্তটির উপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ

কোন বিষয়ের স্বরূপ ও প্রকৃতি অবগত না হইলে তাহাকে কোন লক্ষ্যের দিকে চালিত করা অসম্ভব।

ধন-বিজ্ঞান ও রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের দুই দিক— (১) অর্থ ও রাষ্ট্র সম্বন্ধে সাধারণ সূত্র আবিষ্কার (২) আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় কর্ম্মে সূত্রের প্রয়োগ

ধনবিজ্ঞান এইরূপ একদিকে মানুষের ভোগ প্রবৃত্তির প্রকৃতি, ক্রমবিকাশ, রূপপরিবর্ত্তন এবং ইহা চরিতার্থ করিবার উপায় সমূহ নানা প্রকারে আলোচনা করিয়া বিষয় সম্পত্তি সম্বন্ধে প্রকৃত তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করে; অপর দিকে এই তত্ত্বের উপর নির্ভর করিয়া, এই ধন সম্পত্তি সম্বন্ধীয় সাধারণ নিয়ম সমূহের সাহায্য গ্রহণ করিয়া দেশের বৈষয়িক শ্রীবৃদ্ধি সাধনের উপায় উদ্ভাবন করে। সেইরূপ রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি, উন্নতি, অবনতি সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাষ্ট্র শাসনের প্রণালী আবিষ্কার করে, এবং ইহার দ্বারা রাষ্ট্রের কর্ম্মচারীদিগকে কর্ম্মে সাহায্য করে। শিক্ষা বিজ্ঞান ও প্রথমতঃ ইতিহাস এবং দর্শনের দ্বারা শিক্ষার উদ্দেশ্য, উপকরণ, ও উপায় প্রভৃতি সম্বন্ধে সত্য আবিষ্কার করে; এবং দ্বিতীয়তঃ এই সকল প্রতিষ্ঠিত সত্য অবলম্বন করিয়া প্রকৃত শিক্ষাপ্রণালী আবিষ্কার করে। শিক্ষাতত্ত্ববিদেরা শিক্ষাপদ্ধতির বৈচিত্র্য এবং শিক্ষাপদ্ধতির সহিত সাধারণ সভ্যতার সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া সন্তুষ্ট থাকেন না; তাঁহারা এমন কি শিক্ষার প্রকৃতি, শিক্ষার উন্নতি অবনতির কারণ, অথবা শিক্ষার সহিত যুগ

ধর্ম্মের সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া, অথবা দেশ ও কাল ভেদে শিক্ষাপদ্ধতি কিরূপ পরিবর্ত্তিত হওয়া আবশ্যক এবং এজন্য কিরূপ ব্যবস্থা বিধেয় তাহার বিবরণ প্রদান করিয়া সন্তুষ্ট থাকেন না ; তাঁহাদিগকে, উপরন্তু, অবস্থোচিত ব্যবস্থা করিতে হইলে শিক্ষার যে উপায় উদ্ভাবন করা উচিত তাহাও স্থির করিয়া দিতে হয়। সুতরাং শিক্ষা-বিজ্ঞান তিন বিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—(১) শিক্ষা-পদ্ধতি,
(২) শিক্ষা-তত্ত্ব,
(৩) শিক্ষা-প্রণালী।

শিক্ষাবিজ্ঞানের কর্ম্মকাণ্ড ও তৃতীয় বিভাগ—শিক্ষা-প্রণালী

দ্বিতীয় বিভাগে অর্থাৎ শিক্ষাতত্ত্বে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও উপায় সম্বন্ধে সাধারণভাবে যাহা বলা হইবে, এবং আমাদের দেশের বর্ত্তমান যুগোপযোগী শিক্ষা-পদ্ধতির যে চিত্র প্রদান করা হইবে, তৃতীয় বিভাগে অর্থাৎ শিক্ষাপ্রণালীতে সেই বিষয়ের কর্ম্মকাণ্ড সন্নিবেশিত হইবে। আমাদের দেশের উপযোগী যেরূপ আধ্যাত্মিক, নৈতিক, মানসিক ও শারীরিক শিক্ষার আদর্শ গ্রহণ করা হইবে তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার উপায় সমূহ বিবৃত হইবে। এই উপায় সমূহের মধ্যে যে অংশ সাধারণ শিক্ষাপদ্ধতি, ছাত্র

ও শিক্ষকের সম্বন্ধ, শিক্ষালয় ও সমাজের সম্বন্ধ, এবং শিক্ষালয়প্রতিষ্ঠা-বিষয়ক, তাহা শিক্ষা-তত্ত্বের শেষাংশে আলোচিত হইবে বলিয়া তৃতীয় বিভাগে কেবল মাত্র শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের অধ্যাপনা-প্রণালীরই বিশদ বিবরণ দেওয়া যাইবে।

তিন বিভাগের প্রতিপাদ্য বিষয়ঃ

প্রথম বিভাগে শিক্ষা জগতের বৈচিত্র্য প্রতিপন্ন করা যাইবে। দ্বিতীয় বিভাগে সমাজোপযোগিতা, সময়োপযোগিতা ও স্বাধীনতা—প্রধানতঃ এই তিন কারণেই যে যুগে যুগে দেশে দেশে শিক্ষার বৈচিত্র্য উৎপন্ন হয়, এবং এই তিন লক্ষণই যে স্বাভাবিক শিক্ষার প্রকৃত ভিত্তি—এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করা হইবে; এবং এই দেশের বর্ত্তমান কালোপযোগী প্রকৃত স্বাভাবিক শিক্ষার নূতনত্ব ও স্বাতন্ত্র্যের যৌক্তিকতা প্রদর্শিত হইবে। তৃতীয় বিভাগে বিশেষ এক অধ্যাপনা-প্রণালীর বিবরণ প্রদান করা হইবে।

JADAVPUR UNIVERSITY ★ LIBRARY ★

অধ্যাপনার নূতন প্রণালী

এতদিন আমাদের দেশে যে ভাবে ভাষা, দর্শন, ইতিহাস, গণিত, বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে অধ্যাপনা কার্য্য চলিতেছিল তাহার যথোচিত পরিবর্ত্তন

5634

করিয়া উন্নত শিক্ষা-প্রণালীর অবতারণা করা হইবে। এক কথায় বলিতে হইলে, যে প্রণালীতে শিক্ষার্থী শারীরিক ও মানসিক ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা লাভ করিয়া ক্রমশঃ পরিচিত বিষয় ও সত্য হইতে অপরিচিত ও অজ্ঞাত সত্যে উপনীত হইতে পারে,—বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই সত্য আবিষ্কারের পন্থা হৃদয়ঙ্গম করিয়া, নিজের উদ্ভাবনী শক্তি ও বুদ্ধি-স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় পাইয়া স্বকীয় সৃষ্টি ও মৌলিক চিন্তার আনন্দ উপভোগ করিতে পারে, এবং যে প্রণালীতে আলোচ্য ও শিক্ষণীয় বিষয়ের ক্রমবিকাশ তাহার স্বকীয় ক্রমবিকাশের অনুরূপ হইতে পারে—এরূপ শিক্ষা-প্রণালীর ব্যাপক, সম্পূর্ণ ও সর্ব্বতোমুখী আলোচনা করা হইবে।

(ক) জ্ঞাত বিষয় ব্যবহার করিতে করিতে **অজ্ঞাত** বিষয়ের অধিকার প্রাপ্তি

বৈজ্ঞানিকেরা এবং নানাবিধ সত্যের আবিষ্কারকেরা যে ভাবে ধীরে ধীরে অনেক ভ্রমসংশোধন করিতে করিতে অসম্পূর্ণ ও আংশিক সত্য এবং অসত্যের দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া, একটী দুইটী করিয়া খণ্ড-সত্য সংগ্রহের পর শেষে সম্পূর্ণ সত্যের দুর্গ করতলগত করেন, ছাত্রকেও ঠিক সেই ভাবে আবিষ্কার করিতে করিতে, অজানা পথের ভিতর দিয়া, অনেক ব্যর্থ প্রয়াসের পর, সত্য লাভ করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। অপর লোকেরা যে সকল সত্যের উপলব্ধি করিয়াছেন এবং সেই সত্য

সমূহ অবলম্বন করিয়া যে সকল পুস্তক রচনা করিয়াছেন, ছাত্রকে সেই সকল সত্য স্বীকার করাইয়া লওয়ান এবং পুস্তক সকল আবৃত্তি করান শিক্ষকের কর্ত্তব্য নহে। তাঁহাকে কেবল মাত্র ছাত্রের পথ প্রদর্শকের ন্যায় থাকিয়া তাহার সত্য আবিষ্কারের প্রয়াসে সহায় হইতে হইবে।

শিক্ষার্থী—আবিষ্কারক;

তবে শিক্ষার্থী ছাত্র এবং প্রথম আবিষ্কারকের মধ্যে এই প্রভেদ—যে, প্রকৃত আবিষ্কারককে অসহায়ভাবে পৃথিবীর অজ্ঞ অবস্থায় একাকী পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, অন্ধকারে চলিতে যাইয়া অনেক ব্যর্থ চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। এজন্য বহু ব্যক্তির জীবনব্যাপী, নিঃস্বার্থ ও ফললাভে নিরাকাঙ্ক্ষ, কর্ম্মের ফলে জগতে এক একটী সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে; এবং এই কারণে বহু জীবন নিরর্থক ব্যয়িত হইয়াছে। কিন্তু ছাত্রকে এরূপ ব্যর্থযত্ন হইতে হইবে না। বহু জাতি ও বহু ব্যক্তির প্রয়াসপ্রসূত, জড়জগৎ ও চিজ্জগতের সত্যসমূহ তাহার নিকট বিজ্ঞানাকারে সঞ্চিত ও পুঞ্জীকৃত রহিয়াছে। তাহার শিক্ষক এই ভাণ্ডারের অধিকারী হইয়া সর্ব্ববিদ্যা-রক্ষক ভাবে সর্ব্বদা তাহার সহায়তা করিতেছেন। যে যে পন্থা অবলম্বন করিয়া বৈজ্ঞানিকেরা সত্য সকল উদ্ভাবন করিয়াছেন সেই সকল উপায় এখন শিক্ষার্থীকে নূতন করিয়া উদ্ভাবন করিতে হইবে না।

শিক্ষকের কর্ম্ম—আবিষ্কারে প্রবৃত্ত ছাত্রকে সহায়তা করা;

তাহার শিক্ষকের মনেই সেই উপায় গুলি সর্ব্বদা রহিয়াছে ; সুতরাং বহু যুগে পৃথিবী যাহা লাভ করিয়াছে ছাত্র এক জীবনেই এখন তাহা লাভ করিতে সক্ষম। ছাত্রের জীবন কোন কোন সুপণ্ডিতদিগের জীবনের ন্যায় নিরর্থক হইবার সম্ভাবনা নাই।

আলোচ্য বিষয়ে প্রবেশ লাভের জন্য রচিত গ্রন্থ পাঠের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা নাই ;

শিক্ষার্থী আবিষ্কারক, কেবল মাত্র পাঠক নহে। গ্রন্থকারেরা যে ভাবে নিজ নিজ পুস্তক রচনা করিয়া তথ্য লিপিবদ্ধ করেন, শিক্ষার্থীকে ঠিক সেই ভাবে পুস্তক পাঠ অথবা বিষয়ের আলোচনা করিতে হইবে না। সাধারণতঃ যে প্রণালীতে পুস্তক রচিত হইয়া থাকে তাহাতে গ্রন্থকর্ত্তার প্রয়াসসমূহের বিবরণ থাকে না। বহু গবেষণা করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তিনি সেই সিদ্ধান্ত সমূহ অন্যান্য ব্যক্তির সিদ্ধান্তসমূহের সহিত মিলাইয়া এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া তাঁহার পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করেন। ইহাতে পুস্তকের শ্রীবৃদ্ধি এবং সৌষ্ঠব সাধিত হয় বটে ; কিন্তু শিক্ষার্থী সিদ্ধান্তগুলি পাইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না,—তাহার পক্ষে ফললাভ অপেক্ষা ফললাভের উপায় অধিক আবশ্যক। এজন্য অতি সুপণ্ডিত-রচিত পুস্তকও শিক্ষার্থীর উপযোগী নহে। বিবিধ কারণে রচিত গ্রন্থ সমূহের সার মর্ম্ম, রচনাকৌশল এবং লিখনপদ্ধতির সহিত ছাত্রের পরি-

চিত হওয়া উচিত বটে ; কিন্তু কোন বিষয়ে ব্যুৎপন্ন হইবার জন্য ছাত্রকে যদি পুস্তক পাঠ করিতেই হয় তাহা হইলে ছাত্রদিগের জন্য বিশেষভাবে পুস্তক রচনা করা উচিত। যে সকল পুস্তকের দ্বারা ছাত্র স্বকীয় উন্নতি অনুসারে স্বাধীনভাবে ক্রমশঃ কঠিনতর ও জটিলতর প্রশ্নের মীমাংসা করিতে বাধ্য হয়, যে সকল পুস্তকে সঙ্কেতমাত্র নির্দ্দিষ্ট হয়, উপায় ও পন্থা মাত্র বলিয়া দেওয়া হয়, এবং সকল কার্য্যই শিক্ষার্থীকে নিজে দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া সমাধা করিতে হয়, সেই সকল পুস্তকই শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ছাত্রদিগের পাঠ করা উচিত।

ছাত্রের কিরূপ পুস্তক ব্যবহার করা উচিত।

আবিষ্কারকের প্রণালীতে শিক্ষালাভ করিলে স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন চেষ্টা, মৌলিকতা ও অনুসন্ধিৎসা স্বভাবসিদ্ধ হইয়া পড়ে। এই উপায়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মস্তিষ্কের সঞ্চালন করিলে মানসিক শক্তির বিকাশ ও পুষ্টি সাধিত হয়। অনুশীলনই শক্তির উপায় বলিয়া, কষ্ট ও সমস্যার ভিতর থাকিয়া ক্রমশঃ বিকাশলাভ করিলেই শক্তি সঞ্চিত হইতে পারে। এজন্য অপরের আবিষ্কৃত সত্যের দ্বারা মস্তিষ্কের প্রকোষ্ঠ গুলি পূর্ণ না করিয়া নিজে বিচার্য্য বিষয় গুলির জটিলতাও দুরূহতা সরল করিবার চেষ্টা করাই প্রকৃষ্ট পন্থা।

স্বাধীনভাবে চেষ্টা করিয়া সমস্যা সরল করিবার জন্য মস্তিষ্ক সঞ্চালন।

সত্য আবিষ্কার করিবার যে যে উপায় আছে

(খ) বহুবিধ বিশেষ বিশেষ ভাব ও পদার্থ বিচারের পর সামান্য ধর্ম্ম ও সূত্র সমূহ লাভের প্রণালী অবলম্বন

তাহার মধ্যে যাহার দ্বারা শিক্ষার্থীকে বহুবিধ বিশেষ বিশেষ তথ্য ও ঘটনা আলোচনা করিতে হয় সেই প্রণালীতে শিক্ষালাভ করিতে হইবে। এইরূপ বিশেষ বিশেষ আলোচনার পর তথ্যসমূহের অনৈক্য ও পার্থক্যের মধ্যে ঐক্য ও সামঞ্জস্য অন্বেষণ করিতে হইবে। এই আলোচনা-প্রণালীকে "ইণ্ডাক্‌টিভ" বা "আরোহ" পদ্ধতি বলে। ইহাতে জ্ঞান প্রকৃত স্থির ভিত্তিসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া বদ্ধমূল হইতে পারে। কারণ এই প্রণালীতে শিক্ষার্থী সর্ব্বদা স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিয়া মস্তিষ্ক সঞ্চালন করিতে বাধ্য হয়, এবং বহু তথ্যের আলোচনায় রত থাকিয়া অনুসন্ধিৎসু এবং মৌলিক হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়।

এই প্রণালীতে শিক্ষালাভ করিতে হইলে শিক্ষার্থীকে জানা জিনিসের প্রতি অধিক মনোযোগ দিতে হইবে। অজানা বিষয় সমূহ একেবারে শিক্ষকের নিকট শুনিয়া আবৃত্তি করিতে হইবে না। ইহাতে বস্তুপরিচয় ও পদার্থবিচারের প্রাধান্য থাকিবে। অনেক গুলি তথ্যের বিশেষ বিশেষ আলোচনার পরে সূত্র সমূহ এবং সাধারণ নিয়ম সকল তাহাকে লাভ করিতে হইবে। সমীপস্থ, পরিচিত এবং বর্ত্তমান তথ্য ও পদার্থ সমূহ নিরীক্ষণ করিতে করিতে, ক্রমশঃ জ্ঞানের বৃদ্ধির সহিত কল্পনা শক্তির প্রয়োগ

করিয়া দূরস্থ, অপরিচিত, অতীত এবং ভবিষ্যৎ ভাব ও পদার্থ সমূহের ধারণা করিতে হইবে। স্থূল স্থূল সত্য সমূহের আলোচনা হইতে ক্রমশঃ সূক্ষ্মতর সত্যের উদ্দেশ্যে উন্নীত হইতে হইবে।

ভাষা শিক্ষাঃ

প্রথম হইতেই বাক্য রচনা ও পদযোজনা করিতে অভ্যাস করিয়া

বিভিন্ন ভাষাসমূহ শিক্ষা করিতে হইলে মাতৃভাষা শিক্ষা-প্রণালীর সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। শিশু যখন প্রথম কথা বলে তখন সে অন্ততঃ একটী মনের ভাব প্রকাশ করে। ক্রমশঃ মনের ভাব প্রকাশেই তাহার ভাষার ও সাহিত্যের বৃদ্ধি হয়; এবং অভাববৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনোভাবপ্রকাশের বৈচিত্র্য ও জটিলতা জন্মে।

ভাষা ব্যবহার করিতে শিক্ষা করা;

মানুষ কখনও কেবল একটী মাত্র শব্দ প্রয়োগ করিয়া ভাব প্রকাশ করিতে পারে না। একটী সম্পূর্ণ বাক্য ভিন্ন ভাব প্রকাশ করা অসম্ভব। বাক্য অতি ক্ষুদ্র হইতে পারে, এমন কি দুইটী মাত্র শব্দ যোজনায় বাক্যটী সিদ্ধ হইতে পারে। তথাপি বাক্যই ভাব প্রকাশের উপায়। সুতরাং বিভিন্ন ভাষাসমূহ শিক্ষা করিতে হইলে প্রথম হইতেই সেই সেই ভাষায় বাক্য রচনা করিতে হইবে, বাক্য ব্যবহার করিতে হইবে, অশুদ্ধ বাক্য সমূহকে শুদ্ধ করিতে শিখিতে হইবে; এবং সর্ব্বদা কথা বলিয়া

কোন ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য বিশেষ ভাবে ব্যাকরণের সূত্র আবৃত্তি করিবার প্রয়োজন নাই।

সেই ভাষায় ভাব প্রকাশ করিতে হইবে। কোন ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য, সেই ভাষায় রচিত গ্রন্থ সমূহ ও সাহিত্যে প্রবেশ লাভ করিবার জন্য, কাহারও ব্যাকরণ পাঠ করিবার প্রয়োজন নাই। বাক্য ব্যবহার করিতে করিতেই ব্যাকরণের বিষয়ীভূত নিয়মগুলি আয়ত্ত হইয়া যায়। প্রকৃত প্রত্যয় ও শব্দের উপকরণ প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিলে ভাষা-বিজ্ঞানে ব্যুৎপন্ন হওয়া যায় বটে; কিন্তু ভাষা শিক্ষার জন্য ইহাদের প্রয়োজন নাই।

ইতিহাস শিক্ষা ঃ

সুপরিচিত মাতৃভাষার শিক্ষাপ্রণালী যেমন সকল ভাষা শিক্ষায় প্রয়োগ করিতে হইবে, তেমনি পরিচিত বর্ত্তমান জাতীয় ইতিহাস আলোচনাকেই সকল ইতিহাস শিক্ষার ভিত্তিরূপে বিবেচনা করিতে হইবে।

(ক) বর্ত্তমান ইতিহাস হইতে অতীতে আরোহণ

প্রধানতঃ নিজকেই কেন্দ্র করিয়া মানবের জ্ঞান বৃদ্ধি হইয়া থাকে। নিজের সঙ্গে তুলনা করিয়া, নিজের সহিত পার্থক্য অনুভব করিয়া, আত্মের সহিত অনাত্ম এবং বাহ্য পদার্থ সমূহ ও বেষ্টনীর সম্বন্ধ নির্ণয় ও উপলব্ধি করিতে করিতে, মানবের বুদ্ধি উন্মেষিত ও ক্রমশঃ বিকশিত হয়। সুতরাং ইতিহাস

শিক্ষার জন্য প্রথম হইতেই অন্যান্য দেশ অথবা অন্যান্য কালের ঘটনাবলী হইতে আরম্ভ করা উচিত নহে। শিক্ষার্থী নিজের কর্ম্ম দ্বারা যে সকল দেশীয় কার্য্য ও ঘটনাবলীকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া স্বয়ং জাতীয় জীবন গঠনের সহায়তা করিতেছে তাহাকে সেই সকল বিষয়ের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইতে হইবে।

যদি শিক্ষার্থী সামাজিক, রাজনৈতিক, আর্থিক, আধ্যাত্মিক অথবা বর্ত্তমান যুগের অন্যবিধ আন্দোলনের মধ্যে অবস্থিত হইয়া তাহাদের বিচিত্র ও জটিল গতি পর্য্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে সে বুঝিতে পারে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ নিজ চিন্তাও কর্ম্মের দ্বারা সমাজের ইতিহাস রচনা করিতেছে, এবং ইতিহাস জীবন্ত শক্তি সমূহের উপকরণে গঠিত। তাহা হইলে অতীত কালেও পূর্ব্ব পুরুষেরা যে বর্ত্তমানের লোকসমাজের ন্যায় রক্ত-মাংসের শরীর লইয়াই আলোচনা করিত, চিন্তা করিত, কর্ম্ম করিত ও দলগঠন করিত এই বিষয় সে ধারণা করিতে পারে। ইহাতে ইতিহাস কথা বা কাহিনী মাত্র না থাকিয়া যথার্থ জীবন্ত সত্যরূপে প্রতীয়মান হয়।

ইতিহাস-বিজ্ঞান মানব সমাজের ক্রম বিকাশের

(খ)
ক্রমশঃ ঐতি-
হাসিক শক্তি
সমূহ হইতে
ঐতিহাসিক
নিয়মে
আরোহণ ঃ
(১) ভৌগো-
লিক সংস্থান
(২) সমাজ
(৩) রাষ্ট্র
(৪) ধর্ম্ম
(৫) অর্থ
(৬) সাহিত্য
(৭) শিক্ষা

যে সকল স্তর এবং সাধারণ সূত্র লিপিবদ্ধ করিয়া সাধারণ মানব প্রকৃতির পরিচয় প্রদান করে তাহা অতি সূক্ষ্ম এবং যথেষ্ট যুক্তি ও কল্পনা সাধ্য। এইরূপ ইতিহাস-বিজ্ঞানই প্রকৃত ইতিহাস আলোচনার ফল। কিন্তু শিক্ষার্থীর প্রথম অবস্থায় এরূপ সূক্ষ্ম সত্য সমূহ অলীক ও কাল্পনিক বলিয়া বোধ হয়। এইজন্য যে সমুদয় বিভিন্ন জাতীয় চিন্তা এবং কর্ম্মের আলোচনা ও বিশ্লেষণ করার ফলে এই সত্য সমূহ আবিষ্কৃত হয়, সেই সমুদয় সুবোধ্য এবং সুপরিচিত বিষয় গুলির উপরই ইতিহাস শিক্ষার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। সুতরাং ইতিহাসের মধ্যে কার্য্যকারণসম্বন্ধনির্ণয় এবং অঙ্গাঙ্গিভাববিচারের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া শিক্ষার্থীকে প্রথম অবস্থায় ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, কলা, শিল্প, সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম্ম প্রভৃতি জীবন্ত মানব সমাজের উপকরণ ও লক্ষণ সমূহের প্রতি মনোযোগী হইয়া ঐতিহাসিক শক্তিগুলির সহিত পরিচিত হইতে হইবে।

(গ)
জাতীয়
ইতিহাস
হইতেমানবে-
তিহাসে
আরোহণ।

অতএব বর্ত্তমান কালে দেশের মধ্যে যে সকল শক্তির প্রভাবে ইতিহাস গঠিত হইতেছে, প্রথমতঃ, তাহাদিগকে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। পরে অতীতের ঘটনাবলীকে বর্ত্তমানের সহিত তুলনা করিয়া অতীতকে বর্ত্তমানের চক্ষে নিরীক্ষণ

করিতে হইবে। এবং এই উপায়ে সমগ্র জাতীয় ইতিহাসের প্রতিমূর্ত্তি হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া অন্যান্য জাতিগত চরিত্রের সহিত স্বজাতীয় চরিত্রের সংযোগ ও তুলনা সাধন করিতে হইবে। এবং জাতীয় চক্ষে সমগ্র মানব সমাজকে বুঝিতে হইবে।

এই প্রণালীতে শিক্ষালাভ করিলে নীতি, ধর্ম্ম, অর্থ, সাহিত্য প্রভৃতি যাবতীয় সামাজিক শক্তি এবং জাতিগঠনের উপকরণ সমূহ নিরীক্ষণ ও বিশ্লেষণ করিয়া শিক্ষার্থী ঐতিহাসিক শক্তিগুলি আয়ত্ত করিতে পারিবে। মানব জাতির ইতিহাসের মধ্যে স্বজাতির স্থান উপলব্ধি করিতে পারিয়া সে ঐতিহাসিক বৃত্তির সার্থকতা করিতে পারিবে। এবং মানব সভ্যতার ক্রম বিকাশের নিয়মগুলি হৃদয়ঙ্গম করিবার অধিকারী হইবে।

ভূগোল
শিক্ষা ঃ

ভূগোলশাস্ত্র ইতিহাস-বিজ্ঞানের শারীরিক ভিত্তি। ভূগোল না হইলে ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকে। শরীর যেমন মানবের সকল প্রকার চিন্তা ও কর্ম্মের আধার, এই পৃথিবীও সেইরূপ মানব সমাজের সকল প্রকার আন্দোলন ও প্রতিষ্ঠানের

রঙ্গমঞ্চ—মানবের কর্ম্মক্ষেত্র ও লীলাভূমি। সুতরাং যে সকল শক্তিপুঞ্জ ও পদার্থ সমূহ এই বাহ্য জগৎকে সৃষ্টি করিয়া মানবের ক্রীড়াস্থল প্রস্তুত করিয়াছে তদ্বিষয়ে জ্ঞান ব্যতিরেকে মানবসমাজ সম্বন্ধে জ্ঞান সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। এজন্য ভূগোলের বিশেষ প্রয়োজন।

নিজ বাস ভূমির সর্ব্ব-বিধ পরিচয় লাভের পর দূরদেশের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন।

ইতিহাস শিক্ষার ন্যায়, ক্রমশঃ পরিচিত হইতে অপরিচিত বিষয়ে প্রবেশ করিয়া ভূগোল শাস্ত্রে শিক্ষালাভ করিতে হইবে। নিজের সহিত তুলনা করিয়াই ক্রমশঃ পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হয়। এজন্য সর্ব্বাগ্রে নিজের গৃহ, নিজের বাসভূমিরই সর্ব্ববিধ পরিচয় গ্রহণ করা আবশ্যক। স্বদেশের নদনদী, বন উপবন, উদ্ভিদজন্তু, শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিলে অন্য কোন দেশের প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক বিষয় সমূহে জীবন্ত জ্ঞান জন্মিতে পারে না। অতিথি সৎকার করিতে হইলে প্রকৃত গৃহস্থ হইতে হয়, তাহা না হইলে বহুদেশ ভ্রমণের পরও পৃথিবীর বৈচিত্র্য সম্বন্ধে অজ্ঞতা থাকিয়া যায়।

ভৌগোলিক পরিচয়েরজন্য কোন্ কোন্ বিষয়ের বিবরণ

প্রথমাবস্থায় স্থূল বস্তু সমূহের প্রতিই মনোনিবেশ করিতে হইবে। বেষ্টনীর প্রভাবে মানবের ইতিহাস কোথায় কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, অথবা মানব বাহ্য জগৎকে কোথায় কিরূপ ভাবে খর্ব্ব করিয়া নিজ ব্যব

সংগ্রহ আবশ্যক ঃ (১) পৃথিবীর মধ্যে অবস্থান (২) ভূমণ্ডল জলমণ্ডল, ও নভোমণ্ডল (৩) প্রাণী-মণ্ডল (৪) মানব-জাতি (৫) রাষ্ট্র-বিভাগ (৬) শিল্প বাণিজ্যোপ-যোগী প্রাকৃতিক উপকরণ

হারের উপযোগী করিয়া লইয়াছে এই সকল উচ্চ বিষয়ক তথ্য আলোচনা না করিয়া স্বদেশের, এবং উপযুক্ত সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন দেশের, সকল প্রকার প্রাকৃতিক পদার্থ সমূহের বিবরণ গ্রহণ করিতে হইবে; এবং ইতিহাসালোচনা করিতে যাইয়া যেমন ছাত্রকে বাহ্য প্রকৃতি, রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম্ম, শিক্ষা, অর্থ, ভাষা, সাহিত্য প্রভৃতি জাতীয় জীবন গঠনোপ-যোগী উপকরণ সমূহ অনুসন্ধান করিতে হয়, তেমনি ভূগোল পাঠে ছাত্রকে স্থলমণ্ডল, জলমণ্ডল, নভোমণ্ডল প্রভৃতি পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন অংশের যে সকল পদার্থ এবং শক্তি ব্যবহার ও আয়ত্ত করিয়া মানব ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্র, শিল্প, প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা করে, তাহার অন্বেষণ করিতে হইবে। এইরূপে স্থূলের সহিত সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইলে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম ভৌগোলিক সূত্রের আবিষ্কার সহজ সাধ্য হইবে।

মানবীয় বিজ্ঞান সমূহের অধ্যাপনা

ইতিহাসবিজ্ঞানের ন্যায় অন্যান্য মানবীয় বিজ্ঞান সমূহ সম্বন্ধেও এই শিক্ষাপ্রণালী প্রযোজ্য। ন্যায়শাস্ত্র, মনোবিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র, অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি যে সকল শাস্ত্রের

আলোচ্য বিষয় মানবচরিত্র—মানবের হাব ভাব আদর্শ, চিন্তা, প্রকৃতি, ও প্রবৃত্তির বিশ্লেষণ করিয়া যে সকল শাস্ত্র মানবচরিত্রের নিয়ম আবিষ্কার করে সেই সকল শাস্ত্র সাধারণতঃই অতি সূক্ষ্ম ও জটিল। সুতরাং এতদ্বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে বিশেষ-ভাবে স্থূল ও পরিচিত তথ্য সমূহ আলোচনা করিতে হইবে। এবং এই সমুদয়ের বিশেষ বিশেষ বিশ্লেষণের ভিতর দিয়া ক্রমশঃ সাধারণ সূত্রে উপণীত হইতে হইবে। সূত্রগুলি প্রথমে আবৃত্তি করার পরে উদা-হরণ স্বরূপ কয়েকটী প্রকৃত ঘটনা বা বস্তু গ্রহণ না করিয়া, বস্তু সমূহকেই প্রধান আলোচ্য বিষয় করিতে হইবে, এবং এই উপায়ে মনোজগতের সাধারণ নিয়ম সমূহ আবিষ্কার করিতে হইবে।

নানা শ্রেণীর মানসিকক্রিয়া ও প্রক্রিয়া সমূহের বিশ্লেষণ ;

মানবের চিন্তা-প্রণালী সম্বন্ধে কোন সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করিতে হইলে কতক গুলি ভিন্ন ভিন্ন রকমের চিন্তার দৃষ্টান্ত নানারূপে আলো-চনা করিয়া দেখিতে হইবে। যুক্তিযুক্ত তথ্যের লক্ষণ সমূহ অবগত হইতে হইলে, যে সকল বিষয় সাধারণতঃ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া জ্ঞাত সেই সকল বিষয়ের বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে তাহাদের সকলের মধ্যে সাধারণ কোন্ কোন্ লক্ষণ বিদ্যমান। সেইরূপ সদসৎ অথবা কল্যাণাকল্যাণ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে সমাজে যে সকল

বিবিধ যুক্তি-সঙ্গত বিষয়ের স্বরূপ নিরীক্ষণ ;

বিভিন্ন নীতি-সঙ্গত কর্ম্ম সমূহের মর্ম্ম গ্রহণ ;

বিষয়কে সৎ অথবা অসৎ অভিহিত করা হয়, অথবা সদসৎ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন সমাজে যেরূপ সাধারণ ধারণা আছে, সেই সকল সদসদ্বিভাগের মধ্যে কত প্রকারের চিন্তাপ্রণালী, কত প্রকারের আদর্শবাদ নিহিত আছে তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে।

বিবিধ সামাজিক রীতি নীতির বিবরণ সংগ্রহ ও পর্য্যালোচনা;

ভিন্ন ভিন্ন দেশের রীতিনীতি, চালচলন, আদান প্রদান, সৌজন্য শিষ্টাচার প্রভৃতি আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে তাহাদের মধ্যে কোথায় কি ভাব অন্তর্নিহিত আছে, এবং এই ভাবের দ্বারা মানব সমাজের সাধারণ কোন পরিচয় পাওয়া যায় কিনা। ধন-বিজ্ঞানে শিক্ষা লাভ করিতে হইলে ভিন্ন ভিন্ন দেশের এবং ভিন্ন ভিন্ন কালের বৈষয়িক প্রতিষ্ঠান—শিল্প, বাণিজ্য, ও আর্থিক অনুষ্ঠান সমূহ আলোচনা করিয়া তাহাদের মধ্য হইতে বিষয় সম্পত্তির প্রয়োজনীয়তা, উৎপত্তি, ভোগ ও বিভাগ সম্বন্ধে সাধারণ সূত্রে উপনীত হইতে হইবে।

বিবিধ বিষয়-ভোগের অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের বিবরণসংগ্রহ;

রাষ্ট্র-বিজ্ঞানে শিক্ষালাভ করিতে হইলে বিবিধ উপায়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃত রাজনৈতিক ঘটনা বিচার করিতে হইবে, উন্নত রাষ্ট্রের লক্ষণ গুলি নিরীক্ষণ করিয়া অধঃপতিত জাতির অবস্থার সহিত তুলনা করিতে হইবে; ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের রাষ্ট্র শাসন প্রণালী, এবং বর্ত্তমান কালে ও অতীতে

অনেক প্রকা-রের রাষ্ট্রীয়

ঘটনা সমূহের ইতিহাস সংগ্রহও তারতম্য অন্বেষণ।

সংঘটিত বহুবিধ রাষ্ট্রীয় ঘটনাবলী আলোচনা করিতে হইবে; এবং ব্যক্তিগত স্বার্থের সহিত জাতীয় স্বার্থের যত প্রকারের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়া থাকে, এবং দ্বন্দ্বের যত প্রকারের মীমাংসা হইতে পারে সেই সকল প্রকারের দ্বন্দ্বের অবস্থার সম্যক্ বিশ্লেষণ করিতে হইবে।

নাটকের চরিত্র সমালোচনা, ইতিহাসের আন্দোলন সমূহ বিচার, পারিবারিক ও সামাজিক দ্বন্দ্বের ভিন্ন ভিন্ন দিক্ নিরীক্ষণ, সাধুজীবনের কার্য্য পরীক্ষা, জীবন চরিত পাঠ প্রভৃতি বিবিধ উপায়ে মানব-বিজ্ঞানে প্রবেশ।

সুতরাং ব্যক্তিগত, পরিবারগত, সমাজগত, এবং রাষ্ট্রগত জীবনে সত্যাসত্য, সদসৎ, ধর্ম্মাধর্ম্ম, উন্নতি অবনতি, লাভালাভ, শান্তি বিগ্রহ, প্রেম বিরোধ, জয় পরাজয়, মান অপমান প্রভৃতি মানবের অন্তর্জ্জগতের বিষয় লইয়া প্রতিদিন যে সকল পরিচিত নৈতিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় সমস্যা উপস্থিত হইয়া থাকে, যে সকলের মীমাংসা প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজের জীবনে প্রতিদিনই সমাধান করিতে হয়, ইতিহাসের বিপ্লব ও পরিবর্ত্তন সমূহের মধ্য দিয়া আবহমান কাল যে সকলের মীমাংসা হইয়া আসিতেছে, সাহিত্যে ও কলায় কবিরা যে সকল প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়া নিজ নিজ সামর্থ্য ও প্রবৃত্তি অনুসারে উত্তর দিতেছেন, দর্শনসমূহের ছাত্রদিগকে সেই সকল সমস্যাপূর্ণ প্রশ্নই আলোচনা করিয়া চিজ্জগতের বিজ্ঞান সমূহ আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

এই প্রণালীতে শিক্ষালাভের ফলঃ শিক্ষণীয় বিষয়ের মূল ভিত্তির সহিত সাক্ষাৎ পরিচয়—সাহিত্যিক বিষয়ে প্রকৃত রসজ্ঞতা, বৈজ্ঞানিক বিষয়ে প্রকৃত অনুসন্ধিৎসা।

সাহিত্যিক বিদ্যা সমূহ এই প্রণালীতে আলোচিত হইলে ইহাদের মূলীভূত উপাদান গুলির প্রতি শিক্ষার্থীর দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইবে। প্রত্যেক আলোচ্য বিষয়ের মৌলিক সত্যগুলি আয়ত্ত হইতে হইতে তত্তদ্বিষয়ে মনোবৃত্তি নিচয়ের সম্যক্ অনুশীলন হইবে; এবং প্রকৃত সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও দার্শনিক শক্তি সমূহের বিকাশ সাধিত হইবে। এই প্রণালীতে অধ্যাপনা কার্য্য চলিলে গণিত এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সমূহেরও যথার্থ জ্ঞান লাভ হয়; এবং গণিতজ্ঞ ও অনুসন্ধিৎসু হইবার সুযোগ পাওয়া যায়। যে সকল বৃত্তি সঞ্চালনে গণিতশাস্ত্রে অধিকার জন্মে, এবং প্রকৃতিকে জিজ্ঞাসা করিবার প্রবৃত্তি জাগরিত হয় এই "আরোহ-পদ্ধতির" আবিষ্কার-প্রণালীতে সেই সকল বৃত্তি ও প্রবৃত্তির কার্য্য হইয়া থাকে।

গণিত শিক্ষা

সচরাচর যে প্রণালীতে গণিত শাস্ত্রে শিক্ষা প্রদান করা হইয়া থাকে তাহাতে ছাত্রকে কতকগুলি সংজ্ঞাহীন নির্জ্জীব সংখ্যা লইয়া নাড়াচাড়ি করিতে হয়। সংখ্যা, রাশি ও সঙ্কেতচিহ্নসমূহ, এবং পাটীগণিত, বীজগণিত ও জ্যামিতি—সমস্তই কেবল মাত্র

কাগজ বা বোর্ড-গত-প্রাণ হইয়া থাকে; এবং জীবন্ত সত্যের ন্যায় মনের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে পারে না। মানুষের জীবনের সহিত যে জিনিষের সম্বন্ধ বিশেষ স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় না সেই জিনিষ মৃত ও অচেতন বিবেচিত হইবেই। মাঝে মাঝে বিশেষ কোন দুরূহ প্রশ্নের মীমাংসা করিবার জন্য শিক্ষক মহাশয় অথবা গণিতকার কোন চিত্র বা প্রকৃত ঘটনার সাহায্য অবলম্বন করিয়া প্রতিপাদ্য বিষয়টীকে সজীবতা দান করিবার চেষ্টা করেন বটে; কিন্তু কেবল তাহার দ্বারা সমগ্র বিষয়ের প্রতি চিত্ত আকৃষ্ট হয় না, এবং প্রকৃত অনুরাগ জন্মে না।

বিভিন্ন পরিমেয় পদার্থ সমূহের জ্ঞান লাভ

যে নূতন প্রণালী এই পুস্তকে অবলম্বিত হইবে তাহাতে গণিত শাস্ত্রকে দৈনন্দিন জীবনের বৈষয়িক কার্য্যকলাপের মধ্যে আনয়ন করিয়া সরস করিয়া তুলিবে। প্রতিদিন প্রত্যেক পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তিকে বহু পদার্থের পরিমাণ গ্রহণ করিতে হয়, বহু বস্তু গণনা করিতে হয়, বহু জিনিষ ওজন করিতে হয়। এই নিত্য ব্যবহার্য্য পরিমেয় পদার্থ সমূহের প্রতি ছাত্রের দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হইবে। দিন, ক্ষণ, লোক, স্থান, গৃহ, ধন, পশু প্রভৃতি যে সমুদয় পদার্থের পরিমাণ মানুষ আবহমান কাল গ্রহণ করিয়া আসিতেছে, যে সকল শিল্প বাণিজ্য এবং বিষয় সম্পত্তির উৎপত্তি ও ক্রম-

বিকাশের সহিত গণনা ও পরিমাণশাস্ত্র ওতপ্রোতভাবে জড়িত সেই সকল বিষয়সমূহের সহিত সম্যক্ পরিচিত হইলেই গণিতশাস্ত্রে রসগ্রাহিতা জন্মে। নতুবা ভিত্তিহীন অলীক সংখ্যাতত্ত্ব শুষ্ক, দুরূহ ও ভীতিজনক বোধ হয়।

পরিমাণ বিষয়ক যাবতীয় প্রশ্ন সমূহের সহিত পরিচয়

এই পরিমেয় পদার্থ সমূহের পরিমাণ লইয়া যত প্রকারের প্রশ্ন উত্থিত হইয়া থাকে সকল প্রকার প্রশ্নের বিষয় অবগত থাকিতে হইবে। লাভ ক্ষতি, আদান প্রদান, ঋণ গ্রহণ, ঋণ দান, ক্রয় বিক্রয়, বিভাগ, বিনিময় প্রভৃতি পরিমাণমূলক যত প্রকারের বৈষয়িক ব্যাপার ঘটিয়া থাকে, যে ঘটনাসমূহ অর্থনীতিশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়, এবং যে কার্য্য সমূহ মানবজীবনের প্রধান অংশ, সেই সকল জীবন্ত কার্য্যের বিবরণ গ্রহণ করিতে হইবে; এবং যত ক্ষেত্রে ও যে যে স্থলে পরিমাণ গ্রহণের আবশ্যকতা হইয়া থাকে সেই সকল ক্ষেত্রের প্রশ্ন মীমাংসা করিতে হইবে।

বিবিধ আলোচ্য বিষয় সমূহের সরল দৃষ্টান্তগুলি আলোচনা করিয়া

মানবজীবনের সামাজিক কার্য্যাবলীর মধ্যে ধনসম্পত্তি ও শিল্প বাণিজ্য লইয়া যত কারবার হইয়া থাকে তন্মধ্যে অধিকাংশই অতি জটিল, দুরূহ, দুর্ব্বোধ্য ও সমস্যাপূর্ণ। সমবেত ব্যবসায়, যৌথকারবার, ব্যাঙ্কিং, রাজস্বের আদান প্রদান, সম্পত্তির ক্রয় বিক্রয়, অন্তর্দ্দেশিক ও বহির্দ্দেশিক বাণিজ্য, ঋণ দান,

সমগ্র গণিত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় হৃদয়ঙ্গম করা

ঋণগ্রহণ প্রভৃতি কার্য্যসমূহ অতিশয় কঠিন ও বিচক্ষণতার সহিত বিবেচ্য। কিন্তু এই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর বৈষয়িক ব্যাপারসমূহের মধ্যে যে সমুদয় প্রশ্ন সহজ ও অল্পায়াসসাধ্য কেবলমাত্র সেই গুলি আয়ত্ত করিতে পারিলেই গণিতে উৎকর্ষ লাভ হইতে পারে। সুতরাং যে সমস্যাসমূহ মীমাংসা করিবার জন্য বহুক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করিতে হয় সেই সমুদয় আলোচনা না করিয়া শিক্ষার্থীকে সর্ববিধ সমস্যার সরল সুবোধ্য দৃষ্টান্তসমূহই আলোচনা করিতে হইবে।

রাশি, সংখ্যা বা সাঙ্কেতিক চিহ্ন সমূহের জটিলতা বৃদ্ধি না করিয়া সামান্য সামান্য সংখ্যা ব্যবহার করিয়াই গণিত শাস্ত্রের সর্ব্ববিধ বিষয়ের আলোচনা

রাশি, সংখ্যা বা কোন সঙ্কেত ব্যবহারের উপর বিশেষভাবে নির্ভর না করিয়া মুখে মুখে ছাত্রকে গণিতের সর্ববিধ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। গণিত শাস্ত্রে প্রকৃত প্রবেশ লাভ করিবার জন্য, এবং বিষয়টী হৃদয়ঙ্গম করিবার নিমিত্ত জটিল রাশি বা বৃহৎ সংখ্যা ব্যবহারের বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই। অতি সরল এবং ক্ষুদ্রতম রাশি ব্যবহার করিয়াই, এবং সঙ্কেত চিহ্নের পরিমাণ ও জটিলতা বৃদ্ধি না করিয়াও মানুষের সর্ববিধ পরিমেয় পদার্থ সমূহের এবং পরিমাণ গ্রহণকার্য্যের ধারণা করা যায়। অতি জটিল প্রশ্নও এই উপায়ে সরল হইয়া পড়ে। কঠিন কঠিন অঙ্ক করিতে পারাই গণিতে ব্যুৎপত্তির লক্ষণ

নহে। অনেক সময়ে একেবারে না বুঝিয়াও কেবল মাত্র সূত্র প্রয়োগ করিয়াই কঠিন প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দেওয়া যাইতে পারে।

সর্ব্বদা স্থূল বিষয় গুলি ও প্রকৃত ঘটনা সমূহের সহিত সম্বন্ধ

সুতরাং এরূপ প্রশ্ন করা উচিত যাহাতে বৃহৎ বৃহৎ রাশির অথবা জটিল সংখ্যার প্রয়োগ না করিতে হয়। অতি ক্ষুদ্র রাশি ব্যবহার করিয়াই সমগ্র গণনাশাস্ত্র সমাপ্ত করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে হইবে। ধারণাশক্তিকে সাহায্য করিবার জন্য শিক্ষার্থীর সম্মুখে বস্তু ধারণ করা বিধেয়। চিত্রাঙ্কনাদি উপায় অবলম্বন করিয়া শিক্ষাদান করাই গণিত শিক্ষার প্রকৃষ্ট প্রণালী।

এইরূপে জীবনের নানাবিধ কর্ম্মের মধ্যে গণিতের প্রতিপাদ্য বিষয়টী আয়ত্ত হইলে পর শিক্ষার্থীর মানসক্ষেত্রে বীজগণিত, পাটীগণিত ও জ্যামিতি স্ব স্ব স্থান অধিকার করিয়া বুদ্ধি শক্তির বিকাশে সহায়তা করিতে পারিবে।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সমূহের অধ্যাপনা :

মানববিজ্ঞান সমূহের শিক্ষালাভ করিতে হইলে যেমন ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা-প্রণালী ও ভাব সমূহ, কর্ম্ম ও চরিত্রের আদর্শ সমূহ, বিচিত্র রীতিনীতি সমূহ, অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান সমূহের আলোচনা করিয়া

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্য জগতের বৈচিত্র্য উপলব্ধি

মানবের মনোজগৎ, সামাজিক জগৎ, রাষ্ট্রীয় জগৎ, প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়াক্ষেত্রের বৈচিত্র্যের সহিত পরিচিত হওয়া উচিত, তেমনি প্রাকৃতিক ও জড় বিজ্ঞান সমূহের শিক্ষালাভ করিতে হইলে প্রকৃতি ও জড় জগতের বিভিন্ন শক্তিপুঞ্জ ও পদার্থসমূহের সহিত পরিচিত হইয়া বাহ্য জগতের বিশালতা ও বৈচিত্র্য সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। অনলে ভূতলে, পর্ব্বতে জলে, ঋতু পরিবর্ত্তনে, লতায় পাতায়, জীব জন্তুতে যে যে শক্তির ক্রিয়া হইতেছে, যত প্রকারের বিচিত্র অভিনয় সংঘটিত হইতেছে, এই সকলের ফলে জগতে যত প্রকারের পরিবর্ত্তন ও বিপ্লব উপস্থিত হইতেছে, এবং এই সমুদয় ব্যবহার করিয়া মানব যত প্রকারের সুখ ভোগ করিতেছে সেই সকল বিভিন্ন পদার্থ ও বিভিন্ন শক্তি সমূহের বিবরণ সংগ্রহ করিতে হইবে।

ইহার সহিত পরিচয় লাভ

এইরূপে বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক জগতের নিত্য নব বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলীর প্রতি মনোনিবেশ করিয়াই বাহ্য বস্তু সমূহের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইবে। চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা এই সকল পদার্থের যথার্থ জ্ঞানলাভ করিতে হইবে; ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সহিত ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর প্রকৃত সংযোগ বিধান করিতে হইবে। এই উপায়ে পৃথিবীকে বিশেষরূপে চিনিয়া ইহার সহিত কুটুম্বিতা

স্থাপন করিতে হইবে। তাহা হইলে ইহার বিভিন্ন অভ্যাস ও ভাবগতিকসমূহ পরিষ্কার ভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারিবে; প্রকৃতির বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, হাব ভাব, কার্য্যপ্রণালী ও প্রকাশের লক্ষণসমূহ অবগত হওয়া যাইবে; এবং প্রকৃতিকে প্রশ্ন করিয়া ইহার ভিতরকার কথাগুলি, অন্তর্নিহিত সত্যগুলি সহজে উদ্ধৃত করিতে পারা যাইবে।

পদার্থবিজ্ঞান—বিভিন্ন পদার্থের গুণ বিচার ও অবস্থান্তর পরীক্ষা (১) স্থিতি (২) গতি (৩) উত্তাপ (৪) আলোক বিকীরণ (৫) শব্দোৎপত্তি (৬) তড়িচ্ছক্তির প্রকাশ

পদার্থ বিদ্যার জন্য ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ লইয়া তাহাদের গুণ নির্ণয় করিতে হইবে। জগতে জলীয়, বাষ্পীয় অথবা কঠিন—প্রভৃতি যে সকল বস্তু সম্মুখে দেখা যায় সেই সকল পদার্থের মধ্য হইতে বিশেষ কয়েকটী বস্তুর নানাবিধ ধর্ম্ম বিচার করিতে হইবে। প্রাকৃতিক বস্তু সমূহের ধর্ম্ম বিশ্লেষণ করিতে করিতেই যাবতীয় প্রাকৃতিক শক্তি ও নিয়ম সমূহের পরিচয় পাওয়া যাইবে। বস্তুবিচার ও পদার্থের গুণালোচণাই পদার্থ-বিজ্ঞান শিক্ষার প্রণালী।

রসায়নবিজ্ঞান—বিভিন্ন পদার্থের মৌলিক কারণ অনুসন্ধান—ইহার উপায় (১) বিশ্লেষণ

সেইরূপ রসায়ন শাস্ত্রের জন্য প্রথমেই অম্লজানাদি মৌলিক পদার্থের আলোচনায় প্রবৃত্ত না হইয়া জগতের ভিন্ন ভিন্ন পরিদৃশ্যমান বস্তু সমূহের রাসায়নিক গুণালোচনা করিতে হইবে। প্রাণী জগতে, উদ্ভিদ্ জগতে এবং খনিজ জগতে যত প্রকারের রাসায়নিক ক্রিয়া হইতেছে তাহাদের সহজানুমেয় বিবরণগুলি সংগ্রহ করিতে হইবে। পদার্থ

(২) সংযোগ সাধন

সমূহকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে পরীক্ষা করিয়া তাহাদের মৌলিক অংশ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইবে; এবং বিভিন্ন পদার্থের সমন্বয়ে কিরূপ ফলোৎপত্তি হয় তাহা নিরীক্ষণ করিতে হইবে। পদার্থ সমূহের বিশ্লেষণ ও মিশ্রণের দ্বারা তাহাদের বিবিধ ধর্ম্ম আলোচনা করিতে করিতে রাসয়ানিক শক্তি ও নিয়ম সমূহের পরিচয় পাওয়া যাইবে।

ভূবিজ্ঞান— (১)স্থলমণ্ডলে, (২) জলমণ্ডলে (৩) নভোমণ্ডলে ভিন্ন ভিন্ন পরিবর্ত্তন ও অবস্থান্তরের পর্য্যবেক্ষণ

বিভিন্ন জাতীয় বস্তু সমূহের বিবিধ গুণ বিচারই যেরূপ পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নবিজ্ঞানে শিক্ষালাভের ভিত্তি, সেইরূপ জলে, স্থলে, আকাশে অহরহ যে সকল স্বাভাবিক পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে সেই সকল পরিবর্ত্তনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা, তাহাদের বিবরণ সংগ্রহ করা, এবং তাহাদিগকে শ্রেণী বিভক্ত করাই ভূবিদ্যা শিক্ষার প্রণালী। মেঘ মণ্ডলের আকৃতি, বায়ুর গতি, পর্ব্বতের ক্ষয়বৃদ্ধি, নদীর বিচিত্র প্রবাহ, ঋতু পরিবর্ত্তন প্রভৃতি যাবতীয় প্রাকৃতিক ঘটনা সমূহের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া ক্রমশঃ নভোমণ্ডল, স্থল মণ্ডল, ও জল মণ্ডলের সাধারণ নিয়ম আয়ত্ত করিতে হইবে।

উদ্ভিদবিজ্ঞান— ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিদের পরীক্ষা (১) বহিরাকৃতি (২) অন্তরাকৃতি (৩) জীবনের অবস্থা সমূহ (৪) জন্মস্থান ও আহার (৫) মানবের পক্ষে উপকারিতা ও বিবিধ গুণ

ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদ সমূহের দৃষ্টান্ত দেখিয়া উদ্ভিজ্জগতের বিশালতা ও বৈচিত্র্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। বিশেষ বিশেষ উদ্ভিদ লইয়া তাহাদের বিভিন্ন অবয়ব সমূহ নিরীক্ষণ করিতে

হইবে। তাহাদের বাহ্য আকৃতি, তাহাদের অন্তরের বিষয়, তাহাদের উৎপত্তি, বিকাশ, ও বৃদ্ধির অবস্থা সমূহ, তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিও স্বভাব, তাহাদের ক্ষেত্র, প্রকৃতি ও মানব সমাজের সহিত তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন সম্বন্ধ এবং তাহাদের প্রত্যেকের উপকারিতা প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের বিবরণ সংগ্রহ করিতে হইবে। এই উপায়ে বহুবিধ বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, পাতা, ফুল, ফল, বীজ প্রভৃতি পরীক্ষা করিতে হইবে। এইরূপ বিশেষ বিশেষ পরীক্ষা করিতে করিতেই উদ্ভিদ সম্বন্ধে সাধারণ নিয়মে উপনীত হওয়া যাইবে। প্রথম হইতে তরুলতাদিগের শ্রেণী-বিভাগ, অথবা মূল, কাণ্ড প্রভৃতির প্রভেদনির্ণয় সম্বন্ধীয় জ্ঞান স্বীকার করিয়া লইয়া অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইতে হইবে না।

প্রাণীবিজ্ঞান— ভিন্ন ভিন্ন জীবজন্তুর পরীক্ষা (১) বহিরাকৃতি (২) অন্তরাকৃতি (৩) জীবনের অবস্থা সমূহ

উদ্ভিদ্ সম্বন্ধে যেরূপ বলা হইল প্রাণী জগতের বিভিন্ন প্রাণী সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই করিতে হইবে। পরিচিত বহুবিধ প্রাণী সমূহ নিজে পরীক্ষা করিতে হইবে। পরীক্ষা করিতে যাইয়া তাহাদের বহিরাকৃতি, অন্তরাকৃতি, গতিবিধি, স্বভাব, অভ্যাস, জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি অবস্থান্তর, বাসস্থান, খাদ্য, মানুষের সহিত বিভিন্ন সম্বন্ধ ইত্যাদি বিষয়ের নির্ণয় করিতে হইবে।

(৪) জন্মস্থান ও আহার (৫) মানবের পক্ষে উপকারিতা ও বিবিধ গুণ শরীর-বিজ্ঞান-মানব শরীরের ভিন্নভিন্ন ক্রিয়া প্রক্রিয়ার পরীক্ষা: (১) গতিবিধি (২) ভোজনাদি (৩) শ্বাস প্রশ্বাস (৪) রক্ত সঞ্চলন (৫) সন্তানোৎপাদন, (৬) মানসিক ক্রিয়াসমূহ

এইরূপে উদ্ভিদ ও জীবজন্তু সমূহের বাহ্যেন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় অবলোকন করিতে করিতে প্রাণী জগতের বিষয়ে যে জ্ঞান জন্মিবে সেইজ্ঞান মানবশরীরবিদ্যার আলোচনার সহিত মিলিত হইলে প্রাণ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞান সম্পূর্ণ হইবে। এজন্য মানুষের অস্থি পঞ্জর, শিরা পেশী প্রভৃতি অঙ্গের যে সকল ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য হইয়া থাকে, শরীরের অবলম্বন করিয়া অঙ্গ সঞ্চালন, শ্বাস প্রশ্বাস প্রভৃতি যে সমুদয় ক্রিয়া প্রক্রিয়া হইয়া থাকে, সেই সমুদয় শারীরিক কার্য্য সমূহের বিবরণ গ্রহণ করিতে হইবে। জীবনী শক্তির শারীরিক প্রকাশ সমূহের রূপ নিরীক্ষণ, শারীরিক কার্য্য সমূহের বৈচিত্র্যপূর্ণ পরিবর্ত্তন আলোচনা প্রভৃতি শরীর সম্বন্ধীয় বিশেষ বিশেষ জ্ঞান লাভ করিতে করিতে শারীরিক শক্তি সমূহ ও কার্য্য প্রণালী সমূহের বিজ্ঞান ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইয়া আসিবে।

শিল্প শিক্ষা—কারখানায় কর্ম্ম করিয়া বহুবিধ দ্রব্য-গুণ বিচার করা, এবং দ্রব্য প্রস্তুত করণ প্রণালী সমূহ নিরীক্ষণ করা

সাহিত্যিক বিষয় সমূহে শিক্ষালাভ করিতে হইলে শিক্ষার্থীকে যেমন নৈতিক ও মানসিক জগতের বিচিত্র সমস্যা সমূহের সম্মুখীন হইতে হয়, বৈজ্ঞানিক বিষয় সমূহে জ্ঞান লাভ করিবার জন্য যেমন বাহ্যেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য প্রাকৃতিক জগতের বিচিত্র ঘটনাবলী

অবলোকন করিতে হয়, তেমনি আবিষ্কারের আরোহ পদ্ধতির প্রণালীতে ব্যবহারিক শিল্প শিক্ষা করিতে হইলে জগতের যাবতীয় ব্যবহার্য্য পদার্থ সমূহের প্রস্তুত করিবার প্রণালীর তথ্য সংগ্রহ করিতে হইবে। বিজ্ঞানাগার ও ল্যাবরেটরীতে কার্য্য করা এবং প্রকৃতি নিরীক্ষণ করা যেমন প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সমূহের শিক্ষার প্রধান পন্থা, মানবের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন নিরীক্ষণ করা যেমন মনোবিজ্ঞান সমূহের শিক্ষালাভের উৎকৃষ্ট উপায়, তেমনি ওয়ার্কসপ্ ও কারখানায় বস্তু বিচার করা, দ্রব্য নির্ম্মাণে সহায়তা করা, ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী অবলোকন করাই শিল্প শিক্ষার প্রধান উপায়। এই জন্য পুস্তক ব্যবহার অথবা সূত্র মুখস্থ না করিয়া কারখানাকেই পুস্তক, শিক্ষালয় ও শিক্ষক রূপে বিবেচনা করিতে হইবে। শিক্ষার্থীরা কোনও বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিবার জন্য সাধারণতঃ সূত্র ও "ফর্ম্মুলা" সমুহ পুস্তক হইতে আবৃত্তি করে; এবং দৃষ্টান্ত বা প্রয়োগ স্বরূপ কয়েকটি "এক্স্পেরিমেণ্ট" করিয়া থাকে। এই নূতন প্রণালীতে পুস্তক, সূত্র ও নিয়ম সমূহের স্থান গৌণ; ল্যাবরেটরী, বিজ্ঞানাগার ও কারখানার স্থানই মুখ্য। পুস্তকের সূত্র ল্যাবরেটরীতে আসিয়া মিলাইয়া লইতে হইবে না। ল্যাবরেটরী প্রভৃতিতে কর্ম্ম করিয়া যে তথ্যে উপনীত হওয়া যায় তাহাই প্রকৃত সত্য বিবেচনা

করিয়া ইহার সহিত পুস্তকাদির তথ্য তুলনা করিতে হইবে।

বহুবিধ তথ্যেরসংগ্রহ ও বিবরণ ইণ্ডাকটিভ আবিষ্কার প্রণালীর প্রধান অঙ্গ

আবিষ্কারের এইরূপ প্রণালীতে শিক্ষা প্রদান করিতে হইলে বহু প্রকারের এবং নানাশ্রেণীর পদার্থ ও ভাব সমূহ, চিন্তা ও কর্ম্ম সমূহ, ঘটনা ও পরিবর্ত্তন সমূহ শিক্ষার্থীর সম্মুখে আনয়ন করিতে হইবে। প্রত্যেকটীকে বহুদিক হইতে বিবিধ উপায়ে বিভিন্ন রকমের পরীক্ষা করিয়া নানারূপ তথ্য সংগ্রহ করিতে হইবে। এইরূপে বহু তথ্য সংগৃহীত হইলে প্রত্যেক বিষয়ের সামান্য ধর্ম্ম সকল, শ্রেণী-সমূহ, নিয়মানুবর্ত্তিতা, সাধারণ ক্রিয়াপ্রণালী, কার্য্য-কারণসম্বন্ধ এবং পারম্পর্য্য সমূহের ইঙ্গিত পাওয়া যাইবে। এই ইঙ্গিতসমূহ শৃঙ্খলাবদ্ধরূপে ব্যবহার করিতে পারিলে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক সত্যের ধারণা জন্মিবে, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য ও সামঞ্জস্য সমূহ প্রতীয়মান হইবে; এবং ক্রমশঃ সত্য সমূহের মধ্যে অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিজ্ঞান রচনার সহায়তা করিবে।

এই প্রণালীর অসম্পূর্ণতা

পূর্ব্বোক্ত বিবরণে কেবল মাত্র সাধারণ কয়েকটী কথা বলা হইয়াছে। প্রত্যেক বিদ্যার ক্রমিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই প্রণালীর কিরূপ পরিবর্ত্তন হইবে তাহার বর্ণনা করা হয় নাই। এই প্রণালীর কোথায় কোথায় অসম্পূর্ণতা আছে এবং অসম্পূর্ণতার স্থানে কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে তাহারও উল্লেখ করা হয় নাই। এই সমুদয় বিষয় অবলম্বন করিয়া পুস্তক রচিত হইতেছে।

ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের ভিন্ন ভিন্ন খণ্ড সমূহ

প্রথম বিভাগ ভিন্ন ভিন্ন আদর্শের শিক্ষাপদ্ধতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত হইবে—যথা গ্রীস, ভারত, মিসর ইত্যাদি। দ্বিতীয় বিভাগ দুই খণ্ডে বিভক্ত হইবে। প্রথম খণ্ডে শিক্ষার প্রকৃতি, উদ্দেশ্য ও উপকরণ সম্বন্ধে সাধারণ কথা থাকিবে। দ্বিতীয়খণ্ডে আধুনিক ভারতের অবস্থোপযোগী নূতন শিক্ষার চিত্র প্রদান করা যাইবে। তৃতীয় বিভাগ ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যানুসারে ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত হইবে—যথা ভাষা, সাহিত্য, রসায়ন, গণিত, প্রাণীবিদ্যা, শিল্প ইত্যাদি।

সমগ্র পুস্তক প্রকাশের প্রণালী: (১) নূতন প্রণালীর

এই পুস্তকের সম্পূর্ণতা বহু সময় সাপেক্ষ, এবং যথেষ্ট শক্তিওশ্রমসাধ্য। বিবিধ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া, অথবা অনেক বিষয়ে অতি সামান্য মাত্র জ্ঞান লইয়া এ কার্য্য শীঘ্র সম্পন্ন করিবার সম্ভাবনা

প্রয়োগ ও পরীক্ষা (২) উপযুক্ত শিক্ষক তৈয়ারী (৩) পুস্তক রচনায় সমবেত চেষ্টা

নাই। এজন্য কোন কোন বিষয়ে নূতন করিয়া শিক্ষালাভ করিতে হইতেছে, এবং কোন কোন বিষয়ের জ্ঞান বৃদ্ধি করিতে হইতেছে। বিশেষতঃ শিক্ষা-প্রণালীর পরীক্ষা করিতে হইতেছে। অধ্যাপনা-কার্য্যের সুযোগ না পাইলে বিদ্যাদান প্রণালীর উন্নতি সাধিত হয় না। বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত শিক্ষার্থী লইয়া অধ্যাপনা-প্রণালীর প্রয়োগ করিতে না পারিলে ইহার অসম্পূর্ণতা দৃষ্টিগোচর হয় না। এতদ্ব্যতীত, কেবলমাত্র কাগজে কলমে শিক্ষা প্রণালীর প্রবর্ত্তন করিলেই শিক্ষাকার্য্যে ইহার উপযোগিতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। নানা লোকে নানা স্থানে এই প্রণালী প্রয়োগ করিয়া ফললাভ করিতে পারিলেই ইহার সার্থকতা ও সফলতা। এজন্য পুস্তক রচনা কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রণালীর জন্য কতিপয় শিক্ষক তৈয়ারী করিতে হইতেছে। এবং যাঁহারা এই প্রণালীর পক্ষপাতী তাঁহাদের সহিত সমবেত হইয়া তাঁহাদের সাহায্য গ্রহণ করিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইতেছে।

নিজের সময়াভাবে অথবা শক্তির অভাবে যেখানে অসমর্থ বোধ করিব সেখানে উপযুক্ত ব্যক্তির সময় ও সামর্থ্যের সাহায্য গ্রহণ করিয়া পুস্তক সমাপ্ত করিবার চেষ্টা করা যাইবে। ইতি-

মধ্যে কোন কোন বিষয়ের সামান্য আরম্ভ মাত্র করিয়া এবং প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়া তত্ত্বাবধানস্থ কোন কোন ব্যক্তির হস্তে সমাধা করিবার ভার সমর্পণ করা হইয়াছে।

পুস্তক প্রণয়নের কারণ—শিক্ষা সম্বন্ধীয় অভাব মোচনের সাধ্যমত চেষ্টা;

পরিশেষে, বর্ত্তমান পুস্তিকা প্রকাশের সুযোগে বক্তব্য এই যে, আমার মত লোকের পক্ষে এরূপ বিশাল, দুরূহ, এবং জগতের সকল বিষয়ে অভিজ্ঞতাবিশিষ্ট পণ্ডিতের কার্য্যে হস্তক্ষেপ নিতান্তই বাতুলতার পরিচায়ক হইয়াছে। কিন্তু আমি প্রাংশুলভ্য ফলের আকাঙ্ক্ষায় উদ্বাহু হইয়া এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই নাই। দেশের মধ্যে যে মহৎ অভাব দেখিতে পাইতেছি তাহারই উৎকট তাড়নায় অক্ষম দুর্ব্বল হইয়াও সামান্য ভাবে কর্ত্তব্য সাধনের চেষ্টা করিতেছি। আশা আছে, শীঘ্রই উপযুক্ত, বিচক্ষণ ও বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া বিষয়ের গৌরব রক্ষা করিবেন। বর্ত্তমান সমাজের লক্ষণগুলি দেখিয়া বেশ বুঝা যাইতেছে—শীঘ্রই আমাদের চিন্তাবীর ও কর্ম্মবীরগণ, এবং সুপণ্ডিত ব্যক্তি মাত্রই শিক্ষার আন্দোলনের স্তম্ভ স্বরূপ হইয়া দেশের মধ্যে বিবিধ শিক্ষামন্দির প্রতিষ্ঠিত করিবেন। বিজ্ঞান-শিক্ষা, লোকশিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা, সাহিত্যশিক্ষা, শিক্ষা-

আশা—শীঘ্রই দেশে শিক্ষার আন্দোলন প্রাধান্য লাভ করিয়া উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে কর্ম্মে প্রণোদিত করিবে।

প্রণালী, শিল্পশিক্ষা, জাতীয়শিক্ষ, প্রভৃতি শিক্ষা-ক্ষেত্রের যাবতীয় কর্ম্মসমূহই দেশের মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করিবে। শীঘ্রই বিদ্যাদান এবং শিক্ষাবিস্তারই স্বদেশসেবা ও সমাজহিতের প্রধান অঙ্গ ও লক্ষণ হইয়া দেশের মধ্যে বর্ত্তমান সর্ব্ববিধ আন্দোলন সমূহকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিবে। শিক্ষার আন্দোলনই সকল আন্দোলনকে গ্রাস করিয়া ক্রমশঃ গভীরতর ও বিস্তৃততর হইতে থাকিবে। কর্ম্মিগণ প্রকৃত মনুষ্যত্ব বিকাশের সহায়ক জ্ঞান-মন্দির সমূহের প্রতিষ্ঠা-কেই জীবনের ধর্ম্ম মনে করিবেন, এবং এই কর্ম্মেই সম্পূর্ণ শক্তি ও সময় দান করিয়া জীবনের সার্থকতা উপলব্ধি করিবেন। শিক্ষা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্য দেশবাসীদিগের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা জন্মিবে। শিক্ষাপ্রচারই সমীপবর্ত্তী ভবিষ্যতের নূতন সন্ন্যাস হইবে। শিক্ষকই নূতন সন্ন্যাসী হইবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ভাবের প্রকৃতি।

ভাবের উৎপত্তি—চিত্তের উপর বিশ্বের কার্য্য

জগতের বিভিন্ন পদার্থ মানবচিত্তের উপর কার্য্য করিয়া এক একটী ভাব ও চিন্তার সৃষ্টি করে। এই পদার্থ সমূহই মানবের **চিন্তার বিষয়**। প্রাকৃতিক জগতের বিবিধ শ্রাব্য ও দৃশ্য বস্তুর সংস্পর্শে আসিয়া মানব জল, স্থল ও নভোমণ্ডলের বিভিন্ন পদার্থের বিষয়ে চিন্তা করে। এইরূপে সমস্ত স্থূল বিশ্ব তাহার ভাবরাজ্যের আয়ত্ত হইয়া পড়ে। সেইরূপ মানবের সমাজ, রাষ্ট্র, বৈষয়িক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি মানব-বিষয়ক যাবতীয় পদার্থই এক একটী চিন্তার উদ্রেক করে। ইহাদের সংস্পর্শে আসিলে মনে এক একটী ভাবের উদয় হয়। মানবীয় ও প্রাকৃতিক উভয়বিধ জগতের সকল প্রকার তথ্য ও ঘটনা ব্যতীত মানব চিন্তা করিতে পারেনা। মানবচিত্ত ইহাদের দ্বারা আন্দোলিত হইয়া ইহাদেরই দ্বারা পূর্ণ হয়। ইহারাই ভাব ও ধারণার কারণ, ইহারাই ভাব ও ধারণার বিষয়।

ভাবের প্রকৃতি—পদার্থে গুণের আরোপ

ভাব ও ধারণার বিষয়ীভূত বিশ্বের বিবিধ পদার্থ যখন চিত্তকে আঘাত করে তখন মানবের নিকট ইহাদের প্রকৃতি ও স্বরূপ প্রতীয়মান হয়,

মানব ইহাদের পরিচয় প্রাপ্ত হয়। যখন কোন বিষয়ে চিন্তা করা যায়, অথবা পৃথিবীর কোন পদার্থ যখন মনো-রাজ্যের অন্তর্গত হয় তখন ইহাদের ধর্ম্ম ও গুণ গুলি ধরা পড়ে, ইহারা লক্ষণবিশিষ্ট হইয়া সীমাবদ্ধ ও নির্দ্দিষ্ট হয়। এইরূপে গুণ ও ধর্ম্মের পরিচয় পাইয়া ইহাদিগকে বিশিষ্ট করা ভাব ও চিন্তার কার্য্য। পরিচয় প্রদান, স্বরূপের উপলব্ধি, ধর্ম্ম প্রকাশ এবং গুণের আরোপই ভাব ও চিন্তার প্রাণ। বৃক্ষ, পর্ব্বত প্রভৃতি জড় পদার্থ যখন চিন্তার বিষয় হয়, তখন ইহাদের স্থিতি, পরিমাণ, প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান জন্মে। অন্যান্য বৃক্ষাদির সহিত তুলনা সাধন করিয়া, অথবা নিজের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া, অথবা বিশ্বের অন্যান্য পদার্থের সহিত সংযোগ বিধান করিয়া মানব ইহাদিগকে বিশিষ্ট লক্ষণাক্রান্ত করিয়া তোলে। সেইরূপ চিন্তার দ্বারা সমাজের বিবিধ কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে ইহাদের পরস্পর তুলনা সাধিত এবং সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার ফলে সমাজের বিভিন্ন পদার্থ গুলির পরিচয় স্থির ও নির্দ্দিষ্ট হইয়া যায়। মানবের এমন কোন ভাবনা বা চিন্তা হয়না যাহার দ্বারা কোন না কোনও বিষয়ের গুণ বা ধর্ম্ম প্রকাশিত হয় না। তুলনা না করিয়া, সম্বন্ধ স্থাপন না করিয়া, লক্ষণ নির্ণয় না করিয়া, ধর্ম্ম বিশিষ্ট না করিয়া কোন ধারণাকার্য্য সমাধা হইতে পারেনা।

ভাব ও চিন্তার প্রকৃতিই এইরূপ যে ইহাদের বিষয়ীভূত মানবীয় ও প্রাকৃতিক বিশ্ব সংযোগ, তুলনা প্রভৃতির দ্বারা বিভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত ও গুণ বিশিষ্ট হয়।

ভাবের ক্রমিক বিকাশ

বিভিন্ন মানবের চিন্তাপ্রণালী ও জ্ঞান বৃদ্ধির পারম্পর্য্য ও পর্য্যায়গুলি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে মানবের চিন্তাপদ্ধতির কতকগুলি সাধারণ নিয়ম আছে।

(১) একবারে একাধিক বিষয়ে ভাবের উৎপত্তি অসম্ভব

প্রথমতঃ, এক সময়ে দুইটী বস্তু চিত্তের উপর কার্য্য করিতে পারে না। সুতরাং মানব একেবারে বিশ্বের সর্ব্ববিধ পদার্থই চিন্তার আয়ত্ত করিতে পারেনা ; সে এক সঙ্গে একই আয়াসে সকল গুলির পরিচয় লাভ ও গুণ নির্ণয় করিতে পারে না। তাহাকে বিষয় গুলি বিভাগ করিয়া এক একটীর লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে হয়। এই জন্য চিন্তাপদ্ধতির মধ্যে ক্রম ও পৌর্ব্বাপর্য্য থাকিয়া যায়।

(২) বয়স অনুসারে ভাবের বৈচিত্র্য জন্মে

দ্বিতীয়তঃ, চিন্তার বিষয়ীভূত পদার্থ গুলির মধ্যে এমন বিশেষত্ব ও পরস্পর বৈসাদৃশ্য আছে যে মানবের বিভিন্ন বয়সে ইহাদের কার্য্য হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন বয়সে মানব ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় পদার্থের চিন্তা করিতে পারে। সকল অবস্থায়ই কোন পদার্থের সকল প্রকার ধারণা সম্ভবপর হয়না। এজন্য ভাবের ক্রমিক বিকাশ বয়োবৃদ্ধি এবং ধারণাশক্তির বিকাশের উপর নির্ভর করে।

(৩) পরিচিত ভাবের ভিত্তির উপর নূতন ভাবের প্রতিষ্ঠা হয়

তৃতীয়তঃ, পুরাতন ভাব ও ধারণার ভিত্তি অবলম্বন না করিয়া, প্রতিষ্ঠিত সুপরিচিত চিন্তার সাহায্য গ্রহণ না করিয়া, মানব নূতন ধারণা, নূতন ভাব গ্রহণ করিতে পারেনা। পরিচিত পদার্থসমূহের দ্বারা চিত্তের উপর যে যে কার্য্য হইয়াছে, এবং তাহার ফলে পৃথিবীর স্বরূপ সম্বন্ধে, পদার্থের গুণ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে জ্ঞান জন্মিয়া রহিয়াছে, সেই চিন্তাকার্য্যসমূহ ও জ্ঞানের সহিত তুলনা সাধন করিয়া, তাহাদিগকে ব্যবহার করিয়া এবং তাহাদের সহিত সংযোগবিধান করিয়া, অপরিচিত নূতন পদার্থের জ্ঞান জন্মে ; এই নূতন পদার্থের দ্বারা চিত্তের উপর যে কার্য্য হয় তাহার প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট হয়, এবং নূতন লক্ষণ ও গুণের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইজন্য মানব প্রথমেই অপরিচিত পদার্থের, এবং দূর ভবিষ্যৎ বা দূর অতীতের বিষয়ে চিন্তা করিতে পারেনা। অপরিচিত আয়ত্ত করিবার পদ্ধতির মধ্যে ক্রম ও পৌর্ব্বাপর্য্য থাকিয়া যায়।

(৪) একবারে কোন পদার্থ সম্বন্ধে একাধিক ভাবের উৎপত্তি অসম্ভব

চতুর্থতঃ, মানব প্রথমেই চিন্তার বিষয়ীভূত পদার্থগুলির সর্ব্ববিধ গুণ ও ধর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারে না। এক সঙ্গেই অথবা এক বয়সেই সে পদার্থের সহিত পদার্থের তুলনা সাধন বা সংযোগ বিধান করিয়া, পদার্থের সহিত নিজের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া ইহাদের সকল প্রকার ধর্ম্ম ও লক্ষণ নির্দ্দেশ

করিতে পারেনা। এই গুণারোপ এবং ধর্ম্ম প্রকাশে ও ক্রম এবং পৌর্ব্বাপর্য্য আছে। একাধিক পদার্থ যেমন এক সময়ে মানবের চিন্তার বিষয় হইতে পারেনা, সর্ব্ববিধ বিষয়ই যেমন যে কোন ও এক বয়সে মানবের আয়ত্ত হইতে পারে না, এবং দূর, অতীত, ভবিষ্যৎ প্রভৃতি অপরিচিত পদার্থ সমূহ যেমন প্রথমেই মানবের চিত্তের উপর কার্য্য করিয়া তাহার নিকট পরিচিত, লক্ষণাক্রান্ত, ধর্ম্মসংযুক্ত ও বিশেষ রূপে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারেনা ; সেইরূপ মানব কোন পদার্থের একাধিক গুণ একেবারে এক সঙ্গেই উপলব্ধি করিতে পারেনা, সর্ব্ববিধ গুণই যে কোন এক বয়সে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না, এবং প্রথমেই স্থূল, সূক্ষ্ম, জটিল প্রভৃতি বিচিত্র লক্ষণসমূহ ধারণা করিতে পারে না। বয়োবৃদ্ধি এবং চিন্তাশক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভাব ও চিন্তার সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। ক্রমশঃ ইহারা জটিল ও সূক্ষ্ম হইয়া বৈচিত্র্য প্রাপ্ত হয়।

(৫) ভাব ক্রমশঃ প্রণালীবদ্ধ ও শৃঙ্খলীকৃত হয়।

পঞ্চমতঃ, প্রথমেই ধারণাসমূহের মধ্যে শৃঙ্খলা বা সামঞ্জস্য থাকেনা। প্রথমাবস্থায় পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন গুণ গুলি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রতীয়মান হয়। ক্রমশঃ তুলনার দ্বারা ইহাদের মধ্যে যোগ সাধিত ও সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই উপায়ে পদার্থও গুণের বৈচিত্র্য ও জটিলতার মধ্যে প্রণালী ও নিয়ম আবিষ্কৃত হয়,

এবং লক্ষণ ও ধর্ম্ম সমূহ শৃঙ্খলীকৃত হইয়া ভাব গুলিকে সুসম্বদ্ধ করে।

তৃতীয় অধ্যায়।

ভাব ও ভাষা।

ভাব ও ভাষা—সাধারণ্যে গৃহীত ভাব প্রকাশোপযোগী ইঙ্গিত সমূহের নাম ভাষা।

মানব নিজের মনোগত ভাব সমাজে কোন ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করিবার জন্য কতকগুলি ইঙ্গিত অবলম্বন করে। যে সকল ইঙ্গিত ব্যবহার করিয়া সমাজস্থ অধিকাংশ লোকে তাহাদের মনোভাব প্রকাশ করে এবং পরস্পরের চিন্তা-কার্য্যে সাহায্য করে সেই ইঙ্গিত সমূহের দ্বারা তাহাদের ভাষা গঠিত হয়। যদি পৃথিবীতে একজন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি না থাকিত, যদি সমাজ বা সঙ্ঘ বলিয়া কোন পদার্থ গঠিত না হইত তাহা হইলে পৃথিবীর বিবিধ বস্তু তাহার চিত্তের উপর কার্য্য করিয়া তাহাকে বিশ্ব সম্বন্ধে যেরূপ চিন্তা করাইত তাহা প্রকাশিত হইবার কোন কারণ থাকিত না, তাহা হইলে ভাষা সৃষ্টির প্রয়োজন হইত না। কিন্তু মানব যে প্রণালীতে গঠিত হইয়াছে তাহাতে সমাজের আবশ্যকতা আছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের মানবীয় ও প্রাকৃতিক পদার্থ সমূহের প্রকৃতি ও ধর্ম্ম

সম্বন্ধে এক জন যাহা উপলব্ধি করে অপরকে তাহা ব্যক্ত করিয়া তৎসম্বন্ধে তাহার মনোভাব গ্রহণের প্রয়োজন আছে। সুতরাং ভাব ও ধারণার আদান-প্রদানের উপায়ের প্রয়োজন আছে। এজন্য এতদুপযোগী ইঙ্গিতসমূহ বা ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। এই ইঙ্গিতসমূহের মধ্যে মানব ধ্বনি ও বচনের বিশেষ উৎকর্ষ সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছে বলিয়া বাচনিক ইঙ্গিত বা কথাই প্রধানতঃ ও মুখ্যতঃ ভাষা নামে অভিহিত হয়।

ভাষা উপায় মাত্র, লক্ষ্য ভাব ব্যক্ত করা

যদিও ভাষা বা ইঙ্গিত সমূহ ব্যতীত পরস্পর মনোভাব ব্যক্ত করা অসম্ভব, তথাপি ভাষা **উপায়**-মাত্র, **উদ্দেশ্য** ভাব প্রকাশ। অর্থ আছে বলিয়াই বাক্যের প্রয়োজন। বৃক্ষ, পর্ব্বত, সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থের দ্বারা চিত্তের আন্দোলন জন্মে বলিয়া, এবং এজন্য ইহাদের গুণ নির্ণয়, লক্ষণ নির্দ্দেশ এবং প্রকৃতি পরিচয় ও স্বরূপোপলব্ধি হয় বলিয়াই, ইঙ্গিত অবলম্বন করিয়া, বাক্যের সাহায্য গ্রহণ করিয়া ভাষা ব্যবহার করিয়া ইহাদিগকে ব্যক্ত করিতে হয়। অতএব ভাবই ভাষার প্রাণ। সুতরাং ভাষার প্রকৃতি, উৎপত্তি ও ক্রমিক বিকাশ ভাবের উৎপত্তি, প্রকৃতি ও ক্রমিক বিকাশের অনুরূপ। ভাষা সকল বিষয়ে ভাবেরই অনুসরণ করে।

ভাষার ইতিহাস

এই জন্য ভাব ও ধারণার কারণ ও বিষয় সমূহ

ভাবের ইতিহাসের অনুরূপ

ভাষার মধ্যে, কথার দ্বারা, ইঙ্গিতের ভিতর দিয়া, ধ্বনির সাহায্যে প্রকাশিত হয়। প্রাকৃতিক জগৎ ও মানবীয় জগতের তথ্য ও ঘটনাসমূহই মানবের ভাষার **বিষয়**। মানব যখন কোন ইঙ্গিত ব্যবহার করে বা কোন কথা বলে তখন এই বিশ্বের বিবিধ পদার্থই তাহার কথা বা ইঙ্গিতের বিষয়ীভূত হয়। এই সমুদয় ছাড়িয়া দিয়া তাহার কোন ভাষা বা বাচনিক কার্য্য সমাধা হয় না। বিশ্বের দ্বারা তাহার মনের উপর যে কার্য্য হয় সেই সমুদয়ই তাহার ভাষার বিষয় ও কারণ। তাহার কথা ও ইঙ্গিতসমূহ এই বিশ্বের বিবিধ ঘটনাবলীর দ্বারাই পূর্ণ। সুতরাং ভাব যেরূপ মানব ও প্রকৃতি বিষয়ক, ভাষাও সেইরূপ মানব ও প্রকৃতি বিষয়ক।

ভাষার বিষয়—মানবীয় ও প্রাকৃতিক জগতের বিভিন্ন ঘটনাবলী

ভাষার প্রকৃতি ও লক্ষণ—কোন পদার্থ সম্বন্ধে বক্তব্য প্রকাশ করিবার জন্য

আবার ভাবের প্রকৃতি যেমন পদার্থের গুণ **আরোপ** করা, ভাষার প্রকৃতিও সেইরূপ সমাজে পদার্থের গুণ **ব্যক্ত** করা। মানব কথা বলিয়া এবং ইঙ্গিত ব্যবহার করিয়া মানবের নিকট পদার্থ সমূহের তুলনা করে, সংযোগ সাধন করে, এবং নানা উপায়ে ইহাদের ধর্ম্ম ব্যক্ত করে। মানবের ভাষার ভিতর দিয়া ইহাদের প্রকৃতি ও পরিচয় সমাজে প্রকাশিত হয়। মানব যখন কোন কথা বলে তখন সে কোন পদার্থের অন্ততঃ একটী ধর্ম্ম প্রকাশ করে। এমন কোন কথা হইতে পারে না যাহার দ্বারা কোন বস্তু বা ব্যক্তি

সম্বন্ধে বিশেষণ ব্যবহার করিয়া তাহাকে বিশিষ্ট ও ও নির্দ্দিষ্ট করা হয় না।

শব্দ যোজনার দ্বারা বাক্য রচনা

একটী মাত্র ধ্বনির সাহায্যে, একটী মাত্র **পদ** ব্যবহার বা শব্দ প্রয়োগ করিয়া মানব তাহার চিত্তের উপর কোন পদার্থের কার্য্য, অথবা কোন বস্তু বা ব্যক্তির গুণ নির্ণয় বা পরিচয় প্রকাশ করিতে পারে না। প্রকৃতভাবে পরিচয় প্রদান ও স্বরূপ বর্ণনা করিতে হইলে, এবং যথার্থ ভাবে গুণ বা লক্ষণ সমূহ ব্যক্ত করিতে হইলে অন্ততঃ একটী পূর্ণ **বাক্য** ব্যবহার করিতে হয়। এই বাক্যের দুইটী অঙ্গ থাকে। বিশ্বের যে পদার্থের দ্বারা ভাবের উদ্রেক হয় এবং যে পদার্থ সম্বন্ধে গুণের আরোপ আবশ্যক হয়, সুতরাং যে বিষয়সম্বন্ধে কিছু বলিবার প্রয়োজন হয় সেই **বিষয়বাচক** ধ্বনি বা শব্দ একটী অঙ্গ ; এবং সেই পদার্থের আঘাত প্রাপ্ত হইয়া মানবচিত্ত যেরূপ আন্দোলিত হয়, এবং এই আন্দোলনের ফলে তৎসম্বন্ধে যে গুণ আরোপ করা হয়, সুতরাং তাহার পরিচয় স্বরূপ যাহা বলিবার প্রয়োজন হয় সেই **বক্তব্যবাচক** ধ্বনি বা শব্দ অপর অঙ্গ। কেবল একটী মাত্র ধ্বনি প্রয়োগ করিলে কোন পদার্থের সহিত তাহার গুণের সংযোগ করা হয় না, পদার্থের তুলনা সাধন বা সংযোগ বিধান হয় না, অথবা নিজের সহিত সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয় না।

সুতরাং তুলনাসাধন, ও গুণারোপ যেমন ভাবের প্রকৃতি সেইরূপ শব্দযোজনা, পদসংযোগ এবং বাক্য রচনাই ভাষার লক্ষণ ও প্রকৃতি। কোন বিষয়ের স্বরূপ উপলব্ধি না করিলে, পদার্থের সহিত তাহার ধর্ম্মের সংযোগ না করিলে যেরূপ চিন্তাকার্য্য হয় না, সেইরূপ শব্দযোজনার দ্বারা বাক্য রচনা না করিলে কোন ভাষা সিদ্ধ হয় না। **পদবিশিষ্ট বাক্যই ভাষার মৌলিক উপাদান।** ভাষা কতকগুলি শব্দের সমষ্টি নহে। কেবলমাত্র শব্দ ব্যবহার করিলেই ভাষা ব্যবহার করা হয় না। যেখানে বাক্যপরম্পরা অথবা একটী মাত্র বাক্যের প্রয়োগ নাই সেখানে ভাষার অস্তিত্ব নাই।

ভাষার ক্রমিক বিকাশ

ভাবই ভাষার ভিতর দিয়া ব্যক্ত হয় বলিয়া ভাষার ক্রমিক অভিব্যক্তি ভাবের ক্রমবিকাশের অনুরূপ। বিভিন্ন মানবের ভাবপ্রকাশপ্রণালী এবং বিভিন্ন মানবসঙ্ঘের ভাষার পরিপুষ্টির পারম্পর্য্য ও পর্য্যায়গুলি আলোচনা করিলে ভাষার বিকাশ সম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করা যায়। দেখা যায় যে চিন্তাপদ্ধতির মধ্যে যেমন ক্রম ও পারম্পর্য্য আছে, ভাষার ইতিহাসে ও সেইরূপ ক্রম এবং পারম্পর্য্য অছে।

(১) একবারে একাধিক বিষয়ে বাক্য রচনা অসম্ভব

প্রথমতঃ, মানব একই সময়ে দুই **বস্তু** বা **ব্যক্তি** সম্বন্ধে বাক্য রচনা করিয়া তাহাদের বিষয়ে মনোভাব

প্রকাশ করিতে পারে না। সে একবারে একাধিক বাক্য রচনা করিতে অসমর্থ। এজন্য তাহাকে পৌর্ব্বাপর্য্য স্থির করিয়া অথবা কোন পর্য্যায় বা ক্রম অবলম্বন করিয়া পদার্থের গুণ প্রকাশ করিতে হয়।

(২) বয়স অনুসারে বাক্য সমূহের বৈচিত্র্য জন্মে

দ্বিতীয়তঃ, মানবের ভাষা একই **বয়সে** সর্ব্বভাবব্যঞ্জক হইতে পারে না। বয়োবৃদ্ধি ও জ্ঞান বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার বাক্য সমূহ বিবিধ বিষয়ক হয়। প্রথমেই মানব সকল পদার্থ সম্বন্ধে, এবং কোন এক পদার্থের সর্ব্ববিধ গুণ সম্বন্ধে কথা বলিতে পারে না। সে ভিন্ন ভিন্ন বয়সে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর বাক্য রচনা করিয়া বিশ্বের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ সম্বন্ধে বক্তব্য জ্ঞাপন করে।

(৩) পরিচিত বাক্য সমূহের ভিত্তির উপর নূতন বাক্যের প্রতিষ্ঠা হয়।

তৃতীয়তঃ, সর্ব্বদা যে সকল শব্দযোজনার দ্বারা বাক্য প্রয়োগ করিয়া মনোভাব প্রকাশ করা হয় সেই **পরিচিত** বাক্য সমূহ, এবং সেই পুরাতন ভাষা অবলম্বন করিয়াই নূতন বাক্য রচিত হয়। সাধারণতঃ যে ভাষা ব্যবহার করা হইয়া থাকে তাহাই নূতন ভাষা সৃষ্টির উপাদান হয়। এইরূপে মানবের ভাষা ক্রমশঃ পরিচিত পদার্থ সমূহ হইতে অপরিচিত, দূরস্থ এবং নূতন পদার্থের পরিচায়ক হইতে থাকে।

(৪) একবারে কোন বিষয়ে বহু-বাক্যের রচনা

চতুর্থতঃ, মানব কোন পদার্থ সম্বন্ধে একসঙ্গে একই আয়াসে বহুবিধ বাক্য রচনা করিতে পারে না। তাহার বাক্যরচনা যেমন প্রথমেই পৃথিবীর সকল

অসম্ভব

পদার্থবিষয়ক হইতে পারে না, তাহার বাক্যপরম্পরা যেমন একই বয়সে সর্ব্বভাবব্যঞ্জক এবং সর্ব্ব পদার্থজ্ঞাপক হইতে পারেনা, এবং তাহার বাক্য সমূহ যেমন প্রথমেই অপরিচিত নূতন ও অজ্ঞাত পদার্থ বিষয়ক হইতে পারে না, সেইরূপ কোন পদার্থ বিষয়ে তাহার বাক্য সমূহ প্রথমেই বহুবিধ এবং নানা শ্রেণীর অন্তর্গত হইতে পারে না। ক্রমশঃ বয়োবৃদ্ধি ও বুদ্ধিবিকাশের সহিত যেমন তাহার ধারণা ও বিচার শক্তির বিকাশ হয়, তেমন তাহার ভাষা সূক্ষ্ম ও জটিল হইয়া বৈচিত্র্য প্রাপ্ত হয়। ভাষা প্রথমে সরল ও সহজ থাকে, ক্রমশঃ ইহাতে জটিলতা প্রবিষ্ট হয়।

(৫) বাক্য সমূহ ক্রমশঃ প্রণালী-বদ্ধ হইয়া সাহিত্যে পরিনত হয়।

পঞ্চমতঃ, মানব প্রথমেই অতি শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে কথা বলিতে পারেনা। প্রথম অবস্থায় তাহার বাক্য সমূহ অসামঞ্জস্যপূর্ণ, পরস্পরবিরোধী বা সম্বন্ধহীন ভাবে পৃথক্ পৃথক্ অস্তিত্বযুক্ত হইয়া থাকে। ক্রমশঃ ইহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশেষে ইহারাই সুসম্বদ্ধ ও প্রণালীবদ্ধ হইয়া প্রবন্ধ ও সাহিত্যের সৃষ্টিকরে।

বাক্যগুলি ক্রমশঃ বিবিধ পদার্থ বিষয়ক ও বিবিধ ভাব ব্যঞ্জক হয়। এই উপায়ে ইহারা ক্রমশঃ সংখ্যায় বৰ্দ্ধিত হইতে থাকে। সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহারা বিভিন্ন শ্রেণীর অন্তর্গত হইয়া জটিলতা

লাভ করে। বাক্যসমূহের এইরূপ সংখ্যাবৃদ্ধি ও ক্রমিক জটিলতা লাভেই ভাষার শ্রীবৃদ্ধি ও পুষ্টি সাধিত হয়। সুতরাং মানব ভাষার ভিতর দিয়া ক্রমশঃ বক্তব্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। বক্তব্য সমূহের বৈচিত্র্য ও উৎকর্ষই ভাষার সৌষ্ঠব ও উৎকর্ষের কারণ।

চতুর্থ অধ্যায়।

ভাষাশিক্ষা প্রণালী।

ভাষা শিক্ষা প্রণালী—ক্ষুদ্র ও সরল বাক্য সমূহের রচনা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ প্রণালী বদ্ধ বাক্য পরম্পরা রচনা

ভাষা ও ভাবের সম্বন্ধ, ভাষার উৎপত্তি, প্রকৃতি এবং ক্রমিক বিকাশের নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই ভাষাশিক্ষার প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। কোন ভাষা শিক্ষা করিতে হইলে বক্তব্য ও ভাব সমূহের প্রতিই বিশেষ মনোযোগী হইতে হইবে। এজন্য বাক্য রচনা ও পদযোজনাকেই একমাত্র উপাদান ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। বাক্য রচনায় নৈপুণ্য জন্মিলেই ভাষা আয়ত্ত হইতে পারে, নতুবা নহে। এজন্য অভিধান হইতে বাছিয়া বাছিয়া শব্দ মুখস্থ বা ব্যাকরণের নিয়ম আবৃত্তি করিবার আদৌ কোন প্রয়োজন নাই। অধিক সংখ্যক শব্দ, বা উচ্চারণ করিতে কঠিন, যুক্তাক্ষর বিশিষ্ট শব্দের অর্থ জানিলেই ভাষায় ব্যুৎপত্তি জন্মিতে

পারে না। কারণ কেবলমাত্র কঠিন কঠিন শব্দেই ভাষা কঠিন হয় না। ভাব কঠিন হইলেই প্রকৃত পক্ষে ভাষা কঠিন হয়। সহজ ভাবপ্রকাশ করিবার জন্য কঠিন শব্দ ব্যবহার করিলেও অনেক সময়ে ভাষার কাঠিন্য প্রতীয়মান হয় না। অথচ কঠিন ভাব প্রকাশ করিতে যাইয়া অযুক্তাক্ষর বিশিষ্ট অতি সরল শব্দ ব্যবহার করিলেও ভাষা কঠিনই থাকিয়া যায়। সুতরাং প্রথম হইতেই কঠিন বা বহুসংখ্যক শব্দ শিক্ষায় প্রবৃত্ত না হইয়া **শিক্ষার্থীর স্বীয় ভাব প্রকাশোপযোগী বাক্য রচনা** শিক্ষা করিতে আরম্ভ করা উচিত। ভাবসমূহ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যেমন কঠিন ও জটিল হইতে থাকিবে তেমনি তাহাকে কঠিন ও জটিল বাক্যের সাহায্য অবলম্বন করিতে হইবে, ক্রমশঃ সে ভিন্ন ভিন্ন পরস্পরবিচ্ছিন্ন বাক্য সমূহ পরিত্যাগ করিয়া শৃঙ্খলীকৃত ও সুসম্বদ্ধ এবং ঐক্যবিশিষ্ট বাক্যপরম্পরা অবলম্বন করিবে।

মাতৃভাষা শিক্ষা প্রণালী

মাতৃভাষা শিক্ষা করিতে হইলে শিক্ষার্থীকে প্রথম হইতেই তাহার আজন্ম ব্যবহৃত বাক্য রচনা প্রণালী তাহার সর্ব্ববিধ মনোভাব প্রকাশে প্রয়োগ করিতে হইবে। এই প্রয়োগ সম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

(১) বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ বিষয়ক

প্রথমতঃ, **সমগ্র জ্ঞেয় বিশ্ব** তাহার মনোবৃত্তি নিচয়ের বিকাশের কারণ। সুতরাং কি প্রাকৃতিক,

বাক্য রচনা

কি মানবীয় উভয় জগৎই তাহার বাক্য প্রয়োগের ক্ষেত্র। এজন্য তাহার বাক্য রচনা কোন এক পদার্থ বা এক বস্তুতে আবদ্ধ না থাকিয়া সর্ব্ব পদার্থ এবং জগতের সর্ব্ববিধ ঘটনাতেই প্রয়োগ করিতে হইবে। ইহাতে একদিকে তাহার ভাষার বৈচিত্র্য ও জটিলতা জন্মে, অপরদিকে বিশ্বের বিবিধ সজীব ও নির্জ্জীব পদার্থ সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিবার পক্ষে সহায়তা হয়। ইহার ফলে শিক্ষার্থী কেবল মাত্র ভাষাই শিক্ষা করে না, ভাষার সঙ্গে সঙ্গে ভাব ও ধারণা সৃষ্টি এবং জ্ঞান বিকাশের উপযোগী বিবিধ বিদ্যাও শিক্ষা করে। সুতরাং ভাষা শিক্ষার সময়ে যদি অন্যান্য বিদ্যালব্ধ জ্ঞান প্রয়োগের বন্দোবস্ত থাকে তাহা হইলে **সকল বিদ্যার মধ্যে পরস্পর সহায়তাবিধায়ক সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত** হইয়া যায়। ইহাতে সময় ও পরিশ্রমের লাঘব হয়, ভাষা শিক্ষা জীবন্ত হয় এবং অন্যান্য বিদ্যাবিষয়ক জ্ঞানও বদ্ধমূল হইতে পারে।

(২) ভিন্ন ভিন্ন বয়সে বিভিন্ন পদার্থ বিষয়ক বাক্য রচনা এবং বিবিধ রচনা প্রণালী অবলম্বন

দ্বিতীয়তঃ, **বয়সের** তারতম্যানুসারে বাক্যরচনা প্রয়োগের **ক্ষেত্রের** এবং বাক্যরচনা **প্রণালীর** তারতম্য হওয়া উচিত। সমগ্র জগৎই শিক্ষার্থীর জ্ঞেয় বটে, কিন্তু সমগ্রটী একই বয়সে জ্ঞেয় নহে। এই জন্য প্রত্যেক স্তরে শিক্ষার্থীর সুপরিচিত পদার্থ এবং প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহেই বাক্যরচনাপ্রণালী আবদ্ধ রাখিতে হইবে। সুতরাং জ্ঞেয় পদার্থ সমূহের

মধ্যে বিভাগ ও বিশ্লেষণ সাধন করিয়া সুবোধ্য অংশ গুলিকেই বাক্য রচনার বিষয় করিতে হইবে। এই উপায়ে ক্রমশঃ বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ শিক্ষার্থীর ভাষার আয়ত্ত করিতে হইবে।

(৩) অভ্যস্ত বাক্য সমুহের সাহায্য গ্রহণ করিয়া নূতন বাক্য রচনা

তৃতীয়তঃ, কোন পদার্থের বর্ণনা করিতে হইলে শিক্ষার্থী যে বাক্য কয়েকবার রচনা করিয়াছে সেই বাক্যসমূহেরই সাহায্যে নূতন বাক্য রচনা করিতে শিক্ষা করিতে হইবে। যে বিষয়ে কখনও কোন আলোচনা হয় নাই তাহার সহিত পূর্ব্ব পরিচিত বা আলোচিত বিষয়ের যদি কোনরূপ সম্বন্ধ না থাকে তাহা হইলে সেই নূতন বিষয় সম্বন্ধে বাক্যরচনা করিতে চেষ্টা করা উচিত নহে। পূর্ব্বের অভ্যাস অবলম্বন করিয়াই নুতন প্রয়াস করিতে হইবে। সুতরাং বাক্য হইতে বাক্যান্তরে গমন করিবার সময়ে ভাব হইতে ভাবান্তর গমনের স্বাভাবিকতা এবং সুবিধা অসুবিধা বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে।

(৪) প্রথমতঃ সরল ও সহজ বাক্য রচনা

চতুর্থতঃ, কোন বিষয়ে শিক্ষার্থীকে একেবারেই বহু বাক্য রচনা করিতে হইবেনা। বাক্য সমূহ প্রথম অবস্থায় সরল ও অজটিল থাকা বাঞ্ছনীয়। প্রথম অবস্থায় বাক্য সমূহ, বৈচিত্র্যপূর্ণ ও সূক্ষ্মভাব ব্যঞ্জক না হইয়া স্থূল গুণ বাচক এবং সহজ ভাব জ্ঞাপক হওয়া উচিত।

(৫) প্রথমতঃ অসম্বদ্ধ পৃথক্ পৃথক্ বাক্য রচনা

পঞ্চমতঃ, উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র ভাব প্রকাশোপযোগী বিচিত্র বাক্য-রচনা শিক্ষা করিতে হইবে। পদার্থের সম্বন্ধে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম ও বিস্তৃত-ভাবে বাক্য রচনা করিতে হইবে। এই উপায়ে বাক্যসমাবেশের রীতি, লিপিচাতুর্য্য ও রচনা-কৌশল শিক্ষা করিতে করিতে প্রবন্ধাদি এবং উচ্চ সাহিত্য রচনা শিক্ষা করিতে হইবে।

অভিধান ও ব্যাকরণ

এইরূপ বাক্য রচনাদ্বারা ভাষার প্রণালী আয়ত্ত করিতে পারিলে, শব্দ-সম্পদ বৃদ্ধি এবং উচ্চ-সাহিত্য পাঠ করিবার জন্য অভিধানের সাহায্য গ্রহণ করিয়া প্রচলিত শব্দের সহিত পরিচিত হইতে হইবে; এবং আলোচিত সাহিত্য হইতেই শব্দ বাছিয়া লইয়া প্রয়োগ করিতে শিক্ষা করিতে হইবে।

এই উপায়ে কথা বলিয়া এবং প্রবন্ধ লিখিয়া ভাষার প্রয়োগ সম্বন্ধে নৈপুণ্য ও অভিজ্ঞতা জন্মিলে, ভাষার অন্তর্নিহিত যুক্তিসমূহ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে। ভাষা ব্যবহার করিতে অভ্যাস করিয়া এবং ভাষার প্রয়োগ দেখিয়া, ভাষার মধ্যে যে বাক্য-রচনা-প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে, যুক্তিদ্বারা সেই প্রণালীর আলোচনা এবং তাহার নিয়মসমূহ ও বৈয়াকরণিক প্রথা আবিষ্কার করিতে হইবে। ব্যাকরণ ভাষার ন্যায় শাস্ত্র। ইহা আবিষ্কার করিবার বিষয়, প্রয়োগ করিবার বিষয় নহে। ভাষা

৫

শিক্ষার জন্য ইহার কোন প্রয়োজন নাই। ন্যায় শাস্ত্রের এক অঙ্গ বলিয়া ইহার স্বতন্ত্র আলোচনা সঙ্গত।

অন্যান্য ভাষা-শিক্ষা প্রণালী

অন্যান্য ভাষা শিক্ষা করিতে হইলেও মাতৃভাষা শিক্ষার প্রণালীই অবলম্বন করিতে হইবে। সেই **ভাষাকে মাতৃভাষার ন্যায় মনে করিয়া**, সকল বিষয়ে মাতৃভাষা শিক্ষা-প্রণালী গ্রহণ করিতে হইবে। সকলেই লিখিতে ও পড়িতে শিক্ষা করিবার পূর্ব্বেই নিজ মাতৃভাষায় কথা বলিয়া ভাব প্রকাশ করে। অন্যান্য ভাষা শিখিবার সময়েও সেইরূপ সেই ভাষাতেই নিজ মনোগত ভাব প্রকাশ করিবার চেষ্টাই প্রথম করিতে হইবে।

যে ভাষা শিখিতে হইবে, তাহার শব্দ-শিক্ষা গৌণভাবে রাখিয়া প্রথম হইতেই সেই ভাষাতে কথা বলিতে শিক্ষা করিতে হইবে। সেই ভাষার **বর্ণমালার সহিত পরিচিত হইবার পূর্ব্বেই** সেই ভাষায় বাক্যগুলি শুনিয়া শুনিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে; এবং কেবল পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ দ্বারা শব্দগুলি অভ্যস্ত হইলে, সেই সকল শব্দ লইয়া সেই ভাষায় বাক্যরচনা করিতে হইবে। সেই ভাষায় ভাব প্রকাশ করিবার যে বিশেষ প্রণালী আছে, যে উপায়ে সেই ভাষাভাষী ব্যক্তিরা বাক্যরচনা ও পদ-

যোজনা করিয়া থাকে, ঠিক সেই প্রণালীর সহিত সম্যক্ পরিচিত হইয়া, তাহার সাহায্যে নিজের প্রয়োজন মত বাক্যরচনার চেষ্টা নিজে করিতে হইবে।

কেবলমাত্র কোন এক বিষয়ের বাক্যরচনাতেই সেই প্রণালী প্রয়োগে সন্তুষ্ট না থাকিয়া, জগতের প্রত্যেক বিষয়েই তাহার ব্যবহার করিতে হইবে। প্রথমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসম্বদ্ধ এবং স্থূল ভাব প্রকাশ করিতে অভ্যস্ত হইয়া ক্রমশঃ জটিল, সুসম্বদ্ধ ও সূক্ষ্মভাব প্রকাশ করিতে শিক্ষা করিতে হইবে। এই উপায়ে ক্রমশঃ সেই ভাষায় বাক্য-পরম্পরা রচনা করিয়া প্রবন্ধ ও সাহিত্যে অধিকার লাভের চেষ্টা করিতে হইবে।

এইরূপে ভাষায় প্রবেশ লাভের পর ভাষার নিয়ম, ইতিহাস এবং সাহিত্যের ইতিবৃত্তের সহিত পরিচিত হওয়া উচিত।

ভাষা শিক্ষার সাধারণ নিয়ম
(১)
ভাষা সাহিত্য নহে

কি মাতৃভাষা, কি অন্যান্য ভাষা সকল ভাষাই শিক্ষা করিতে হইলে, সর্ব্বদা বিশেষ ভাবে মনে রাখিতে হইবে যে, প্রথমতঃ, **ভাষা ও সাহিত্য দুইটী স্বতন্ত্র পদার্থ।** ভাষা শিক্ষা করা এবং সাহিত্য শিক্ষা করা একই বিষয় নহে। মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারিলেই ভাষার কার্য্য সিদ্ধ হইল। এই ভাবপ্রকাশ যে উপায়ে অতি সুন্দররূপে সম্পন্ন হইতে পারে, সেই উপায়ই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাষা। সুতরাং

ভাষা-শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া শিক্ষার্থীকে সেই উপায়-গুলির সহিতই পরিচিত হইতে হইবে। সর্ব্বোৎ-কৃষ্ট প্রণালীতে মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারিলেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট রূপেই ভাষার ব্যবহার ও করা হইল, বলিতে হয়। ভাষার উৎকর্ষ সাধিত হইলেই ভাবের উৎকর্ষ সাধিত হয় না। নিকৃষ্ট ভাব সমূহও উৎকৃষ্ট ভাষার ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইতে পারে।

এই ভাব সমূহই সাহিত্যের উপাদান। উচ্চ অঙ্গের উৎকৃষ্ট ভাবসমূহ শিক্ষা করিলেই উচ্চ-সাহিত্য শিক্ষা করা হয়। এই সাহিত্য ভাষার ভিতর দিয়া বিশদরূপে প্রকাশিত হইতে পারে। আবার, উৎ-কৃষ্ট ভাব হইলেই ভাষা উৎকৃষ্ট হয় না। অতি সুন্দর ভাবসমূহও নিকৃষ্ট ভাষায় প্রকাশিত হইতে পারে।

সুতরাং ভাবের ক্রমবিকাশের ফলে সাহিত্যের পুষ্টি, এবং ভাব-প্রকাশের উপায়ের ক্রম-বিকাশের ফলে ভাষার উৎকর্ষ। ভাষা ও সাহিত্যের গতি দুই বিভিন্ন পন্থা অনুসরণে করে।

(২)
ভাষা শিক্ষা ও সাহিত্য শিক্ষার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে হইবে

দ্বিতীয়তঃ, ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য বাক্য রচনা করিতে যাইয়া চিন্তাশক্তির বিকাশোপযোগী যে ভাব সমূহ প্রকাশ করিতে শিক্ষা করা হয়, তাহাদ্বারা সেই সঙ্গে সঙ্গেই সাহিত্যেও প্রবেশ লাভ হইয়া থাকে। এইরূপ **যুগপৎ ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার পরে,** যে অবস্থায় ভাষায় ব্যুৎপত্তি

জন্মিয়াছে বলিয়া আশা করা যায়, সেই অবস্থায় মুখ্য ভাবে সাহিত্য শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিতে হইবে। তখন ভাষার নিয়ম ও ইতিবৃত্ত শিক্ষা করিবার ভিন্ন বন্দোবস্ত করা উচিত ; এবং সঙ্গে সঙ্গে অভিধান ব্যবহার করিয়া শব্দ-সম্পদ বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করা সঙ্গত। ইহার ফলে ভাষা ও সাহিত্যের স্বাতন্ত্র্য প্রথম হইতেই অনুভূত হইতে থাকে।

(৩)
লিখিতে, পড়িতে ও বানান করিতে শিক্ষা করিবার পূর্ব্বে ভাষা ব্যবহার করিতে হইবে

তৃতীয়তঃ, ভাষা প্রধানতঃ বাচনিক এবং মৌখিক। **ধ্বনিই ইহার প্রাণ** ; কর্ণই ইহার বিজ্ঞাপক। সুতরাং ভাষা-শিক্ষায় ধ্বনি-প্রকাশক মৌখিক কথার অবলম্বনই প্রধানরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। লিখিত হইলে ভাষা সম্পূর্ণ নূতন হইয়া যায়। ইহাতে ভাষার সার্থকতা নষ্ট হয়। সুতরাং শিক্ষার্থী ভাষা লিখিতে আরম্ভ করিলে, বুঝিতে হইবে, সে সম্পূর্ণ নূতন এক বিষয় শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। লিখনদ্বারা অন্যভাবে ভাষা-শিক্ষার যথেষ্ট সাহায্য হয় বটে, এবং ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই লিখিতে শিক্ষা করিবার প্রয়োজনও আছে বটে, কিন্তু কেবল মাত্র ভাষা শিখিতে হইলে লিখন-প্রণালীশিক্ষার আদৌ কোন প্রয়োজন নাই। এজন্য **লিখিতে শিক্ষা করি-বার পূর্ব্বেই মুখে মুখে ভাষা শিক্ষা করিতে হইবে।** ইহাতেই ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্য রক্ষা হইবে এবং এই প্রণালী জীবন্তরূপে কার্য্য করিবে!

পঞ্চম অধ্যায়

ভাষা-বৈচিত্র্য

ভাষা-পদ্ধতির বৈচিত্র্য, অর্থাৎ বাক্যে পদ-সমূহের মধ্যে সম্বন্ধ-প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন উপায়।

মানব-সমাজ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে জগতের পদার্থ সম্বন্ধে **ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে** মনোভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। এই জন্য বিভিন্ন ভাষা-পদ্ধতির ও বাক্য-রচনা প্রণালীর উদ্ভব হইয়াছে। সর্ব্বত্রই পদার্থের সহিত পদার্থের তুলনা-সাধন ও সংযোগ-বিধান করিয়া পদার্থের গুণনির্ণয় ও পরিচয়-প্রদান করা হইয়া থাকে এবং এজন্য উদ্দেশ্যের অনুকূল শব্দ যোজনাদ্বারা পদের সহিত পদের সম্বন্ধ-প্রতিষ্ঠা করিয়া বাক্য রচনা করা হইয়া থাকে বটে; কিন্তু সর্ব্বত্র কেহই একই উপায়ে এবং একই নিয়মে পদার্থের ধর্ম্মপ্রকাশের উপযোগী পদসমূহের সম্বন্ধ স্থাপিত করেন না। যদি কোন পদার্থের বিষয়ে কোন কথা বলিবার প্রয়োজন হয় তবে সেই পদার্থ, এবং যাহা বলিবার প্রয়োজন হয় তাহা, এই দুই-এর সংযোগ-সাধন বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন প্রণালীতে সম্পন্ন হইয়া থাকে। ভাষার উপাদান ও লক্ষণস্বরূপ বাক্যসমূহের উক্ত দুই অংশ, অর্থাৎ বিষয়বাচক ও বক্তব্যবাচক শব্দসমূহ, সকল সমাজে একই রীতিতে সংযুক্ত হয় না।

ত্রিবিধ বাক্য-রচনা-প্রণালী

এই বাক্যরচনাপ্রণালীর বৈচিত্র্যের মধ্যে **তিনটী শ্রেণী** দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্য ভাষা-পদ্ধতি ত্রিবিধ। বাক্যের অন্তর্গত বিষয়-বাচক এবং বক্তব্য-বাচক শব্দের সম্বন্ধ ঐ তিন প্রণালীতে সাধিত হইতে পারে।

(১) উচ্চারণক্রমদ্বারা পদসমূহের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা।

প্রথমতঃ, এক প্রকার পদ্ধতি আছে, যাহাতে বক্তব্য-জ্ঞাপন করিবার জন্য যে যে শব্দ-ব্যবহারের প্রয়োজন, তাহাদের আকৃতিগত কোন পরিবর্ত্তন বিধান করিতে হয় না, **শব্দগুলির** কোনরূপ বৈচিত্র্য ঘটাইতে হয় না। শব্দগুলি কেবল কোন নির্দ্দিষ্ট **ক্রম** অনুসারে উচ্চারিত হইয়াই বাক্য-সৃষ্টি করে; তবে ভিন্ন ভিন্ন অর্থজ্ঞাপন করিবার উদ্দেশ্যে বাক্যের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সন্নিবিষ্ট হয়। এরূপ বাক্যে কোন একটি বিশেষ অর্থ প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত কোন একটি শব্দ ক্রমভঙ্গ হইয়া স্থানান্তরিত হইলে, সম্পূর্ণ নূতন ভাব-প্রকাশের ও নূতন বাক্য-সৃষ্টির কারণ হয়। এইরূপ ভাষাপদ্ধতিতে সন্নিবেশ-স্থান দ্বারাই শব্দের অর্থ প্রকাশিত হয়; শব্দগুলি উচ্চারণ করিবার ক্রমই বাক্যের মধ্যে ইহাদের পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া দেয়।

(২) রূপ পরিবর্ত্তন-দ্বারা শব্দসমূহের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা

দ্বিতীয়তঃ, কতকগুলি ভাষা-পদ্ধতি আছে, যাহাতে বিষয়বাচক এবং বক্তব্যবাচক শব্দগুলির মধ্যে বিভিন্ন সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করিয়া বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করিবার

জন্য **শব্দগুলির রূপ পরিবর্ত্তন** করিতে হয়। যাহারা এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া বাক্য-ব্যবহার করে, তাহাদিগকে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে নির্দ্দিষ্ট শব্দ সন্নিবেশিত করিতে হয় না। প্রত্যেক পদের অঙ্গেই তাহার সহিত অন্যান্য শব্দগুলির সহিত সম্বন্ধ-প্রকাশক চিহ্ন থাকে। এই কারণে শব্দগুলি বাক্যের মধ্যে যে কোন স্থানেই প্রযুক্ত হউক এবং যে কোন ক্রম-অনুসারে উচ্চারিত হউক, তাহাতে শব্দ-গুলির কোন অর্থ-বৈষম্য ঘটে না। আকৃতিগত পরিবর্ত্তনের চিহ্নস্বরূপ যে সকল বিভক্তি শব্দগুলির অঙ্গে সংলগ্ন থাকে, সেই সমুদায় চিহ্নই শব্দসমূহের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ স্থির করিয়া দিয়া ভাব-প্রকাশে সহায়তা করে।

(৩) সংযোজনদ্বারা শব্দ-সমূহের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা।

তৃতীয়তঃ, আর এক শ্রেণীর ভাষা আছে, যাহাতে ভাব প্রকাশ করিতে হইলে, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রণালীতে বাক্য রচনা করিতে হয়। ইহাতে শব্দসমূহের রূপ-পরিবর্ত্তন করিতে হয় না, অথচ অপরিবর্ত্তিত শব্দ-সমূহের সন্নিবেশস্থানদ্বারাও ইহাতে ভাব প্রকাশিত হয় না। শব্দগুলির মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য কতকগুলি **সংযোজনীর আশ্রয়** গ্রহণ করিতে হয়। এই সংযোজনীসমূহ-দ্বারা পদগুলি শৃঙ্খলীকৃত হইয়া বাক্যের সৃষ্টি করে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সংস্কৃত ভাষার বিশেষত্ব

সংস্কৃত ভাষা বিভক্তিমূলক

সংস্কৃত ভাষা পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ পদ্ধতির দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাতে বিভক্তিযোগদ্বারা শব্দের রূপ-ভেদ করিয়া পদসমূহের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হয়। একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন রূপের সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন বাক্য সৃষ্ট হয়। রূপান্তরিত না করিয়া কোন শব্দই প্রয়োগ করা হয় না, এবং বিভক্তিযোগ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে পদ-যোজনা করা যায় না।

(১) বিষয়-বাচক শব্দ—

প্রথমতঃ **বিষয়বাচকশব্দসমূহ** লইয়া দেখা যাক। ইহারা দুই শ্রেণীর অন্তর্গত, বিশেষ্য ও সর্ব্বনাম।

শব্দগত-লিঙ্গ

ইহাদের প্রত্যেকেরই আত্মগত লিঙ্গ আছে। সংস্কৃত ভাষায় প্রকৃতিগত লিঙ্গের সহিত শব্দের লিঙ্গের কোন সম্বন্ধ নাই। ভাষাগত ব্যাকরণসিদ্ধ এক প্রকার নূতন পদ্ধতিতে লিঙ্গভেদের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার ফলে প্রত্যেক বিশেষ্য ও সর্ব্বনাম শব্দেরই এক এক প্রকার লিঙ্গ আছে।

তিন প্রকারের;

লিঙ্গ তিন প্রকার। প্রত্যেক প্রকার লিঙ্গের রূপপ্রণালী ভিন্ন ভিন্ন; সুতরাং শব্দগুলির লিঙ্গ অনুসারে রূপভেদ এবং বিভক্তিযোগ হয়।

প্রত্যেক লিঙ্গবিশিষ্ট **বিশেষ্য শব্দ** দুই

বিশেষ্য শব্দ

বিশেষ ভাগে বিভক্ত,—স্বরান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত। এই দুই ভাগের রূপপ্রণালীও ভিন্ন ভিন্ন। সুতরাং শব্দগুলির কেবলমাত্র লিঙ্গভেদের উপর রূপ-পরিবর্ত্তন নির্ভর করে না; শব্দগুলি স্বরান্ত কি ব্যঞ্জনান্ত—তাহার উপরেও নির্ভর করে।

(ক)
তিন প্রকার লিঙ্গ এবং দুই প্রকার অন্ত্যবর্ণের ফলে সর্ব্বসমেত ছয় শ্রেণীর বিশেষ্য শব্দের সৃষ্টি।

ফলতঃ, লিঙ্গ ও **অন্ত্যবর্ণই** বিশেষ্যের রূপ পরিবর্ত্তনপ্রণালী নির্দ্দেশ করিয়া প্রত্যেক শব্দের স্বাতন্ত্র্য বিধান করে। লিঙ্গ ও অন্ত্যবর্ণ নিরীক্ষণ না করিয়া শব্দের বিশেষ অস্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য নির্দ্ধারিত হইতে পারে না। এই জন্য সমস্ত **বিশেষ্য শব্দ** লিঙ্গ ও অন্ত্যবর্ণ ভেদে **ছয় শ্রেণীর অন্তর্গত**—পুংলিঙ্গ,—স্বরান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত; স্ত্রীলিঙ্গ,—স্বরান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত; এবং ক্লীবলিঙ্গ,—স্বরান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত। ইহাদের প্রত্যেক শ্রেণীরই রূপ-পরিবর্ত্তনপ্রণালী ভিন্ন ভিন্ন।

(খ)
প্রত্যেক শ্রেণীর বিশেষ্য শব্দের বচনানুসারে তিন প্রকার রূপ পরিবর্ত্তন

এই ছয় শ্রেণীর বিষয়বাচক বিশেষ্যশব্দের প্রত্যেকটীর **সংখ্যা**-অনুসারে আবার তিন প্রকার রূপ হইয়া থাকে। একটি মাত্র পদার্থ সম্বন্ধে বক্তব্য-জ্ঞাপন করিবার জন্য বাক্য-রচনা করিতে হইলে শব্দের সহিত যে প্রকার বিভক্তি যোগ করিতে হয়, দুইটি পদার্থ সম্বন্ধে কিছু বলিবার প্রয়োজন হইলে, সেই পদার্থবাচক শব্দের সেইরূপ বিভক্তি যোগ করা হয় না, এবং সেই শব্দের বহুসংখ্যার বিষয়ে বাক্য-রচনা

করিতে হইলে আবার অন্যরূপ বিভক্তিযোগ করিতে হয়। ইহার ফলে বিষয়বাচক শব্দগুলি সংখ্যানুসারে ভিন্ন ভিন্ন তিন প্রকার চিহ্ন ধারণ করে। সংস্কৃত ভাষার বৈয়াকরণেরা এই সংখ্যাভেদে রূপভেদ প্রণালীর নাম 'বচন' রাখিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত সম্বোধন করিয়া কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে আহ্বান করিতে হইলেও সংখ্যানুসারে শব্দের আকৃতির তিন প্রকার পরিবর্ত্তন করিতে হয়।

সর্ব্বনাম শব্দ
(ক)
তিন প্রকার লিঙ্গ।

বিশেষ্য শব্দগুলির ন্যায় **বিষয়বাচক সর্ব্বনাম** শব্দেরও তিন প্রকার লিঙ্গ এবং লিঙ্গ-অনুসারে প্রত্যেকের রূপ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে; কিন্তু অন্ত্যবর্ণের প্রাধান্য লইয়া কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হয় না। এই জন্য প্রত্যেক সর্ববনাম শব্দ লিঙ্গ অনুসারে কেবলমাত্র তিন প্রকার বিভক্তি ধারণ করে।

(খ)
তিন প্রকার বচন

বিশেষ্য শব্দগুলির ন্যায় ইহাদেরও বচন তিন প্রকার। কিন্তু বিশেষ্য শব্দের সম্বোধনে যেমন রূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, সাধারণতঃ সর্ববনামশব্দ দ্বারা সেইরূপ সম্বোধন-অর্থ প্রকাশ করিবার প্রয়োজন হয় না; এজন্য সর্ববনাম শব্দে সম্বোধনের জন্য কোন রূপ-পরিবর্ত্তন হইয়া ইহার কোন বৈচিত্র্য-সাধন করে না। ফলতঃ, **প্রত্যেক বিষয়বাচক সর্ব্ব-নাম শব্দ** তিন প্রকার লিঙ্গের এবং তিন প্রকার

বচনের প্রভাবে সর্ব্বসমেত **নয় প্রকার অর্থ-বাচক চিহ্ন** ধারণ করে।

(২) বক্তব্য বাচক শব্দ—দশ গণ

দ্বিতীয়তঃ, **বক্তব্যবাচক শব্দসমুহ।** ইহারা ক্রিয়া জাতীয়। সংস্কৃত ভাষায় যতগুলি ক্রিয়া-বাচক শব্দ আছে, তাহারা প্রধানতঃ দশ গণ বা শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহাদের প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে রূপান্তরিত হইয়া থাকে।

(ক) তিন পুরুষ

ক্রিয়া শব্দের কোন লিঙ্গ থাকে না; সুতরাং তদনুসারে কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হয় না; কিন্তু পুরুষানুসারে ক্রিয়াপদে বিভক্তিযোগ হইয়া থাকে। যে বিষয়ে বক্তব্যজ্ঞাপন করিতে হইবে, তাহার যে পুরুষ হইবে, বক্তব্যবাচক পদের ক্রিয়াও সেই পুরুষ হইবে। এই জন্য প্রত্যেক ক্রিয়ার তিন প্রকার রূপ-পরিবর্ত্তন হয়।

(খ) তিন বচন

বিষয়বাচক শব্দের ন্যায় ক্রিয়াবাচক শব্দেরও সংখ্যানুসারে পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে এবং যে বিষয়ে বাক্য-রচনার প্রয়োজন হয়, তাহার যে বচন বক্তব্য-বাচক ক্রিয়া শব্দেরও সেই বচন হইয়া থাকে। এইরূপে **প্রত্যেক ক্রিয়া শব্দ** তিন প্রকার পুরুষ এবং তিন প্রকার বচনের প্রভাবে নয় প্রকার অর্থবাচক **নয় প্রকার চিহ্ন** ধারণ করে।

(গ) দশ প্রকার

আবার কাল প্রকাশ করিতে হইলে, সংস্কৃত

কাল-বাচক এবং বক্তার মনোভাব জ্ঞাপক বিভক্তি।

ভাষায় বিশেষ পন্থা অবলম্বন করিতে হয়। বক্তা বিষয়ের সহিত বক্তব্যের সম্বন্ধ যে ভাবে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন সেই ভাব এবং ক্রিয়ার কাল বিভিন্ন চিহ্নদ্বারা একত্র ব্যক্ত হয়। এই চিহ্ন-সমূহ দশ ভাগে বিভক্ত; সুতরাং সর্ব্বসমেত **প্রত্যেক ক্রিয়াশব্দই নব্বই প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া** নব্বই প্রকার অর্থ প্রকাশ করিতে পারে।

(ঘ) চারি প্রকার অন্তর্নিহিত বিভক্তি—নিজন্ত, সনন্ত, যঙন্ত ও নাম।

এতদ্ব্যতীত, প্রত্যেক ক্রিয়া-শব্দের মৌলিক রূপই পরির্ত্তিত হইয়া যাইতে পারে। **ইচ্ছা, প্রেরণা** প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য বক্তব্যবাচক শব্দ-গুলি মূলতই পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন শব্দের সৃষ্টি করিয়া থাকে। এইরূপ নূতন শব্দ চারি প্রকারের। এই নূতন শব্দগুলিরও পুরাতন শব্দের ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন বচন, পুরুষ, কাল, প্রথা প্রভৃতি অনুসারে নব্বই প্রকার বিভিন্ন আকৃতিগত পরিবর্ত্তন হয়; সুতরাং **প্রত্যেক ক্রিয়া-শব্দ** ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য **তিন শত ষাট প্রকার রূপ** ধারণ করে।

এই সকল রূপ-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে বাচ্যের রীতি পরিবর্ত্তন করিলে ক্রিয়াতে আবার পরিবর্ত্তন ঘটে। পরিবর্ত্তনের সকল দিক দেখিতে ও বুঝিতে হইলে, সেগুলিকেও গণনা করিতে হয়।

(৩) বিষয় বাচক শব্দের বিশেষক সমূহ

তৃতীয়তঃ, **বিষয়বাচক শব্দের বিশেষক*-সমূহ**—কোন বাক্যের মধ্যে কতকগুলি শব্দ বিষয়বাচক শব্দে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ অর্থ যোগ করে, এজন্য তাহাদিগকে তদ্বিষয়-বাচক শব্দের বিশেষক বলিয়া গণ্য করা হয়। বিষয়-বাচক শব্দের যেরূপ লিঙ্গ, বচন প্রভৃতি নিষ্পন্ন হয়, ইহাদেরও সেইরূপ লিঙ্গাদি পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে।

(ক) বিশেষ্য শব্দ—সরল, সমাসযুক্ত (কর্ম্মধারয়, দ্বন্দ্ব), ষষ্ঠী বিভক্তি

এই বিশেষকগুলি চারিশ্রেণীতে বিভক্ত ; বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্ব্বনাম ও ক্রিয়া। **বিশেষ্য** শব্দগুলি তিন প্রকারে বিষয়বাচক বিশেষ্য ও সর্ব্বনাম শব্দের বিশে-ষক হইতে পারে—প্রথমতঃ, সরল ও অযুক্তভাবে ; দ্বিতীয়তঃ, অন্য শব্দের সহিত যুক্ত ও সমাসবদ্ধ ভাবে ; তৃতীয়তঃ, সম্বন্ধ পদের রূপ প্রাপ্ত হইয়া। প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারে এই শব্দের রূপ-পরিবর্ত্তন বিষয়-বাচক শব্দের রূপ-পরিবর্ত্তনের অনুরূপ হয়। তৃতীয়

---

* এই বক্তব্যজ্ঞাপক ক্রিয়াবাচক শব্দগুলির সহিত বিষয়বাচক বিশেষ্য ও সর্ব্বনাম শব্দগুলির সম্বন্ধ নির্ণয় করিবার জন্য, তাহাদের এক প্রকার চিহ্ন গ্রহণ করিয়া রূপভেদ স্বীকার করিতে হয়। ক্রিয়ার সহিত বিষয়ের সম্বন্ধকারক চিহ্ন বলিয়া সেগুলিকে বৈয়াকরণেরা 'কারক' নামে অভিহিত করিয়াছেন ; এবং বিষয়ের সহিত বক্তব্যের যত প্রকার সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে, তাহা বিচার করিয়া তাহাদিগকে পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন বিষয়ের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য 'সম্বন্ধ' নাম দিয়াই কতকগুলি চিহ্ন নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বচনভেদে কারক ও সম্বন্ধ চিহ্ন অষ্টাদশ প্রকার নির্দ্দিষ্ট আছে। এই অষ্টাদশ প্রকার চিহ্নই বিষয়বাচক ও বক্তব্যবাচক শব্দেরই বিশেষকরূপে ব্যবহৃত হয়।

প্রকারে সম্বন্ধ-প্রকাশার্থ এক ভিন্ন জাতীয় বিভক্তি যুক্ত হয়।

(খ) সর্ব্বনাম শব্দ সরল ও ষষ্ঠ্যন্ত

সর্ব্বনাম শব্দগুলি দুই প্রকারে বিষয়বাচক বিশেষ্য ও সর্ব্বনাম শব্দের বিশেষক হইতে পারে ; প্রথমতঃ সরল ও অযুক্ত ভাবে ; দ্বিতীয়তঃ, ষষ্ঠীবিভক্তির সংযোগে।

(গ) বিশেষণ শব্দ সরল ও সমাসযুক্ত (তৎপুরুষ, বহুব্রীহি)

বিশেষণ শব্দ দুই প্রকারে সিদ্ধ হয়। কতকগুলি শব্দ আছে, যাহারা মূলতঃ গুণ, সংখ্যা প্রভৃতির বাচক। ইহারা কোন বিষয়বাচক শব্দের বিশেষক ভাবে ভিন্ন অন্য কোনরূপ স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হয় না। ইহারা সরল ও অযুক্ত থাকে। অপর কতকগুলি বিশেষণ অন্য শব্দের সহিত সমাসযুক্ত হইয়া বিষয়বাচক শব্দের বিশেষক হয়।

(ঘ) কৃদন্ত ক্রিয়াশব্দ

ক্রিয়া শব্দগুলি বিভিন্ন বাচ্যানুসারে বিভিন্ন বিভক্তি প্রাপ্ত হইয়া বিষয়-বাচক শব্দের বিশেষক হয়। নিষ্পত্তি, ঔচিত্য প্রভৃতি অর্থে এই সমুদায় বিভক্তি যুক্ত হইয়া থাকে।

(৪) বক্তব্যবাচক শব্দেরবিশেষক সমূহ

চতুর্থতঃ, **বক্তব্যবাচক ক্রিয়া শব্দের বিশেষক সমূহ**। ক্রিয়া শব্দের বচন, পুরুষ, কাল প্রভৃতি অনুসারে যেপ্রকার পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, ক্রিয়ার বিশেষকগুলির সেই প্রকার পরিবর্ত্তন হয় না। ইহাদের পরিবর্ত্তন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাবে হইয়া থাকে।

(ক)
বিশেষ্যশব্দ—
অব্যয়ীভাব
সমাস,
দ্বিতীয়া, তৃতীয়া,
চতুর্থী, পঞ্চমী,
সপ্তমী বিভক্তি

বিশেষক গুলি পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত—বিশেষ্য, সর্ব্বনাম, ক্রিয়া, অব্যয় ও বিশেষণ। **বিশেষ্য** শব্দগুলি দুই প্রকারে বক্তব্যবাচক ক্রিয়া শব্দের বিশেষক হইতে পারে। প্রথমতঃ, অন্যশব্দের সহিত যুক্ত হইয়া সমাসবদ্ধ রূপে; দ্বিতীয়তঃ, ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ভিন্ন ভিন্ন বিভক্তি যুক্ত হইয়া বিভিন্ন সম্বন্ধকারকরূপে। কর্ম্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান, অধিকরণ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন কারকে এবং ভিন্ন ভিন্ন শব্দের যোগে বিশেষ্য শব্দসমূহ দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, সপ্তমী বিভক্তি প্রাপ্ত হইয়া বক্তব্যের বিশেষক হয়।

(খ)
সর্ব্বনাম
পাঁচ বিভক্তি।

সর্ব্বনাম শব্দগুলি ভিন্ন ভিন্ন অর্থপ্রকাশ করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিভক্তি প্রাপ্ত হইয়া ক্রিয়ার বিশেষক হয়। ইহার ফলে প্রত্যেক সর্ব্বনাম শব্দ দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী এবং সপ্তমী বিভক্তির চিহ্নসমূহযুক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে।

তিন বচন এবং পাঁচ বিভক্তির ফলে প্রত্যেক বিশেষ্য ও সর্ব্বনাম শব্দ বক্তব্যবাচক শব্দের বিভিন্ন বিশেষক হইবার জন্য **পঞ্চদশ বিভিন্ন রূপ ধারণ** করে।

(গ)
অসমাপিকা
ক্রিয়া ও

অসমাপ্ত ক্রিয়াগুলিকে এই ভাবে বক্তব্যবাচক শব্দের বিশেষক মাত্র বলা যায়। ইহাদের অঙ্গে ক্রিয়ার অসমাপ্তিসূচক চিহ্ন যুক্ত থাকে, অন্য

অব্যয়

কোনরূপ আকৃতি-পরিবর্ত্তন হয় না। **অব্যয়** শব্দগুলিরও কোন পরিবর্ত্তন হয় না।

(ঘ)
বিশেষণ শব্দ

বিশেষণগুলি শব্দের সঙ্গে দ্বিতীয়া বিভক্তির একবচনের চিহ্ন-সংযুক্ত থাকিলে, তাহারা বক্তব্যবাচক ক্রিয়া-শব্দের বিশেষক হইতে পারে।

শব্দের সন্ধি
ধ্বনিঘটিত
মিলন

পূর্ব্বে যে সমুদায় বিভক্তি ও শব্দের রূপ-পরিবর্ত্তনের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাদের বিচিত্র সমাবেশেই সংস্কৃতভাষার বিভিন্ন ভাবপ্রকাশক বাক্যসমূহ রচিত হয়। এতদ্ব্যতীত, শব্দের রূপ-পরিবর্ত্তনের অপর কতকগুলি কারণ আছে। সেই সকল কারণে বাক্যের ভাবপ্রকাশ সম্বন্ধে কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না, উচ্চারণ ও ধ্বনির পরিবর্ত্তনমাত্র ঘটে। এই পরিবর্ত্তনসমূহ যে নিয়মে সাধিত হয়, তাহাকে **সন্ধি** বলে। শব্দের সহিত শব্দের ধ্বনিঘটিত যোগ হইলেই ধ্বনি-সন্ধি হইয়া যায় এবং দুই বা ততোধিক শব্দ মিলিয়া এক অখণ্ড শব্দের সৃষ্টি করে। প্রথম শব্দের অন্ত্যবর্ণ ও দ্বিতীয় শব্দের আদিবর্ণের বৈচিত্র্য

(ক)
স্বর ও ব্যঞ্জন

অনুসারে সন্ধি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়; স্বরসন্ধি ও ব্যঞ্জনসন্ধি। ধ্বনির পরস্পর আকর্ষণী শক্তিই ইহার কারণ বলিয়া বাক্যের মধ্যে যে যে স্থলে ধ্বনিদ্বয়ের সামীপ্য ঘটে, সেই সেই স্থানেই সন্ধির সৃষ্টি হয়। এবং যে যে স্থলে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য দুই বা ততোধিক শব্দের সমাস রচনা করা প্রয়োজন

(খ) সরল ও সমাস ঘটিত।

হয়, সেই সেই স্থলেও ধ্বনি-সামীপ্য ঘটিলে সন্ধির সৃষ্টি হইয়া থাকে। এই সন্ধিসমূহদ্বারা কি শব্দগত, কি বাক্যগত কোনরূপই অর্থবৈষম্য ঘটে না বটে, কিন্তু ইহাতে ভাষার বৈচিত্র্য হয় এবং বাক্যের আকৃতি যথেষ্ট পরিবর্ত্তিত হয়; এজন্য অন্যান্য পরিবর্ত্তন-সমূহের আলোচনার সঙ্গে ইহাদেরও আলোচনা প্রাসঙ্গিক। সন্ধিসমূহ সংস্কৃত ভাষার বিশেষত্ব সৃষ্টির যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে।

সপ্তম অধ্যায়

ইংরাজীভাষার বিশেষত্ব

ইংরাজীভাষা। (ক) শব্দের স্থান

পূর্ব্বে যে তিন শ্রেণীর ভাষার উল্লেখ করা হইয়াছে, ইংরাজীভাষা সম্পূর্ণভাবে তাহার কোন একটিরও অন্তর্গত নহে। ইংরাজীভাষার বাক্যে পদসমূহের সম্বন্ধ প্রধানতঃ তাহাদের উচ্চারণ-ক্রম ও সন্নিবেশ-স্থানের দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়। শব্দসমূহ অপরিবর্ত্তিত থাকে; একই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সন্নিবিষ্ট হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাব-প্রকাশে সহায়তা করে। ইহার ফলে ইংরাজীভাষায়, সংস্কৃতভাষা অপেক্ষা ব্যাকরণঘটিত ভ্রমের সম্ভাবনা অল্প; কিন্তু

বাক্যগুলি বৃহৎ হইলে জটীল ও অপ্রাঞ্জল হয় এবং অর্থ-প্রকাশে বিঘ্ন উৎপাদন করে; কারণ, ইহাতে পদের সহিত পদের সম্বন্ধ-নির্ণয় কঠিন হইয়া পড়ে এবং বক্তা বিষয়ের গুরুত্বানুসারে স্বাধীন ভাবে শব্দ-গুলিকে সমাবেশিত করিতে পারেন না; কোন শব্দের স্থান পরিবর্ত্তিত হইলেই বাক্যটি ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে।

(খ) —সংযোজন

দ্বিতীয়তঃ, ইংরাজী ভাষায় বক্তব্যবাচক এবং বিষয়বাচক শব্দের সম্বন্ধ কতকগুলি সংযোজনী-দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়।

(গ) বিভক্তি

তৃতীয়তঃ, কোন কোন স্থলে শব্দগুলি বিভক্তির চিহ্ন ধারণ করিয়া রূপান্তরিত হয়; কিন্তু এই বিভক্তির সংখ্যা অতি অল্প ও নগণ্য এবং ভাষার প্রধান অবলম্বন নহে। সংস্কৃতভাষার প্রত্যেক শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য যত বিচিত্র রূপ ধারণ করে, ইংরাজী ভাষায় তত বিভক্তির প্রয়োগ নাই।

বিষয় বাচক শব্দ (বিশেষ্য ও সর্ব্বনাম)

প্রথমতঃ, **বিষয়বাচক শব্দসমূহ**। সংস্কৃতভাষার ন্যায় ইংরাজীভাষায়ও এই শব্দগুলি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত,—বিশেষ্য ও সর্ব্বনাম; কিন্তু সংস্কৃতভাষার ন্যায় ইংরাজীতে শব্দগত ব্যাকরণঘটিত লিঙ্গভেদ-প্রথা নাই। ইহাতে **প্রকৃতিগত লিঙ্গপদ্ধতিই** অবলম্বিত; সুতরাং প্রত্যেক

(ক) প্রকৃতিগত লিঙ্গ

শব্দেরই এক একটি লিঙ্গ নাই। কেবলমাত্র প্রাকৃতিক লিঙ্গ অনুসারে শব্দের লিঙ্গ হয়; সুতরাং লিঙ্গ-নির্ণয়ই শব্দের পরিচয়-নির্দ্ধারণের প্রধান উপায় নহে। ইংরাজীতে লিঙ্গের প্রাধান্য নাই। আবার, যে কয়েকটি শব্দের লিঙ্গ-পরিবর্ত্তনের ফলে রূপ-পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া থাকে, তাহাদের অতি অল্পসংখ্যক পরিবর্ত্তনই বিভক্তি-যোগ দ্বারা সাধিত হয়।

(খ) দুই বচন—বিভক্তির প্রাধান্য

প্রত্যেক শব্দের লিঙ্গ নাই বটে, কিন্তু অধিকাংশ শব্দেরই **বচন** আছে এবং তদনুসারে রূপ-পরিবর্ত্তন বিভক্তি-যোগদ্বারা সংঘটিত হয়। ইংরাজীতে দুইটিমাত্র বচন। ইহার ফলে বিষয়কবাচক বিশেষ্য ও সর্ব্বনাম-শব্দগুলি সংখ্যানুসারে দুই প্রকার চিহ্ন ধারণ করে। এতদ্ব্যতীত, সম্বোধন করিয়া কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে আহ্বান করিতে হইলেও সংখ্যানুসারে শব্দের ঐরূপ দুই প্রকার আকৃতি-পরিবর্ত্তন করিতে হয়।

বক্তব্য বাচক শব্দ

(ক) পুরুষও বচন—বিভক্তির প্রাধান্য অল্প

দ্বিতীয়তঃ, **বক্তব্যবাচক শব্দসমূহ** সংস্কৃতভাষার শব্দের ন্যায় ক্রিয়া-জাতীয়। সংস্কৃতের ন্যায় ইংরাজীতেও ক্রিয়ার তিন **পুরুষ** আছে বটে; কিন্তু এজন্য শব্দের বিশেষ রূপ-পরিবর্ত্তন ঘটে না। বিষয়বাচক শব্দের ন্যায় বক্তব্যবাচক শব্দেরও **সংখ্যানুসারে** পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে; কিন্তু এই পরিবর্ত্তন অতি সামান্য। ইহাদ্বারা বাক্যের এবং

ভাষার বিশেষ কোন বৈচিত্র্য জন্মে না। সুতরাং বচন ও পুরুষের ফলে সংস্কৃতভাষায় ভিন্ন ভিন্ন শব্দের যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হইয়া থাকে, ইংরাজীভাষায় সেরূপ হয় না। একই রূপবিশিষ্ট বক্তব্যবাচক শব্দদ্বারা বিভিন্ন অর্থ প্রকাশিত হইতে পারে; একই ক্রিয়াবাচক শব্দ বিষয়-বাচক বিভিন্ন বিশেষ্য বা সর্ব্বনাম-শব্দের সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে।

(খ) কাল ও বক্তার ইচ্ছা প্রকাশের জন্য বিভক্তির ব্যবহার

বক্তা বিষয়ের সহিত বক্তব্যের সম্বন্ধ এবং তাহার **কাল** যে ভাবে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা ব্যক্ত করিবার জন্য সংস্কৃতের ন্যায় ইংরাজীতেও কতকগুলি প্রণালী অবলম্বন করা হয় বটে, কিন্তু তাহাদ্বারা শব্দের রূপ-পরিবর্ত্তন বিশেষ ভাবে সংঘটিত হয় না। অতি অল্পসংখ্যক বিভক্তির যোগে অথবা বানানের পরিবর্ত্তনের সাহায্যে এই কার্য্য সম্পন্ন হয়।

বিষয়বাচক শব্দের বিশেষক

তৃতীয়তঃ, **বিষয়-বাচক শব্দের বিশেষকসমূহ**। যে সকল বস্তু বা ব্যক্তিবাচক শব্দের বিশেষক স্বরূপ এই শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়, তাহাদের লিঙ্গ বা বচন প্রভৃতির সহিত ইহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। ইহারা প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত।

(ক) বিশেষণ—তুলনা প্রকাশ

প্রথমতঃ, গুণ, রূপ, পরিমাণ, সংখ্যা প্রভৃতি বাচক **বিশেষণ**-শব্দ। ইহারা কোন বিষয়-বাচক শব্দের অবলম্বন ব্যতীত স্বাধীন ভাবে ব্যবহৃত

—বিভক্তির সাহায্য অল্প

হয় না। ইহাদের কোন বচন নাই। তুলনা বুঝাইবার জন্য কোন কোন শব্দের সহিত বিভক্তি যোগ হয়।

(খ) বিশেষ্য, বিধেয় —বিভক্তির সাহায্য অল্প।

দ্বিতীয়তঃ, **বিশেষ্য বা সর্ব্বনাম**-শব্দও বিষয়বাচক বিশেষ্য ও সর্ববনাম শব্দের বিশেষক হইতে পারে। কোন কোন স্থলে বিশেষ্য ও সর্বব-নাম শব্দ ইহাদের বিধেয় বিশেষণ হয়; এতদ্ভিন্ন ইহাদের সহিত সম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ এই অর্থ বুঝাইবার জন্য **সম্বন্ধপদের** বিভক্তি প্রাপ্ত হয়; কিন্তু এই সম্বন্ধ বিভক্তি ব্যতিরেকে কেবল-মাত্র **সংযোজনী** ব্যবহার দ্বারাই সাধিত হইতেও পারে।

বক্তব্য বাচক শব্দের বিশেষক।

চতুর্থতঃ, **বক্তব্যবাচক শব্দের বিশেষকসমূহ**। এই শব্দগুলি সাধারণতঃ **সংযোজনী** সাহায্যে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া বাক্য সৃষ্টি করে। **বিভক্তি** যোগদ্বারা কেবলমাত্র দুই একটী সম্বন্ধ প্রকাশিত হয়।

সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষা-দ্বয়ের স্বাতন্ত্র্য

সংস্কৃত ও ইংরাজীভাষার বিশেষত্বগুলি আলো-চনার ফলে জানা গেল যে, দুই ভাষা দুই বিভিন্ন প্রণালীতে গঠিত। শব্দের আকৃতি-পরিবর্ত্তনই সংস্কৃতের প্রধান লক্ষণ। ইংরাজীতে এই পরিবর্ত্তন অতি সামান্য; সুতরাং সংস্কৃতভাষায় বাক্য রচনা করিয়া মনোভাব প্রকাশ করিতে হইলে, শব্দের রূপ-পরিবর্ত্তনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়।

ইংরাজীতে বাক্য রচনা করিতে হইলে, রূপ-পরিবর্ত্ত-নের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইতে হয় না।

অষ্টম অধ্যায়

ভাষা শিক্ষার ক্রম-বিভাগ

ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে কয়েকটি নিয়ম।

ভাব ও ভাষার প্রকৃতি আলোচনা করিয়া ভাষা-শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে এই কয়েকটী সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়াছে। প্রথমতঃ, **বাক্য** ভাষার প্রধান লক্ষণ; সুতরাং লিখিতে, পড়িতে ও বানান করিতে শিক্ষা করিবার পূর্ব্বেই বাক্য রচনা করিতে শিক্ষা করিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, যে ভাষা ব্যবহার করা হইতেছে, বাক্য-রচনা করিতে হইলে তাহারই **বিশেষ প্রণালী** অবলম্বন করিয়া পদসমূহের সম্বন্ধ ব্যক্ত করিতে অভ্যস্ত হইতে হইবে।

তৃতীয়তঃ, ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য জগতের পরিচিত পদার্থসমূহ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ অপরিচিত পদার্থ সম্বন্ধে ভাবপ্রকাশের নিমিত্ত বাক্য রচনা করিতে হইবে; এই উপায়ে **অন্যান্য** বিদ্যা-লাভের সঙ্গে সঙ্গে সেই **বিদ্যালব্ধ জ্ঞান-বিষয়ে বাক্যের প্রয়োগ** শিক্ষা করিতে

হইবে। ইহার ফলে ভাষা শিক্ষার সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ও আয়ত্ত হইয়া যাইবে।

চতুর্থতঃ, প্রথম অবস্থায় প্রত্যেক বিষয়ে পরস্পর-বিচ্ছিন্ন বাক্য রচনা করিতে অভ্যস্ত হইয়া ক্রমশঃ **বাক্যপরম্পরা** দ্বারা সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাব প্রকাশ করিতে হইবে।

পঞ্চমতঃ, বিবিধ ভাব প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পদার্থ সম্বন্ধে বিচিত্র বাক্য রচনা করিতে অভ্যস্ত হইয়া ভাষার বিশেষ পদ্ধতির সহিত সম্যক্ পরিচিত হইলে, **সাহিত্য-শিক্ষার স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত** করিতে হইবে।

ষষ্ঠতঃ, যে অবস্থায় সাহিত্য-শিক্ষার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা হইবে, সেই অবস্থায় ভাষার **অভিধান** ব্যবহার করিতে শিক্ষা করিতে হইবে।

সপ্তমতঃ, তৎপরে **ভাষার নিয়ম** অর্থাৎ ব্যাকরণ এবং ভাষা ও সাহিত্যের **ইতিহাস** শিক্ষা করিয়া ভাব ও ভাবপ্রকাশের উপায়ের সাধারণ পরিচয় লাভ করিতে হইবে।

ভাষা শিক্ষার পর্য্যায়—

এই উপায়ে ভাষা আয়ত্ত করিতে হইলে, শিক্ষা-প্রণালী এই কয়েকটী পর্য্যায়ে বিভক্ত করিতে হইবে।

(১) বাক্য রচনা।

প্রথম পর্য্যায়—**বাক্য-রচনা**। প্রথমতঃ, বয়সের তারতম্যানুসারে বিভিন্ন পদার্থবিষয়ক; দ্বিতীয়তঃ, অসম্বদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ প্রণালীবদ্ধ

বাক্যপরম্পরা ব্যবহার। তৃতীয়তঃ, স্বতন্ত্র সাহিত্য-শিক্ষা।

(২) অভিধান।

দ্বিতীয়পর্য্যায়—**অভিধান-শিক্ষা**। প্রথমতঃ, ভাষাতে যে সমুদয় Idiom ও Phrase প্রভৃতি বিচিত্র শব্দগুচ্ছ ব্যবহৃত হয়, তাহাদের সহিত পরিচিত হইতে হইবে; দ্বিতীয়তঃ, সাহিত্যে যে সমুদয় ঐতিহাসিক বা শাস্ত্রীয় উল্লেখ Allusions, References (বাগ্‌ধারা ও শ্লিষ্টবাক্যাংশ) প্রভৃতি সুপ্রচলিত, সেগুলির পূর্ণ বিবরণের সহিত পরিচিত হইতে হইবে।

(৩) ভাষার নিয়ম ও ইতিহাস

তৃতীয় পর্য্যায়—**ভাষার নিয়ম ও ইতিহাস-শিক্ষা**। বাক্য-রচনা শিক্ষারদ্বারা ভাষাকে আয়ত্ত করিবার পর ভাষার মৌলিক উপাদান বিশ্লেষণ করিয়া, তাহার সাধারণ নিয়মগুলি আবিষ্কার করিতে হইবে। চিন্তাশক্তির বিশেষ বিকাশ না হইলে, এই বিশ্লেষণকার্য্য সমাধা হইতে পারে না, কারণ প্রকৃত পক্ষে ইহা ন্যায়শাস্ত্রের কার্য্য। যে বয়সে এবং যে পরিমাণ সাধারণ-জ্ঞান বিকাশের পর দর্শনমূলক ন্যায়শাস্ত্রে অধিকার জন্মিবার সম্ভাবনা, তাহার পূর্ব্বে ভাষাঘটিত ন্যায়-শাস্ত্রেও অধিকার জন্মিবার সম্ভাবনা নাই; সুতরাং ততটা জ্ঞানলাভের পূর্ব্বে ভাষার যুক্তি বা ব্যাকরণশাস্ত্র শিক্ষা করা যুক্তিসঙ্গত নহে। বাক্য-রচনা শিক্ষা

করিবার সময়েই ব্যাকরণের নিয়মগুলি অজ্ঞাতসারে ব্যবহার করিতে হইয়াছে বটে; কিন্তু তখনও ব্যাকরণের নিয়মগুলি অভ্যাস করিবার প্রয়োজনীয়তাই উদ্ভূত হয় না। কারণ দেখা যায় যে, একেবারে অশিক্ষিত ব্যক্তি এবং শিশুও ভাষা প্রয়োগ করে, তাহারা অতর্কিতে ব্যাকরণের কতকগুলি সামান্য নিয়ম মানিয়া লইয়াই ভাষা প্রয়োগ করে, তজ্জন্য তাহাদিগের ব্যাকরণের নিয়মসমূহ মুখস্থ করিবার প্রয়োজন হয় না; সে সকল নিয়ম এত সহজ ও সরল যে তাহা শাস্ত্রোপদেশ ব্যতীত কেবল কথোপকথনদ্বারাই আয়ত্ত হইয়া যায়। শিক্ষা-প্রণালীতেও এই স্বাভাবিক নিয়ম স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, ভাষার ইতিহাস। ব্যাকরণের নিয়ম শিক্ষা করিতে করিতেই ভাষার ইতিহাস অনেক পরিমাণে আয়ত্ত হইয়া আসে। ব্যাকরণ-শিক্ষার সময়ে ইহার ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি রাখিলেই এই কার্য্য সহজে সুসাধ্য হইতে পারে।

(৪) সাহিত্যের ইতিহাস।

চতুর্থপর্য্যায়—**সাহিত্যের ইতিহাস-শিক্ষা**। যুগে যুগে যে সকল প্রধান প্রধান ভাব ভাষার সাহায্যে প্রকাশিত হইয়া সাহিত্যের বিকাশ, পুষ্টি ও বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছে, সেই ভাবসমূহ এবং তাহাদের প্রকাশকগণের সাধারণ বিবরণ গ্রহণ করিতে হইবে।

নবম অধ্যায়

ইংরাজী-শিক্ষা

ইংরাজী শিক্ষা প্রণালীর বিশেষত্ব—শব্দও বর্ণমালা শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র প্রয়াস প্রয়োজন

এই চারি পর্য্যায় অবলম্বন করিয়াই ইংরাজীভাষা শিক্ষা করিতে হইবে; কিন্তু বঙ্গভাষাভাষীদিগের পক্ষে ইংরাজীশিক্ষা ও সংস্কৃতশিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে একটী পার্থক্য আছে। সংস্কৃতভাষায় যে সকল শব্দ ব্যবহার করিয়া বাক্য রচনা করিতে হয়, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ শব্দই শিক্ষার্থীর সুপরিচিত থাকে এবং অবশিষ্ট শব্দগুলি প্রত্যহ ব্যবহৃত কতকগুলি প্রচলিত শব্দের সংস্কৃত ভাষানুযায়ী শুদ্ধরূপ মাত্র। সুতরাং যাহারা বাঙ্গালাভাষায় কথা বলিয়া মনোভাব প্রকাশ করিতে শিক্ষা করিয়াছে এবং বাঙ্গালাভাষায় লিখিতে ও পড়িতে পারে, তাহাদের সংস্কৃতভাষায় প্রবেশ করিতে হইলে, নূতন করিয়া শব্দের সহিত পরিচিত হইবার বিশেষ প্রয়োজন হয় না; বাঙ্গালাভাষায় ব্যবহৃত শব্দই সংস্কৃতভাষায় প্রয়োগ করিতে হয়। অধিকন্তু, দেবনাগরী অক্ষর না ব্যবহার করিয়াও সংস্কৃতভাষায় লিখিবার ও পড়িবার কার্য্য চলিয়া যায়।

কিন্তু ইংরাজী ভাষা বাঙ্গালীর নিকট সম্পূর্ণরূপে নূতন। প্রথমতঃ, সেই ভাষায় যে সকল পদার্থ সম্বন্ধে মনোভাব প্রকাশ করিয়া ইংরাজীতে বাক্য

রচনা।

রচনা করিতে হইবে, তাহাদের ইংরাজী নাম বঙ্গভাষাভাষীর একেবারেই পরিচিত নহে। তাহাকে এই সমুদয়ের নাম শিক্ষা করিবার জন্য স্বতন্ত্র প্রয়াস করিতে হইবে। এই শব্দ শিক্ষা ব্যতীত তাহার বাক্য-রচনা সম্ভবপর নহে। সুতরাং ইংরাজী ভাষার প্রবেশ-দ্বারে আসিয়া সর্ব্বপ্রথমে শিক্ষার্থীকে শব্দের সহিত পরিচিত হইতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, ইংরাজী ভাষার অক্ষর এবং বর্ণমালাও তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত। এজন্যও তাহাকে স্বতন্ত্র প্রয়াস করিতে হইবে। ইংরাজীতে লিখিতে ও পড়িতে শিক্ষা করা, তাহার পক্ষে নূতন বিষয় শিক্ষা করার ন্যায় বিবেচনা করিতে হইবে।

প্রথম পর্য্যায়ের অনুশীলন সমূহ।

বাক্য-রচনা শিক্ষা করিবার জন্য নিম্নলিখিত অনুশীলনসমূহের ভিতর দিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইবে।

প্রথম অনুশীলন—শব্দ পরিচয়।

প্রথম অনুশীলন—শব্দ পরিচয়। যে বয়সে ইংরাজীভাষা আরম্ভ করা হয়, সেই বয়সে শিক্ষার্থী পৃথিবীর প্রায় যাবতীয় পদার্থের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পরিচয় লাভ করিয়াছে। সুতরাং বিশ্বের সর্ব্ববিধ বিষয়েরই ইংরাজী নাম শিক্ষা করিতে হইবে। বিষয় অনুসারে এই অনুশীলনকে পাঁচ ভাগ বা পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

প্রথম পরিচ্ছেদ—মানব বিষয়ক

প্রথম পরিচ্ছেদ—মানব-বিষয়ক। মানবের যতপ্রকার কার্য্য-কলাপ আছে এবং মানব সম্বন্ধে

যতদিক হইতে আলোচনা করা যাইতে পারে, সকলগুলি শ্রেণীবদ্ধ করিলে মোটামুটি নয় ভাগে বিভক্ত করা যায়—(১) ছাত্র, (২) পরিবার, (৩) শরীর, (৪) সমাজ, (৫) রোগ, (৬) ধনসম্পত্তি, (৭) রাষ্ট্র, (৮) ধর্ম্ম, (৯) বিদ্যা। সুতরাং এই নয় বিষয়ের অতি পরিচিত এবং সুবোধ্য ব্যাপারগুলির ইংরাজী প্রতিশব্দ শিক্ষা করিতে হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—জন্তু বিষয়ক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—জন্তুবিষয়ক। শিক্ষার্থী যত শ্রেণীর জন্তু সাধারণতঃ দেখিতে পায়, অথবা এই বয়সে বিজ্ঞান-বিষয়ক পুস্তকাদি পাঠের সাহায্যে যে সকলের বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান লাভ করিয়াছে, তাহাদিগকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—(১) স্তন্যপায়ী (২) পক্ষী, (৩) অন্যান্য জীবজন্তু। এই জন্তুদিগের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং পরিচিত জীবনপ্রণালী-বিষয়ক ইংরাজী নাম শিক্ষা করিতে হইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—উদ্ভিদ্ বিষয়ক।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—উদ্ভিদ বিষয়ক। জীব জন্তু সম্বন্ধে যে প্রণালী অবলম্বন করা উচিত, উদ্ভিদ সম্বন্ধে ও সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়া ইংরাজী নাম শিক্ষা করিতে হইবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—জল ও স্থল বিষয়ক।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—জল ও স্থল বিষয়ক। পৃথিবীর প্রাকৃতিক অবস্থা ও ঘটনা সমূহ সম্বন্ধে তাহার যে ভৌগোলিক ও ভূতাত্ত্বিক জ্ঞান লাভ হইয়াছে সেই জ্ঞানোপযোগী ইংরাজী শব্দ শিক্ষা করিতে হইবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ —নভোমণ্ডল বিষয়ক।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—**নভোমণ্ডলের** বিচিত্র প্রাকৃতিক ও জ্যোতিষিক তথ্যসম্বন্ধে চতুর্থ পরিচ্ছেদের উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

শিক্ষাপ্রণালী অনুসারে প্রত্যেক পরিচ্ছেদের অধ্যায় বিভাগ।

Word-book হইতে পাঠ করিয়া এই সকল শব্দ মুখস্থ করিতে হইবে না। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে শব্দ শিক্ষা করিলেই ভাষা শিক্ষা করা হয় না; ভাষা শিক্ষা এবং লিখিতে ও পড়িতে শিক্ষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কার্য্য। পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া শব্দগুলি **শুনিয়া শুনিয়া** আয়ত্ত করিতে হইবে।

এই শব্দ পরিচয়ের পর্য্যায়ে বানান, পঠন বা লিখনের প্রতি মনোনিবেশ করিতে হইবে না। কেবল ইংরাজী বর্ণমালার সহিত পরিচিত হইবার জন্য লিখন ও পঠন শিক্ষা আরম্ভ করা মাত্র যাইতে পারে। যে সকল শব্দ শিক্ষা করা হইবে, তাহাদের বানান বা লিখিবার পদ্ধতি শিক্ষা করিবার আদৌ কোন প্রয়োজন নাই।

প্রত্যেক পরিচ্ছেদের শব্দশিক্ষাপ্রণালী তিন অধ্যায়ে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

(১) মৌখিক শিক্ষা।

প্রথমতঃ, প্রত্যেক বিষয়ের শব্দগুলি শিক্ষার্থী শিক্ষকের নিকট **মৌখিক** ভাবে শিক্ষা করিবে। এজন্য কোন এক বিষয়ে একইরূপ **বাক্য** অসংখ্য বার ব্যবহার করিতে হইবে। অনেকবার শুনিতে শুনিতে নির্দ্দিষ্ট বস্তুর সহিত ইহার নাম সংশ্লিষ্ট হইয়া যাইবে।

(২) প্রশ্নোত্তর

দ্বিতীয়তঃ, যে সকল শব্দ এই উপায়ে মুখে মুখে শিক্ষা করা হইয়াছে, সেই শব্দ সমূহই বিশেষরূপে আয়ত্ত করিবার জন্য ছাত্র ও শিক্ষক অথবা ছাত্রগণের মধ্যে **প্রশ্নোত্তরের** প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। নানা প্রকার প্রশ্ন করিয়া ও নানা প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়া শব্দ গুলির সহিত সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হইয়া আসিবে।

(৩) আদেশ অনুসারে কার্য্য।

তৃতীয়তঃ, এই দুই উপায়ে প্রত্যেক বিষয়ে সকল শব্দ শিক্ষা করা যাইবে, ছাত্র ও শিক্ষক এবং ছাত্রগণের মধ্যে **আদেশ অনুসারে কার্য্য** করিবার প্রথা অবলম্বন করিয়া সেই সমুদয় শব্দের প্রয়োগ পূর্ব্বক অগ্রসর হইতে হইবে।

দ্বিতীয় অনুশীলন,—উচ্চারণ, বানান শ্রুতি লিপি ও হস্তাক্ষর

প্রথম অনুশীলন সমাপ্ত করিতে যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন হইবে। এই অনুশীলনের ফলে শিক্ষার্থী অনেক কঠিন কঠিন শব্দ শিক্ষা করিতে পারিবে; কিন্তু অধিকাংশ শব্দেরই বানান শিক্ষা করিতে পরিবে না; এবং হস্তাক্ষর ও পঠন প্রণালীর বিশেষ উন্নতি হইবে না।

বিষয়গুলি শিক্ষার্থীর পরিচিত বলিয়া ইহাদের ইংরাজী নামগুলি আয়ত্ত করিতে আয়াস পাইতে হয় না। কিন্তু নূতন অক্ষর শিক্ষা করা এবং নূতন বর্ণমালায় বানান করা কঠিন ব্যাপার; অথচ এই সমুদয় শিক্ষা করা ভাষাশিক্ষার প্রধান অঙ্গ নহে।

বানান শিক্ষা ভাষায় প্রবেশের দ্বারা নহে

এই জন্য শব্দ শিক্ষার দ্বারা ভাষায় প্রবেশলাভের পথ পরিষ্কার করিয়া পরে ভাষা **পাঠ** করিতে অভ্যস্ত

হইবার জন্য দ্বিতীয় অনুশীলনে বানান ও উচ্চারণের অভ্যাস করিতে হইবে।

ইংরাজী ভাষার অসম্পূর্ণতা।

ইংরাজী ভাষায় বানান শিক্ষা করা সুকঠিন। ইহার বর্ণমালার যথেষ্ট অসম্পূর্ণতা আছে। প্রথমতঃ ইহার কোন শৃঙ্খলা নাই। ইহাতে **একই বর্ণের দ্বারা বিভিন্ন ধ্বনি** প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, ইহার মধ্যে অনেক অপ্রয়োজনীয় বর্ণ আছে। ইহাতে **একই ধ্বনি প্রকাশের জন্য বিভিন্ন বর্ণ** ব্যবহৃত হয়। এজন্য কোনও বৈজ্ঞানিক নিয়মে ইংরাজী শব্দের বানান সিদ্ধ হয় না।

সুতরাং বানান শিক্ষা করিতে হইলে বিষয় শিক্ষার পর্য্যায় অবলম্বন করিলে চলিবে না। এই বর্ণমালার বিচিত্র পদ্ধতি অনুসারে যথাসম্ভব নিয়ম অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। এই কারণে বানান শিক্ষা দুই পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

প্রথম পরিচ্ছেদ—বর্ণমালার বিভিন্ন ধ্বনি।

প্রথম পরিচ্ছেদ—**ইংরাজী বর্ণমালার বিভিন্ন ধ্বনি** স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ গুলির প্রত্যেকের যত প্রকার ধ্বনি আছে, সেই ধ্বনির দৃষ্টান্ত স্বরূপ বিভিন্ন শব্দ বাছিয়া বানান করিতে, পড়িতে ও লিখিতে হইবে। এই শব্দগুলি অপরিচিত হইলেও ক্ষতি নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—ধ্বনি প্রকাশের উপায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—**ইংরাজীভাষায় ধ্বনি প্রকাশের বিভিন্ন উপায়।** বঙ্গভাষা ও সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করিয়া শিক্ষার্থী যে সকল

স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জন বর্ণের ধ্বনি অবগত আছে, এই ধ্বনি সমূহ ইংরাজি ভাষায় কিরূপ বর্ণ সমাবেশে সিদ্ধ হয় তাহা জ্ঞাত হইবার জন্য সেই ধ্বনির দৃষ্টান্ত স্বরূপ বিভিন্ন শব্দ বাছিয়া লিখিতে, পড়িতে ও বানান করিতে হইবে। এই শব্দগুলিও অপরিচিত থাকিলেও কোন ক্ষতি নাই।

কোন্ অবস্থায় প্রথম অনুশীলনে শিক্ষিত শব্দের বানান শিক্ষা সঙ্গত।

ইংরাজী ভাষায় বর্ণসমাবেশ এবং উচ্চারণের প্রথা এই উপায়ে অবগত হইয়া গেলে পর, প্রথম অনুশীলনে যে সমুদয় বিভিন্ন জাতীয় শব্দ শিক্ষা করা হইয়াছে, তাহাদের উচ্চারণ অনুসারে বানান করিবার সুবিধা ঘটিবে। এইজন্য প্রত্যেক বর্ণের স্বরূপ নিরূপিত হইবার পূর্ব্বে শব্দের বানান শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হওয়া সঙ্গত নহে।

তৃতীয় অনুশীলন—পরিচিত রিষয়ে বাক্য রচনা।

তৃতীয় অনুশীলন—**সুপরিচিত বিষয়ে বাক্য রচনা।** এ পর্য্যন্ত যত শব্দ শিক্ষা করা হইয়াছে তাহাদের প্রত্যেকের বানান জানা না থাকিলেও ক্ষতি নাই। ভাষা-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বানান-শিক্ষা স্বতন্ত্র গতিতে চলিতে থাকিবে। ক্রমশঃ শব্দের উচ্চারণ ও বানান একই অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইবে। ইতিমধ্যে নিম্নলিখিত বিভাগ অবলম্বন করিয়া জগতের বিবিধ পরিচিত বিষয়ে বাক্য ব্যবহার অভ্যাস করিতে হইবে।

প্রথম পরিচ্ছেদ—**বর্ত্তমান কাল** ব্যবহার

প্রথম পরিচ্ছেদ —বর্ত্তমান কাল ও ছাত্র বিষয়ক বাক্য।

করিয়া **ছাত্র** সংক্রান্ত বিষয়ে সাধারণ বাক্য রচনা। এই বাক্যরচনা দুই অধ্যায়ে সমাপ্ত করিতে হইবে —(১) একবচনের প্রয়োগ শিক্ষা করিবার জন্য (২) বহুবচনের প্রয়োগ শিক্ষা করিবার জন্য। প্রত্যেক অধ্যায়েই পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিংঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গের প্রয়োগে বাক্যের কিরূপ আকৃতি হয়, তাহার সহিত পরিচিত হইতে হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ —'তেছি' ও পরিবার বিষয়ক বাক্য।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—**ক্রিয়ায় 'তেছি,' 'তেছ,'** প্রভৃতি বিভক্তির প্রয়োগ করিয়া **পরিবার** সংক্রান্ত বিষয়ে বাক্য রচনা। এই রচনাকার্য্য দুই অধ্যায়ে সমাপ্ত করিতে হইবে—(১) একবচনের প্রয়োগ-শিক্ষা করিবার জন্য (২) বহুবচনের প্রয়োগ শিক্ষা করিবার জন্য। প্রত্যেক অধ্যায়েই পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহার করিতে হইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ —কর্ত্তা ও কর্ম্মের বিশেষক

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—**কর্ত্তা ও কর্ম্মের বিশেষক**। এই বিশেষক দুই শ্রেণীর অন্তর্গত— (১) বিশেষ্যের সম্বন্ধ পদ। বিবিধ বাক্য রচনা করিয়া ইহার প্রয়োগ শিক্ষা করিতে হইবে (২) সরল বিশেষণ। তুলনা প্রকাশ করিতে হইলে, যে উপায় অবলম্বন করিতে হয়, এই সঙ্গে তাহারও প্রয়োগ শিক্ষা করিতে হইবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—**অতীত ও ভবিষ্যৎ কাল**। সাধারণ বর্ত্তমান কালের রূপ পরিবর্ত্তন না

চতুর্থ পরিচ্ছেদ —অতীত ও ভবিষ্যৎ কাল।

করিয়া, এই কার্য্য সমাধা করিবার জন্য এই অবস্থায় প্রত্যেক ক্রিয়ার পূর্ব্বে 'Did' যোগ করিয়া অতীত কাল প্রকাশ করিতে হইবে। 'তেছি' প্রভৃতির সময় 'Ing' বিভক্তির যোগ শিক্ষা হইয়াছে। সুতরাং কেবল মাত্র 'Was' যোগ করিয়া 'তেছিল' শিক্ষা করিবার বিঘ্ন হইবে না। ভবিষ্যৎ কালে কেবল মাত্র Shall বা Will যোগ করিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। সুতরাং বিভক্তি যোগ না করিয়াই অতীত ও ভবিষ্যতের অর্থ প্রকাশ হইতে পারে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ —উদ্ভিদ্ জন্তু প্রভৃতি বিষয়ক বাক্য রচনা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—সাধারণ পরিচিত বিষয়সমূহে **বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যতের** ব্যবহার। শিক্ষার্থীর পরিচিত **উদ্ভিদ্ ও জীব জগতের** বিভিন্ন তথ্যসমূহ অবলম্বন করিয়া বাক্য রচনা করিতে হইবে।

প্রত্যেক পরিচ্ছেদের আলোচনা প্রণালী

এই পরিচ্ছেদসমূহে একই শিক্ষা প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে।

(১) অসম্বদ্ধ বাক্য

প্রথমতঃ, প্রত্যেক বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন গুণ প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন অসম্বদ্ধ বাক্য রচনা করিতে হইবে। এই বাক্যগুলি কোন নিয়মে বা সূত্রের দ্বারা আবদ্ধ থাকিবে না।

দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক পরিচ্ছেদে বাক্যসমূহের মধ্যে যে যে নূতন নূতন শব্দের অবতারণা করা হইবে, সেই শব্দগুলির সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হইবার জন্য নূতন

(২) নূতন শব্দের প্রয়োগ

নূতন বাক্য রচনা করিতে হইবে। প্রয়োগের দ্বারাই শব্দ আয়ত্ত হয়, অর্থ মুখস্থ করিয়া নহে।

(৩) নূতন শব্দের (এবং তজ্জাতীয় শব্দের) বানান ও উচ্চারণ।

তৃতীয়তঃ, প্রত্যেক পরিচ্ছেদে যে সকল নূতন শব্দ ব্যবহৃত হইবে তাহাদের বানান এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই জাতীয় অন্যান্য শব্দের উচ্চারণ ও বানান শিক্ষা করিতে হইবে।

(৪) ভ্রম সংশোধন, বাক্য সম্পূর্ণ করণ, অনুবাদ।

চতুর্থতঃ, বাক্যে শব্দের সহিত শব্দের সম্বন্ধ যে উপায়ে নিরূপিত হইয়াছে তাহা যথার্থভাবে হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে কি না, পরীক্ষা করিবার জন্য ভ্রমসংশোধন, অসম্পূর্ণ বাক্যের সম্পূর্ণতাসাধন, অনুবাদ প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর দিতে শিক্ষা করিতে হইবে।

বিবিধ বিষয়ে বাক্য রচনা।

চতুর্থ অনুশীলন—**বিবিধ বিষয়ে বাক্য-রচনা।** তৃতীয় অনুশীলনে সুপরিচিত বিষয়সমূহে বচন, লিঙ্গ এবং বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ ব্যবহার করিতে শিক্ষা করা হইয়াছে। এই অনুশীলনে পূর্ব্ব অনুশীলনের আলোচনাপ্রণালী অবলম্বন করিয়াই শিক্ষার্থীর পরিচিত অপরবিধ বিষয়সমূহে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসম্বদ্ধ বাক্য রচনা করিতে শিক্ষা করিতে হইবে। এইজন্য নিম্নলিখিত পরিচ্ছেদ অনুসারে অগ্রসর হইতে হইবে।

প্রথম পরিচ্ছেদ —'য়াছি' প্রভৃতি ব্যবহার

প্রথম পরিচ্ছেদ—**ক্রিয়ায় 'য়াছি,'** প্রভৃতির ব্যবহার। ইংরাজীভাষায় এই অর্থ প্রকাশ করিতে হইলে, ক্রিয়ায় নূতন বিভক্তিযোগ করিয়া অথবা স্বরবর্ণের পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া শব্দের যত

রূপপরিবর্ত্তন করিতে হয়, সকল গুলি ছয় ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এই ছয় শ্রেণীর ধাতুর প্রয়োগ বিষয়ে অভ্যস্ত হইবার জন্য, এই পরিচ্ছেদ ছয় অধ্যায়ে বিভক্ত করিতে হইবে।

দ্বিতীয়—পঞ্চম পরিচ্ছেদ—শরীর, রোগ, জল, স্থল প্রভৃতির ব্যবহার।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ হইতে পঞ্চম পরিচ্ছেদ শরীর ও রোগ, জল স্থল, ও নভোমণ্ডল, সমাজ, রাষ্ট্র, বিষয় সম্পত্তি প্রভৃতি বিষয়ক তথ্য অবলম্বন করিয়া বাক্য-ব্যবহার শিক্ষা করিবার জন্য এক এক পরিচ্ছেদ বিভাগ করিতে হইবে।

পঞ্চম অনুশীলন সাহিত্য প্রবেশ —প্রথম পরিচ্ছেদ—বাচ্য পরিবর্ত্তন, বিষয় ও বক্তব্য বিজ্ঞাপক শব্দের যুক্ত বিশেষণ ইত্যাদি।

পঞ্চম অনুশীলন—**সাহিত্যপ্রবেশ** বা বাক্য পরম্পরা রচনা। এই অনুশীলনে এ পর্য্যন্ত ব্যাকরণ ঘটিত যে সকল নিয়মের প্রয়োগ শিক্ষা করা হয় নাই সেইগুলি আয়ত্ত করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত যে নয় বিষয়ে শব্দশিক্ষা করা হইয়াছে, এবং তৃতীয় ও চতুর্থ অনুশীলনে যে সকল বিষয়ে অসম্বদ্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্য রচনা শিক্ষা করা হইয়াছে, সেই সকল **বিষয়ে** প্রণালীবদ্ধ বাক্যপরম্পরা রচনা করিয়া **প্রবন্ধ লিখিতে ও পড়িতে** শিক্ষা করিতে হইবে। ভিন্ন ভিন্ন বিষয় অবলম্বন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছেদ বিভাগ করিতে হইবে।

অন্যান্য পরিচ্ছেদ —প্রত্যেক বিষয় বাক্য রচনা।

এই বয়সে বিবিধ বিদ্যালাভের ফলে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অনেক পরিমাণে পূর্ণতা ও বৈচিত্র্য লাভ করিয়াছে বলিয়া শিক্ষার্থী প্রবন্ধ রচনা পদ্ধতি অবলম্বন

শিক্ষা করিয়া সাহিত্য প্রবেশ।

করিতে সমর্থ। এই অবস্থায় কথোপকথন, দৃশ্যবর্ণনা, ভ্রমণ-কাহিনী, এবং এতদ্বিষয়ক অনুবাদ প্রভৃতি কার্য্যের দ্বারা শিক্ষা লাভ করিতে হইবে এবং পূর্ব্বের ন্যায় নূতন শব্দের প্রয়োগ ও বানান শিক্ষা করিতে হইবে।

দশম অধ্যায়

সংস্কৃত শিক্ষা

সংস্কৃত শিক্ষা প্রণালীর বিশেষত্ব।

বাক্য রচনাকেই ভাষা শিক্ষার অবলম্বন করিয়া সংস্কৃতভাষা আয়ত্ত করিতে হইলে ইংরাজী ভাষায় যে ভাবে অগ্রসর হওয়া গিয়াছে, সংস্কৃতভাষায় সেই ভাবে অগ্রসর হওয়া যাইবে না। প্রথমতঃ, সংস্কৃত ভাষার ধ্বনি, উচ্চারণ, শব্দের বানান প্রভৃতি বিষয় বাঙ্গালীর নিকট নূতন নহে। এজন্য শব্দ-পরিচয় ও বানান শিক্ষা সংস্কৃত ভাষায় প্রবেশের দ্বার নহে। যে সমুদয় শব্দ শিক্ষার্থীর পরিচিত, সেই সমুদয় অবলম্বন করিয়াই সংস্কৃত বাক্য রচনা করিতে হইবে। সুতরাং ইংরাজীর ন্যায় শব্দ পরিচয় এবং বানান প্রভৃতির জন্য স্বতন্ত্র অনুশীলনের প্রয়োজন নাই।

(১) শব্দ ও বানান শিক্ষার স্বতন্ত্র প্রয়োজন নাই।

দ্বিতীয়তঃ, ইংরাজী ভাষা বিভক্তিমূলক নহে, সংস্কৃত ভাষা সম্পূর্ণরূপে বিভক্তিমূলক। ইংরাজী ভাষায় বাক্য রচনা করিতে হইলে শব্দের রূপ পরিবর্ত্তন না করিলেও চলে, সংস্কৃত ভাষায় বাক্য রচনা করিতে হইলে শব্দের রূপ পরিবর্ত্তন না করিলে একেবারেই চলে না। কতকগুলি ইংরাজী শব্দ জানিলেই তাহাদিগকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া বাক্য রচনা করা যায়; কিন্তু কতকগুলি সংস্কৃত শব্দ

(২) বাক্য রচনা বিষয়ের পর্য্যায় ও ক্রম অনুসারে না হইয়া বিষয়বাচক ও বক্তব্যবাচক

শব্দ সমূহের রূপ পরিবর্ত্তন প্রণালীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

জানিলেই তাহাদিগকে বাক্যে ব্যবহার করা যায় না, এজন্য বিবিধ বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া শিক্ষার্থী যে যে বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে, সেই বিষয়ের ক্রমানুসারেই ইংরাজী ভাষা শিক্ষার পরিচ্ছেদ বিভাগ করা সুসাধ্য। কিন্তু **সংস্কৃত বাক্যরচনা শিক্ষা বিষয়ের পর্য্যায় অনুসারে সম্ভবপর নহে,** কারণ ভিন্ন ভিন্ন বিষয়বাচক শব্দের রূপ বিভিন্ন প্রণালীতে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে; এবং ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্যবাচক শব্দের রূপপরিবর্ত্তন ভিন্ন ভিন্ন নিয়মে সাধিত হইয়া থাকে। এই রূপপরিবর্ত্তনের নিয়ম সমূহ অবগত না থাকিলে তাহাদিগকে ব্যবহার করিয়া বাক্য রচনা করা অসম্ভব। এজন্য বাক্যরচনাপদ্ধতি বিষয়সমূহের শ্রেণী বা ক্রম অনুসারে না হইয়া রূপপরিবর্ত্তনের শ্রেণী ও ক্রম অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হইবে। ইংরাজীতে ছাত্র, পরিবার প্রভৃতি পরিচিত বিষয়ের ক্রম অবলম্বন করিয়া বাক্য ও প্রবন্ধ রচনা করা হয়; কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় **বিভক্তির প্রণালী অবলম্বন করিয়া বাক্য রচনায়** অগ্রসর হইতে হইবে।

তৃতীয়তঃ, যে সমুদয় **বক্তব্যবাচক ও বিষয়বাচক শব্দ সাধারণ সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যবহৃত** হইয়াছে, বাক্যরচনা

(৩) সংস্কৃত সাহিত্য হইতে রূপ-পরিবর্ত্তন প্রণালীর দৃষ্টান্ত স্বরূপ বিবিধ বাক্য সংগ্রহ।

শিক্ষার জন্য যথাসম্ভব সেই শব্দগুলির প্রয়োগ আয়ত্ত করিতে হইবে। যে সমুদয় রূপ পরিবর্ত্তন প্রণালীর প্রয়োগ শিক্ষা করিতে হইবে, তাহাদের দৃষ্টান্ত বিবিধ বিষয়ক সংস্কৃত সাহিত্য হইতে বাহির করিয়া ব্যবহার করিলে **সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত সম্বন্ধ** প্রতিষ্ঠার সুযোগ হইবে; এবং সংস্কৃত ভাষায় যে সর্ব্ববিধ ভাব প্রকাশ করিয়া সর্ব্ববিধ বিজ্ঞানই রচিত হইতে পারে, এই ধারণা বদ্ধমূল হইবে। এজন্য **রামায়ণ, রঘুবংশ, কুমার-সম্ভব, মনুসংহিতা** প্রভৃতি কাব্য-গ্রন্থে **ঐতিহাসিক, সামাজিক, ভৌগোলিক, রাষ্ট্রীয়, বৈজ্ঞানিক** প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের যে সকল বর্ণনা আছে, তাহাদের মধ্য হইতে সংগ্রহ করিয়া বাক্য সমূহ প্রয়োগ করিতে অভ্যস্ত হইতে হইবে।

(৪) সাধারণ তুদাদি ও ভ্বাদিগণীয় ধাতুর ব্যবহার

সংস্কৃত ভাষায় যে সকল বিষয়বাচক বিশেষ্য ও সর্ব্বনাম শব্দের প্রয়োগ আছে এবং রামায়ণ প্রভৃতি সুপরিচিত সাহিত্যে যে সকল শব্দের ব্যবহার আছে তাহাদিগকে রূপ-পরিবর্ত্তন প্রণালী অনুসারে শ্রেণী বদ্ধ করিলে যে কয় বিভাগ হয়, সেই কয় বিভাগের ভিন্ন ভিন্ন বিভক্তি-যুক্ত রূপ-পরিগ্রহগুলি আয়ত্ত করিতে হইবে। বক্তব্যবাচক শব্দ সমূহের যে দশ গণ বা শ্রেণী আছে, তাহাদের রূপ-পরিবর্ত্তন প্রণালী

অতি বিচিত্র, অথচ সাধারণ সংস্কৃত সাহিত্যে তাহাদের সকলগুলির প্রয়োগ নাই। অনেক অধ্যায় কেবল মাত্র সহজ বিভক্তিযুক্ত তুদাদি ও ভ্বাদিগণীয় ধাতু ব্যবহার করিয়াই প্রধানতঃ রচিত হইয়াছে। যদি কেবলমাত্র এই দুই গণীয় ধাতুর রূপ-পরিবর্ত্তন প্রণালী জানা থাকে, তাহা হইলে অতি অল্প আয়াসে সেই অধ্যায়গুলি আয়ত্ত হইতে পারে। অপর গণীয় ধাতুর যে দু' একটী দৃষ্টান্ত আছে, তাহা অভিধানের সাহায্যে শিক্ষা করিয়া লইলেই কার্য্য চলিয়া যায়। সুতরাং সংস্কৃত ভাষায় বাক্য রচনা শিক্ষা করিতে হইলে কেবল মাত্র তুদাদি ও ভ্বাদিগণীয় ধাতু প্রয়োগ করিয়া বক্তব্য প্রকাশ করিতে অভ্যস্ত হইয়া ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিলে পর, আন্যান্য গণীয় ধাতুর প্রয়োগ শিক্ষা করিতে হইবে।

বাক্য রচনা পর্য্যায়ের অনু-শীলন সমূহ।

সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে এই কয়টী বিশেষ কথা মনে রাখিয়া বাক্য রচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। এজন্য নিম্নলিখিত অনুশীলনের ভিতর দিয়া গমন করিলে সংস্কৃত ভাষার সাধারণ প্রয়োগের সহিত পরিচয় লাভ হইবে।

(১) কর্ত্তা, কর্ম্ম, বর্ত্তমান কাল

প্রথম অনুশীলন—তুদাদি ও ভ্বাদিগণীয় ধাতুর লট্ বিভক্তির সহিত শব্দের কর্ত্তা ও কর্ম্ম কারকের ব্যবহার।

(২) কর্ত্তা কর্ম্ম, অতীত কাল।

দ্বিতীয় অনুশীলন—তুদাদি ও ভ্বাদিগণীয় ধাতুর অতীত কালের ব্যবহার।

(৩) কর্ত্তা, কর্ম্ম, ভবিষ্যৎ

তৃতীয় অনুশীলন—তুদাদি ও ভ্বাদিগণীয় ধাতুর লৃট্ বিভক্তির ব্যবহার।

(৪) কর্ত্তা, কর্ম্ম, অনুজ্ঞা

চতুর্থ অনুশীলন—তুদাদি ও ভ্বাদিগণীয় ধাতুর লোট্ বিভক্তির ব্যবহার।

(৫) কারণ, সম্প্রদান ইত্যাদি।

পঞ্চম অনুশীলন—ক্রিয়ার বিবিধ বিশেষকের ব্যবহার।

(৬) সম্বন্ধ

ষষ্ঠ অনুশীলন—কারক সমূহের বিবিধ বিশেষকের ব্যবহার।

(৭) বিধিলিঙ

সপ্তম অনুশীলন—তুদাদি ও ভ্বাদিগণীয় ধাতুর বিধিলিঙ্ বিভক্তির ব্যবহার।

(৮) সনন্ত, যঙন্ত ইত্যাদি।

অষ্টম অনুশীলন—প্রত্যয়ান্ত ধাতুর ব্যবহার।

প্রথম অনুশী-লনের পরিচ্ছেদ সমূহ।

অনুশীলন সমূহ এরূপভাবে পরিচ্ছেদে বিভক্ত করিতে হইবে যে সকল গুলি সমাপ্ত হইয়া গেলে পর সংস্কৃত ভাষার প্রচলিত সাধারণ নিয়ম গুলি আয়ত্ত হইয়া যায়, অথচ রামায়ণাদি সাহিত্যের বিবিধ আলোচ্য বিষয়সমূহেরও

জ্ঞান জন্মে। প্রথম অনুশীলন প্রধানতঃ তিন পরিচ্ছেদে ভাগ করিতে হইবে।

প্রথম পরিচ্ছেদ —প্রথম পুরুষ

প্রথম পরিচ্ছেদ—প্রথম পুরুষ। প্রথম পুরুষের বিষয়বাচক শব্দ দুই শ্রেণীর অন্তর্গত—বিশেষ্য ও সর্ব্বনাম; সুতরাং এই পরিচ্ছেদ দুই অংশে সম্পূর্ণ। লিঙ্গ অনুসারে প্রত্যেক বিশেষ্য ও সর্ব্বনাম শব্দের রূপ-পরিবর্ত্তন ভিন্ন ভিন্ন নিয়মে সাধিত হয়। এজন্য এই দুই অংশের বিষয়ই তিন ভাগে আলোচনা করিতে হইবে (ক) বিশেষ্য—পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ; এবং (খ) সর্ব্বনাম—পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ।

(ক) বিশেষ্য—ছয় অধ্যায়—লিঙ্গ ও অন্ত্যবর্ণ অনুসারে

বিশেষ্য শব্দগুলি অন্ত্যবর্ণের বিভিন্নতানুসারে বিভিন্নরূপ প্রাপ্ত হয়। এজন্য প্রত্যেক লিঙ্গ দুই ভাগে আলোচনা করিতে হইবে—স্বরান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত। এই নিমিত্ত প্রথম পরিচ্ছদের প্রথম অংশ লিঙ্গ ও অন্ত্যবর্ণ অনুসারে সর্ব্বসমেত ছয় অধ্যায়ে বিভক্ত করিতে হইবে। এই ছয় অধ্যায়ে বিবিধ বিশেষ্য শব্দের কর্ত্তা ও কর্ম্ম কারক ব্যবহার করিয়া তুদাদি ও ভ্বাদিগণীয় ধাতুর বর্ত্তমান কালের যোগে বাক্য রচনা করিতে হইবে।

(খ) সর্ব্বনাম— তিন অধ্যায়

সর্ব্বনাম শব্দগুলি অন্ত্যবর্ণের বিভিন্নতানুসারে ভিন্ন ভিন্ন নিয়মে রূপান্তরিত হয় না। সুতরাং কেবলমাত্র লিঙ্গ অনুসারে এই শব্দগুলির আলোচনা তিন অধ্যায়ে বিভক্ত করিতে হইবে। এই তিন অধ্যায়ে তুদাদি ও

ভ্বাদিগণীয় ধাতুর বর্ত্তমান কাল ব্যবহার করিয়া প্রথম পুরুষের সর্ব্বনাম শব্দের যোগে বাক্যরচনা শিক্ষা করিতে হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ —উত্তম পুরুষ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—উত্তম পুরুষ। কোন বিশেষ্য শব্দের উত্তম পুরুষ হইতে পারে না। কেবল মাত্র সর্ব্বনাম 'অস্মদ্' শব্দ এই পুরুষের অন্তর্গত। এতদ্ব্যতীত লিঙ্গ অনুসারে ইহার কোন পরিবর্ত্তন হয় না। সর্ব্বলিঙ্গে ইহার একই রূপপ্রণালী। এজন্য কেবল মাত্র একই অধ্যায়ে এই শব্দের কর্ত্তা ও কর্ম্ম কারক ব্যবহার করিয়া তুদাদি ও ভ্বাদিগণীয় ধাতুর যোগে বাক্য রচনা সমাপ্ত হইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—মধ্যম পুরুষ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—মধ্যম পুরুষ। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ন্যায় এই পরিচ্ছেদের আলোচনাও একই অধ্যায়েই সমাপ্ত হইবে।

দ্বিতীয় অনুশীলনের পরিচ্ছেদসমূহ।

দ্বিতীয় অনুশীলনের কার্য্য তিন পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা যাইতে পারে,—কারণ লিট্ বিভক্তির প্রয়োগ না করিয়া অতীত কালের অর্থ প্রকাশ করিবার তিন উপায় আছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ —'স্ম' যোগ।

প্রথম পরিচ্ছেদ—'স্ম' যোগে অতীতার্থ প্রকাশ। বর্ত্তমান কালের বিভক্তির সাহায্যেই কেবল মাত্র এই চিহ্নটী যোগ করিয়াই অতীত কালের কার্য্য ব্যক্ত করা যাইতে পারে; সুতরাং বিবিধ তুদাদি ও ভ্বাদিগণীয় ধাতুর বর্ত্তমানকালের সহিত 'স্ম' যোগ

করিয়া প্রথম অনুশীলনে ব্যবহৃত বিশেষ্য ও সর্ব্বনাম শব্দের কর্ত্তা ও কর্ম্ম কারকের যোগ সাধন করিয়া বাক্য রচনা করিতে হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 'ক্ত' প্রত্যয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—'ক্ত' **প্রত্যয়ের ব্যবহার**। ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় করিলে অতীত কালের অর্থ প্রকাশ করা যায়। এই শব্দগুলি বিষয়-বাচক বিশেষ্য ও সর্ব্বনাম শব্দের বিশেষক হয়; এবং ইহাদের লিঙ্গানুসারে লিঙ্গ প্রাপ্ত হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ —'তবৎ' প্রত্যয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—**'তবৎ' প্রত্যয়ের ব্যবহার**। এই পরিচ্ছেদের অনুশীলন দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের অনুশীলনের অনুরূপ হইবে।

প্রথম অবস্থায় —বিভক্তির বৈচিত্র্য সমূহ ত্যাগ করিতে হইবে।

দ্বিতীয় অনুশীলনে অতীত কালের জন্য লিট্ বিভক্তি ব্যবহার করা হইবে না। বর্ত্তমান কালের জন্য যে বিভক্তি শিক্ষা করা হইয়াছে তাহার দ্বারাই যথাসম্ভব বাক্য রচনা করা হইবে। প্রথম অবস্থায় বিভক্তির বৈচিত্র্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে শিক্ষার অসুবিধা হইতে পারে। **এজন্য যত অল্প-সংখ্যক বিভক্তির ব্যবহার করিয়া কার্য্য চলিতে পারে** তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। এই কারণে লোট্, লৃট্ প্রভৃতি যে সকল বিভক্তি বর্ত্তমানকালের বিভক্তির অনুরূপ সেই সকল বিভক্তির ব্যবহার শিক্ষা করিতে হইবে। এজন্য

তৃতীয় ও চতুর্থ অনুশীলনের পরিচ্ছেদ সমূহ

তৃতীয় ও চতুর্থ অনুশীলনে ভবিষ্যৎ কাল ও অনস্থার

বিভক্তি সমূহের আলোচনা করিলে প্রথম ও দ্বিতীয় অনুশীলনের সাহায্য পাওয়া যায়।

পুরুষ অনুসারে তিন পরিচ্ছেদ। ধাতুর পদ অনুসারে প্রত্যেক পরিচ্ছেদের তিন অধ্যায়।

প্রথম অনুশীলন যেমন পুরুষ অনুসারে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, তৃতীয় এবং চতুর্থ অনুশীলন ও সেইরূপ তিন ভাগে বিভক্ত করিতে হইবে। প্রথম অনুশীলনের আলোচনার ফলে পদ অনুসারে তিন প্রকার ধাতুর পরিচয় পাওয়া গিয়াছে—পরস্মৈপদী, আত্মনেপদী ও উভয়পদী। এই দুই অনুশীলনের প্রত্যেক পরিচ্ছেদ এই জন্য তিন অধ্যায়ে বিভক্ত হইবে।

পঞ্চম অনুশীলনের পরিচ্ছেদ সমূহ—প্রথম পরিচ্ছেদ সরল পাদ।

ক্রিয়ার বিশেষক তিন শ্রেণীর অন্তর্গত। এজন্য পঞ্চম অনুশীলন তিন পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম পরিচ্ছেদ—**সরল পদ**। এই শব্দগুলি কাল, স্থান ও প্রকার বাচক। এতদ্ব্যতীত 'ক্ত্বা', 'তুম্' প্রভৃতি অসমাপিকা ক্রিয়াও এইরূপ; সুতরাং এই পরিচ্ছেদ চারি অধ্যায়ে বিভক্ত হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ —অব্যয়ী ভাব সমাস।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—**সমাসযুক্তপদ**। অব্যয়ীভাব সমাসের ব্যবহার করিয়া বিশেষ্য ও সর্ব্ব-নামের কর্ত্তা ও কর্ম্মকারকের সহিত তুদাদি ও ভ্বাদি-গণীয় ধাতুর লট্, লোট্, লৃট বিভক্তি এবং অতীতার্থ প্রকাশক অবস্থার যোগ সাধন করিয়া বাক্য রচনা করিতে হইবে।

তৃতীয় পরি-

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—**বিভক্তিযুক্ত পদ**।

ছেদ চারি বিভক্তি অনুসারে চারি অধ্যায়।

বিভক্তিঅনুসারে এই পরিচ্ছেদ চারি অধ্যায়ে বিভক্ত হইবে—তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী ও সপ্তমী। প্রত্যেক অধ্যায়ে লিঙ্গ অনুসারে তিন পাঠে বিভক্ত হইবে, এবং প্রত্যেক পাঠ আবার তিন অংশে আলোচিত হইবে—(১) স্বরান্ত বিশেষ্য (২) ব্যঞ্জনান্ত বিশেষ্য এবং (৩) সর্ব্বনাম। এইরূপে বিভিন্ন পাঠে শব্দগুলির বিভিন্ন বিভক্তির রূপের যোগ করিয়া বাক্য রচনা করিতে হইবে।

ষষ্ঠ অনুশীলনের পরিচ্ছেদ সমূহ।

কারক সমূহের বিশেষকগুলি ক্রিয়ার বিশেষকের ন্যায় তিন শ্রেণীর অন্তর্গত। এজন্য ষষ্ঠ অনুশীলন তিন পরিচ্ছেদে বিভক্ত হইবে।

প্রথম পরিচ্ছেদ —সরল পাদ

প্রথম পরিচ্ছেদ— সরলপদ। এই বিশেষকগুলি দুই অধ্যায়ে আলোচিত হইবে— (২) তদ্ধিত বিশেষণ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—সমাস যুক্ত পদ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সমাসযুক্ত পদ। বাক্য রচনা করিয়া বিবিধ সমাসযুক্ত শব্দের প্রয়োগ শিক্ষা করিতে হইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ষষ্ঠী বিভক্তি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—বিভক্তিযুক্ত শব্দ। একমাত্র সম্বন্ধপদের বিভক্তিই বিষয় বাচকশব্দের বিশেষকের চিহ্ন হইতে পারে। এজন্য এক অধ্যায়েই এই পরিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হইবে। কিন্তু লিঙ্গ অনুসারে এই অধ্যায় তিন ভাগে বিভক্ত হইবে।

ঔচিত্যানুচিত্য, বিধিনিষেধ প্রভৃতি প্রকাশ

করিবার জন্য বক্তব্যবাচক শব্দের যে পরিবর্ত্তন হয় তাহাও পুরুষ অনুসারে তিন শ্রেণীর অন্তর্গত। এজন্য বিষয়বাচক শব্দের বিবিধ বিভক্তি ব্যবহার করিয়া তুদাদি ও ভ্বাদিগণীয় ধাতুর বিধিলিঙ্ বিভক্তির প্রয়োগ শিক্ষা করিবার জন্য সপ্তম অনুশীলনের আলোচনা তিন পরিচ্ছেদে বিভক্ত করিতে হইবে। আবার পদানুসারে ধাতু তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইবে; এজন্য প্রত্যেক পরিচ্ছেদ তিন অধ্যায়ে বিভক্ত করিতে হইবে। যথা পুরুষ—(১) প্রথম, (২) মধ্যম, (৩) উত্তম; পদ—(১) পরস্মৈ, (২) আত্মনে, (৩) উভয়।

সপ্তম অনুশীলনের তিন পরিচ্ছেদ—প্রত্যেক পরিচ্ছেদের তিন অধ্যায়

ধাতুসমূহ প্রত্যয় প্রাপ্ত হইলে নূতন আকার ধারণ করে, এবং এই নূতন আকার ধারণ করিয়া অতি সহজ নিয়মেই রূপান্তরিত হয়। লট্, লোট্, লৃট্, বিধিলিঙ্ প্রভৃতি বিভক্তিতে ধাতুর যে প্রকার রূপ হয় এই নূতন ধাতু সমূহের বিভক্তিযুক্ত রূপ অনেক পরিমাণে তদ্রূপ। এজন্য ধাতুর বর্ত্তমান কাল, অতীত ও ভবিষ্যৎ কাল, এবং আদেশ ও পরামর্শ প্রভৃতি প্রকাশক রূপের ব্যবহার শিক্ষা করিয়া, এবং বিশেষ্য ও সর্ব্বনাম শব্দের সর্ব্ববিধ রূপপরিবর্ত্তনের সহিত পরিচিত হইয়া অষ্টম অনুশীলনে প্রত্যয়ান্ত ধাতুর ব্যবহার শিক্ষা করিতে হইবে। এই অন্তর্নিহিত প্রত্যয়যুক্ত ধাতুগুলি চারি শ্রেণীর

অষ্টম অনুশীলনের চারি পরিচ্ছেদ; (১) সনন্ত (২) যঙন্ত (৩) নাম (৪) নিজন্ত

অন্তর্গত (১) সনন্ত, (২) ষণ্ণন্ত (৩) নাম, (৪) নিজন্ত।

উপরে ধারাবাহিক ভাবে বিবৃত অনুশীলন সমূহের সাহায্যে বাক্য রচনা কার্য্য শিক্ষা করিলে সংস্কৃত ভাষার অন্তর্গত প্রায় অধিকাংশ নিয়মই আয়ত্ত হইয়া যায়; এবং সাধারণ প্রচলিত সাহিত্যে অধিকার জন্মে।

পরিশিষ্ট

এই ভাষার যে সকল নিয়ম শ্রেণীবদ্ধ করা সুকঠিন, অথবা যে সমুদয়ের অভাবে ভাষা ব্যবহারের বিশেষ প্রতিবন্ধক জন্মে না, অথচ যে সমুদয় আয়ত্ত করিতে পারিলে ভাষার বৈচিত্র্য সাধিত হয় এবং সর্ব্ববিধ ভাবপ্রকাশে যথেষ্ট সহায়তা হয়, সেই নিয়ম সমূহের প্রয়োগ প্রত্যেক অধ্যায় ও পরিচ্ছেদের শেষে সুবিধানুসারে পরিশিষ্টের সাহায্যে শিক্ষা করিতে হইবে। এইরূপ পরিশিষ্ট সর্ব্বসমেত আটটি হইতে পারে।

ক। অকর্ম্মক ও আত্মনেপদী তুদাদি ও ভ্বাদিগণীয় ধাতুর ব্যবহার। প্রথম অনুশীলনের প্রথম পরিচ্ছেদের বাক্য-রচনা করিতে করিতে এই শ্রেণীর অনেক ধাতু প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। সেই গুলিরও স্বতন্ত্রভাবে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া প্রয়োগ শিক্ষা করিতে হইবে।

খ। উভয়পদী (তুদাদি ও ভ্বাদিগণীয়) ধাতুর

ব্যবহার। প্রথম অনুশীলনের প্রথম পরিচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গেই প্রয়োগ করিয়া বাক্য-রচনা করা যাইতে পারে।

এই দুই পরিশিষ্টে ধাতুর যেরূপ শ্রেণী বিভাগ করা হইল, অন্যান্য পরিচ্ছেদে এবং অনুশীলনে সেই বিভাগের ব্যবহার করিতে হইবে।

গ। বিসর্গ সন্ধির ব্যবহার। ইহাও প্রথম অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষা করা যাইতে পারে। বিসর্গসন্ধি পাঁচ অধ্যায়ে আলোচিত হইবে—(১) বিসর্গলোপ, (২) লুপ্ত অকার, (৩) ওকারযোগ, (৪) রকারযোগ, (৫) শ-ষ-স-যোগ।

ঘ। সম্বোধন প্রণালী। লোট্ বিভক্তির ব্যবহার করিবার সময়ে ইহার প্রয়োজন। এজন্য চতুর্থ অনুশীলনের সঙ্গে ইহা শিক্ষা করিতে হইবে। এই সময়ে বিবিধ অনুজ্ঞাপ্রকাশক বাক্য রচনা করিয়া সকল স্বরান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গের ব্যবহারই এক সঙ্গে শিক্ষা করিতে হইবে।

ঙ। দ্বিতীয়া বিভক্তির বিবিধ ব্যবহার—অব্যয়, উপসর্গ প্রভৃতি যোগে যে যে স্থলে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়, তাহার ব্যবহার স্বতন্ত্রভাবে যে কোন এক অনুশীলনের সঙ্গে শিক্ষা করিতে হইবে।

চ। একপদী ক্রিয়া বিশেষণের বিবিধ ব্যবহার—

'অথ', 'অপি' প্রভৃতি অব্যয়ের বিবিধ অর্থ শিক্ষা করিবার জন্য স্বতন্ত্রভাবে বাক্য রচনার দ্বারা এই সকল শব্দের প্রয়োগ করিতে হইবে। ক্রিয়ার বিবিধ বিশেষকের সঙ্গে অর্থাৎ পঞ্চম অনুশীলনে এই সমুদয় শিক্ষা করিতে হইবে।

ছ। বাচ্য পরিবর্ত্তন। ইহার জন্য তৃতীয়া বিভক্তির প্রয়োজন হয়, এবং ক্রিয়ার পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হয়। কিন্তু তাহা বিশেষ কঠিন নহে। পরিচিত বিভক্তি সমূহ ব্যবহার করিয়াই বাচ্যান্তরের প্রয়োগ হয় ; সুতরাং ক্রিয়ার বিবিধ বিশেষক সমূহের মধ্যে তৃতীয়া বিভক্তির আলোচনা যে স্থলে হইবে সেই স্থলে বাচ্যান্তর প্রণালী শিক্ষা করিতে হইবে। এই জন্য পঞ্চম অনুশীলনে ইহার স্থান। এ পর্য্যন্ত লট্ লোট্ লৃট্ বিভক্তি এবং অতীতের অর্থ প্রকাশ শিক্ষা করা হইয়াছে। এই চারি প্রকার বাক্যের বাচ্য পরিবর্ত্তনের জন্য বিভিন্ন অধ্যায় বিভাগ করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত 'তব্য' 'অনীয়' 'য' এর প্রয়োগ শিক্ষা করিতে হইবে।

জ। শব্দ রূপ। কতকগুলি বিষয়বাচক শব্দ আছে যাহারা কোন শ্রেণীর অন্তর্গত নহে ; যাহারা প্রত্যেকে নিজ নিজ উপায়ে রূপান্তরিত হয়। এই সমুদয় শব্দ চারি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, ক্লীবলিঙ্গ ও সংখ্যাবাচক।

যখন সাধারণ শব্দগুলির সকল প্রকার বিভক্তি যোগের ব্যবহার শিক্ষা হইয়া গিয়াছে, তখন এই নূতন শব্দগুলির তালিকা করিয়া রূপান্তরিত করিতে অভ্যাস করা যাইতে পারে। সুতরাং ষষ্ঠ অনুশীলনের পূর্ব্বে ইহাদের স্থান হইতে পারে না।

প্রত্যেক অনুশীলনের শিক্ষা প্রণালী—

এই আট অনুশীলন এবং আট পরিশিষ্টে একই আলোচনা প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। ইংরাজীতে বাক্য-রচনা শিক্ষার পর্য্যায়ে যে আলোচনা প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে, এখানেও সেই প্রণালীই অবলম্বিত হইবে।

(১) বচন ও বিশেষণ

(২) নূতন শব্দ প্রয়োগ

(৩) পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ের সাহায্য গ্রহণ,

প্রথমতঃ, প্রত্যেক বাক্য বচনানুসারে রচনা করিতে হইবে ; এবং প্রত্যেক বাক্যে বিশেষণ যোগের ফল নিরীক্ষণ করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, যে যে নূতনশব্দ ব্যবহৃত হইবে, সেই শব্দগুলি নূতন নূতন বাক্য রচনা করিয়া ব্যবহার করিতে শিক্ষা করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, এক পরিচ্ছেদে যে সমুদয় বিভক্তি বা শব্দ ব্যবহার করা হইবে পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে সেই সমুদয় ব্যবহারের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে।

(৪) সংস্কৃত সাহিত্য হইতে বাক্য সংগ্রহ।

চতুর্থতঃ, প্রত্যেক অধ্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে তদুপযোগী বাক্য সমূহ নানাবিষয়ক সংস্কৃত সাহিত্য হইতে সংগ্রহ করিয়া অনুবাদ করিতে হইবে। সংস্কৃতসাহিত্য যে কেবলমাত্র ধর্ম্ম-বিষয়ক নহে, সংস্কৃত ভাষার ভিতর দিয়া বিচিত্র ভাব প্রকাশিত হইয়াছে এবং হইতেও

পারে এই ধারণা বদ্ধমূল করিতে হইবে। যে যে স্থলে মূল সাহিত্যের দুএকটী শব্দ বা ধাতু পরিবর্ত্তন করিলে শিক্ষার্থীর জ্ঞানের অনুরূপ হইয়া তাহার সুবোধ্য হয় সেই সকল স্থানে যথোচিত পরিবর্ত্তন বিধান করিয়া সংস্কৃত সাহিত্যে প্রবেশের পথ সহজ করিতে হইবে।

(৫) ভাষান্তর।

পঞ্চমতঃ, সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ও ইংরাজী, এবং ইংরাজী ও বাঙ্গালা হইতে সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ শিক্ষা করিতে হইবে।

(৬) সংশোধন ও বিবিধ প্রশ্ন

ষষ্ঠতঃ, বাক্যের অন্তর্গত পদ সমূহের সম্বন্ধ-বিষয়ে ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছে কি না, পরীক্ষা করিবার জন্য প্রত্যেক পাঠেই ভ্রম-সংশোধন, ভাষান্তর, অসম্পূর্ণ বাক্যের সম্পূর্ণতা বিধান, বিভক্তিযুক্ত শব্দ ও ধাতুর ব্যবহার প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর দিতে শিক্ষা করিতে হইবে।

(৭) সাহিত্য পরিচয়

সপ্তমতঃ, প্রত্যেক অনুশীলনলব্ধ জ্ঞানদ্বারা প্রবন্ধাদি রচনা করিতে হইবে, এবং সাহিত্যের সহজ অংশগুলি আয়ত্ত করিতে হইবে—

এই উপায় অবলম্বন করিয়া নিম্নলিখিত পর্য্যায়ে সংস্কৃত ভাষার শিক্ষা-কার্য্য সমাধা করিতে হইবে।

(১) বাক্য রচনা

প্রথম পর্য্যায়—বাক্যরচনা।

(২) অভিধান

দ্বিতীয় পর্য্যায়—অভিধান-শিক্ষা। প্রথমতঃ, তুদাদি ও ভ্বাদিগণীয় ধাতুর অন্যান্য বিভক্তির সহিত পরিচিত হইতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, অন্যান্য গণীয়

ধাতুরূপ শিক্ষা করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, উপসর্গ যোগের ফলে ধাতুর যে পদ-পরিবর্ত্তন অথবা অর্থ-পরিবর্ত্তন হয়, তাহার সহিত পরিচিত হইবার জন্য সাহিত্য হইতে বাক্যসংগ্রহ করিয়া শব্দের প্রয়োগ নিরীক্ষণ করিতে হইবে। চতুর্থতঃ, সাধারণ সাহিত্যে যে সমুদয় পৌরাণিক, ঐতিহাসিক বা শাস্ত্রীয় উদাহরণের উল্লেখ আছে তাহাদের সহিত পরিচিত হইতে হইবে। পঞ্চমতঃ, অমরকোষে যে সমুদয় সাধারণ প্রচলিত শব্দ আছে তাহাদের প্রয়োগ ও অর্থ শিক্ষা করিবার জন্য সাহিত্য হইতে বাক্য সংগ্রহ করিতে হইবে।

(৩) ভাষার নিয়ম এবং ইতিহাস।

তৃতীয় পর্য্যায়—ভাষার নিয়ম ও ইতিহাস শিক্ষা। বাক্য রচনা শিক্ষার পর্য্যায়ে যে সমুদয় নিয়মের প্রয়োগ-শিক্ষা করা হইয়াছে, সেই নিয়মগুলি শ্রেণীবদ্ধ করিতে হইবে; এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকরণের অবশিষ্ট সূত্রগুলির প্রয়োগ-শিক্ষা করিতে হইবে।

(৪) সাহিত্যের ইতিহাস।

চতুর্থ পর্য্যায়—সাহিত্যের ইতিহাস। এইরূপে ভাষার নিয়মগুলি আয়ত্ত হইলে পর সংস্কৃত সাহিত্যের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে এবং এই সাহিত্যের অন্তর্গত প্রধান প্রধান গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের বিষয় অবগত হইতে হইবে।

সমাপ্ত

শিক্ষা বিজ্ঞানের ভূমিকা

সম্বন্ধে

কয়েকটি অভিমত

1. *The Bengalee*, September, *1910*.

A MONUMENTAL WORK.

We have received a copy of "*Shiksha Bijnaner Bhumica*" or Introduction to the Science of Education by Professor Benoy Kumar Sarkar M. A., of the Bengal National College, Calcutta. It contains an appreciative preface by **Babu Hirendranath Datta.** who states that the author has been for the last three or four years engaged in the preparation of a Science of Education, which is to be a *comprehensive* work treating of all the aspects of education, *historical*, *theoretical* and *practical*. This has been written as a foreword to the whole, which is to be complete in twenty parts, of which some have been sent to the press.

There are three great divisions in the subject matter of the work. In the first volume the author proposes to discuss in a **historical** manner the different ideals and methods of education adopted by the different nations of the civilised world in the different ages of history and amidst different circumstances.

The second volume will be a philosophical discussion of the theory and science of education, the nature and ideal of education, the means and instruments of education with a view to set forth the best and achievable ideals of education suitable to the requirements of Modern India.

The third volume is to deal in an exhaustive manner with the best mode of teaching the different subjects such as Language, History, Psychology, Moral Philosophy, Economics, Politics and Sociology. The author will indicate how real and genuine interest in the natural Sciences can be created in the minds of the learners. He will also shew the simple and easy, the best and the most effective mode of teaching Mathematics, Physics, Chemistry, Geology, Botany, Zoology. The mode of teaching useful industries and other valuable suggestions about them will be offered. He will throughout make use of the Inductive Method Of Teaching. From this very brief contents of the book the reader will be able to imagine the comprehensiveness of the work.

We are very glad to recommend this excellent foreword and the series to the public for careful perusal and especially to those of our countrymen who are engaged in teaching and controlling education. It is highly desirable that the New Method of Teaching inaugurated in his work should find its trial in our Public Schools and Colleges. "The author himself," observes Babu Hirendranath Datta, "has achieved excellent results

by applying his new methods of teaching among his pupils and he hopes that the cause of education in this country will be greatly accelerated if they are adopted by the public."

We cannot think of more important services to be done in the interest of our nation than promoting the growth and spread of education. Government is also alive to the cause of primary education which has become a question of urgent necessity in this country. It is evident that we are in need of a number of educated men, like the present author, who can devote their lives to lift and leaven the general mass of the community. Slur is often flung at our graduates that they are not fit for any original work. We invite the public to take note of this comprehensive and original work on the Science of Education and to see if they can adopt its ideals and methods of education.

The author deserves the most hearty thanks from the public for the long and steady efforts that are being made to the cause of educational reform. We understand that this *Introduction to the Science of Education* has already won golden opinions from the leading journals of Bengal, as it should, being an original and important contribution to the Bengali literature.

২। প্রবাসী—ভাদ্র ১৩১৭।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত মহাশয় ভূমিকায় এই গ্রন্থের পরিচয় দিয়াছেন—শিক্ষাবিজ্ঞান সম্বন্ধে গ্রন্থকার এক প্রকাণ্ড পুস্তক কয়েক খণ্ডে প্রকাশিত করিবেন, তাহাতে শিক্ষাপদ্ধতির ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীর আলোচনা থাকিবে। সমস্ত প্রাচীন ও আধুনিক সভ্য দেশের শিক্ষাপ্রণালীর তুলনা-মূলক আলোচনা করিয়া শ্রেষ্ঠ আদর্শ স্থির করিবার চেষ্টা হইবে। শিক্ষার অন্তর্গত জগতের যাবতীয় বিষয় আলোচিত হইবে। সেই প্রতিপাদ্য বিষয়ের সার মর্ম্ম প্রকাশ করা এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। গ্রন্থকার বিদ্বান্ ও শিক্ষা কর্ম্মে ব্যাপৃত। তাঁহার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রকাশিত হইলে দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে আশা করা যায়। পুস্তিকার শেষে গ্রন্থকার যাহা লিখিয়াছেন তাহা সকল দেশহিতেচ্ছুর চিন্তা ও অনুকরণের যোগ্য বলিয়া এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—"শীঘ্রই: বিদ্যাদান এবং শিক্ষা বিস্তারই স্বদেশসেবা ও সমাজহিতের প্রধান অঙ্গ ও লক্ষণ হইয়া দেশের মধ্যে বর্ত্তমান সর্ব্ববিধ আন্দোলনসমূহকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিবে। শিক্ষার আন্দোলনই সকল আন্দোলনকে গ্রাস্ করিয়া ক্রমশঃ গভীরতর ও বিস্তৃততর হইতে থাকিবে। কর্ম্মীগণ প্রকৃত মনুষ্যত্ব বিকাশের সহায়ক জ্ঞান-মন্দির সমূহের প্রতিষ্ঠাকেই জীবনের ধর্ম্ম মনে করিবেন এবং এই কর্ম্মেই সম্পূর্ণ শক্তি ও সময় দান করিয়া জীবনের সার্থকতা উপলব্ধি করিবেন। শিক্ষা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্য দেশবাসীদের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা জন্মিবে। শিক্ষা প্রচারই সমীপবর্ত্তী ভবিষ্যতের নূতন সন্ন্যাস হইবে। শিক্ষকই নূতন সন্ন্যাসী হইবেন।" এরূপ সন্ন্যাসী দেশে দেখা দিয়াছেন।

৩। বসুমতী—ভাদ্র ১৩১৭।

গ্রন্থকার "শিক্ষাবিজ্ঞান" নামক বিশ খণ্ডে সমাপ্ত যে বিরাট গ্রন্থের রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এই ভূমিকা তাহারই পরিচয় ও নির্ঘণ্ট স্বরূপ লিখিত হইয়াছে। শিক্ষা-বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ বঙ্গ ভাষায় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। গ্রন্থকার মাতৃভাষায় এই অভাব দূর করিবার জন্য তিন চারি বৎসর কঠোর পরিশ্রম স্বীকার করিয়া শিক্ষাবিজ্ঞানের রচনা করিয়াছেন। সেজন্য তিনি সাধারণের ধন্যবাদার্হ। সংস্কৃত, ইংরাজী, উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষা বিজ্ঞানের অন্তর্গত চারি পাচ খানি পুস্তক ইতি মধ্যেই যন্ত্রস্থ হইয়াছে। এই রাজনৈতিক আন্দোলনের দিনে শিক্ষা বিজ্ঞানের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়া নবীন গ্রন্থকার শিক্ষার প্রতি অনুরাগ ও একাগ্রতার পরিচয় দিয়াছেন। হীরেন্দ্র বাবুর সহিত আমরাও বলি—সুধী মণ্ডলী এই নূতন গ্রন্থের উপযুক্ত সমাদর করিবেন, এবং শিক্ষাবিষয়ে নিজ নিজ চেষ্টা ও চিন্তার প্রয়োগ করিয়া শিক্ষা সম্বন্ধে প্রকৃত "বিজ্ঞানের" প্রতিষ্ঠা করিবেন।

৪। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

এ গ্রন্থ বিশেষ অবধানের সহিতই আলোচনার যোগ্য হইয়াছে সন্দেহ নাই। যাঁহারা শিক্ষা ব্যবসায়ী তাঁহারা এই বই যত্ন করিয়া পড়িবেন ও উপকার লাভ করিবেন এইরূপ আশা করি। বিনয় বাবু যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন তাহা বিপুল বিস্তৃত ও দুঃসাধ্য, ইহা সম্পন্ন করিয়া তিনি দেশের মহৎ উপকার সাধন করুন এই আমি অন্তরের সহিত কামনা করি।

---

5. The Modern Review—*6th October, 1910.*

The author is engaged in the preparation of a 'Science of Education series" which will be completed in twenty parts. The book under review is an introduction to the whole series. The author deserves our best thanks for the services he is doing to the cause of Educational Reform in our country, and we recommend this introduction to our teachers for perusal.

৬। হিতবাদী—১৩ই আশ্বিন ১৩১৭ সাল।

এ পুস্তকের আলোচনা পদ্ধতি আমাদের ভাল লাগিয়াছে। অধ্যাপক ও বিদ্যার্থিবর্গের মধ্যে ইহার আদর হইবে।

৭। গৌড়দূত।

শ্রীযুক্ত বিনয় কুমার সরকার এম্ এ মহাশয় এক বিশাল কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষাবিজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষ কোন গ্রন্থ নাই বলিলে চলে। এদেশে জাতীয় ভাবে শিক্ষা প্রচার জন্য বিদ্যালয় ও পরিষৎ স্থাপিত হওয়ায় তাহার আবশ্যকতা দিন দিন অনুভূত হইতেছে। বিনয় বাবু স্বয়ং এই শিক্ষা প্রচারে ব্রতী, সুতরাং তিনি এই বিশাল কার্য্যে ব্রতী হইবার সম্পূর্ণ যোগ্য। সম্প্রতি এই বিরাট গ্রন্থের ভূমিকা মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের বিশালতা দেখিয়া একা বিনয় বাবুর দ্বারা এই কার্য্য সংসাধিত হওয়া অনেকে অসাধ্য মনে করিতে পারেন ; কিন্তু তিনি ছাত্রাবস্থা হইতে এই কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, এবং কেবল স্বয়ং প্রস্তুত নহে, অপর সহচর ও সাহায্যকারী ব্যক্তিও প্রস্তুত করিয়াছেন। সুতরাং এই বিশাল গ্রন্থের সম্পূর্ণতা সম্বন্ধে আমাদিগের কোন সন্দেহ নাই।

---

8. RAI SARAT CHANDRA DAS BAHADUR, C.I.E.

PROFESSOR Benoy Kumar Sarkar's *Shiksha Vijnan Bhumika* is an excellent introduction to the Science of Education. The scheme of his works as outlined in this book is as follows :

The first volume contains a Historical Survey of the system of education representing the types of civilisation evolved in the history of the world. The second is to give the Philosophical Theories on education held by the master-minds of the different ages and countries supplemented by the author's own theory deduced from the historical study as well as from the critical survey of the theories. The Art of teaching according to his Theory of Education will be dealt with in the Third volume which will necessarily consist of as many parts as there are branches of learning.

The Book will thus be self-contained—dealing with the history, theory and practice of education in a comprehensive manner on scientific basis.

৯। আর্য্যাবর্ত্ত, কার্ত্তিক, ১৩১৭।

আমাদের সমালোচ্য ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি একটি অতি প্রকাণ্ড বিষয়ের পূর্ব্বভাস বা অবতরনিকা। ইহাতে গ্রন্থকার তাঁহার আকাঙ্ক্ষার ও উদ্যমের সহিত বঙ্গীয় পাঠককে পরিচিত করিয়া দিতে চাহিতেছেন। তিনি যে জীবনব্যাপী মহাব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, ভূমিকায় তাহারই উদ্বোধন হইয়াছে। এই ভূমিকায় তিনি একখানি বিস্তৃত শিক্ষাবিজ্ঞানের ভিত্তি পত্তন করিয়াছেন। বাঙ্গলা ভাষায় কেন, বোধ হয় পৃথিবীর কোন ভাষায়, শিক্ষাবিজ্ঞানের এমন বিপুল আয়োজন একজনের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে কি না সন্দেহ। স্পেন্সার তাঁহার ক্রমোন্নতিক দর্শনে, কোমৎ তাঁহার বিজ্ঞান-শ্রেণীবিভাগে যে একটি ভাব-সমগ্রতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাও এ শ্রেণীর সমগ্রত নহে। 'শিক্ষা-বিজ্ঞানের ভূমিকা' প্রণেতা যে সমগ্রতাকে আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ করিতে হইলে বিশ্বব্যাপী জ্ঞান ও জীবনব্যাপিনী সাধনার প্রয়োজন;—জীবনব্যাপিনী সাধনায়ও সিদ্ধিলাভ করা যায় কি না সন্দেহ। ভূমিকার ভূমিকালেখক হীরেন্দ্র বাবুও সে আভাস দিয়াছেন। অবশ্য শিক্ষাবিজ্ঞানের গ্রন্থকারের এই বিপুলতার জন্য সঙ্কুচিত হইবার প্রয়োজন নাই। যদি এই বিপুল অনুষ্ঠানের সম্পূর্ণ কৃতকার্য্যতা নবীন উৎসাহদৃপ্ত লেখকের ভাগ্যে নাও ঘটে, তাহা হইলেও যে এ উদ্যম পুরস্কৃত ও সম্মানিত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

* * * * উন্নতিকাম, সভ্যতাদৃপ্ত, জ্ঞানালোকিত বর্ত্তমান যুগের মানবের পক্ষে শিক্ষার ন্যায় প্রয়োজনীয় আর কিছুই নাই। একমাত্র অতীত সভ্যতার গৌরবে অভিমানী মুক্তি-প্রয়ানের পথিক ভারতবাসীর পক্ষে শিক্ষাবিজ্ঞানের লেখক একটি অতি সময়োপযোগী, সমীচীন ও গভীর বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। * * * *

সমস্ত জড়বিজ্ঞান ও সমস্ত অধ্যাত্ম বিজ্ঞানই মানব-মনের সহিত অতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, বর্ত্তমান যুগে মানবের শিক্ষায় এই সমস্ত বিজ্ঞানেরই যথানির্দ্দিষ্ট স্থান আছে, এই কথাটি বিস্মৃত হইলে শিক্ষার সম্পূর্ণতা উপলব্ধি করা কখনও সম্ভবপর হয় না। শিক্ষা-বিজ্ঞান আলোচনা-প্রয়াসী অধ্যাপক মহাশয় বঙ্গসাহিত্যে এই নূতন তত্ত্বের অবতারণা করিয়া, এই পূর্ণ আদর্শটি সাধারণের সমক্ষে ধারণ করিয়া বড় ভাল কায করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষার পরিধি এখনও সঙ্কীর্ণ, আমাদের দেশের শিক্ষা প্রণালী এখনও অতীতের জড়ত্ব পরিহার করিতে পারে নাই পারিপার্শ্বিক অবস্থাও এখন সর্ব্বতোমুখী শিক্ষার অনুকূল নহে; কিন্তু তাহা হইলেও এ আদর্শটি মহান্, সুন্দর এবং সার্থক, সুতরাং অবশ্যম্ভাবী বিঘ্ন সত্ত্বেও আমরা নবীন লেখকের উদ্যমের সফলতা কামনা করি। * *

বিষয়ের গুরুত্ব-তুলনায় ভূমিকাটি নিতান্ত ক্ষুদ্র, তাহা হইলেও লেখক যেরূপভাবে তাঁহার বক্ষ্যমান বিষয়ের আভাস দিয়াছেন, তাহা-হইতেই তদীয় আরব্ধ ব্যাপারটির ব্যাপকতা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। এই বিরাট আয়োজনের সূচনায় আমরা যে আনন্দলাভ করিয়াছি আমাদের একমাত্র আশঙ্কা যে লেখক অন্যপথে গিয়া পাছে আমাদের সেই আনন্দ বিষাদে পরিণত করেন। * * * * তবে গ্রন্থকারের উপর আমাদের নির্ভর ও বিশ্বাস আছে, তাঁহার ক্ষমতারও আমরা পরিচয় পাইয়াছি। আমাদের কামনা, তিনি নিজ ব্রতে সফলতা লাভ করিয়া জাতীয় সাহিত্যের ও জাতীয় শিক্ষার ভাণ্ডার পূর্ণ করুন।

১০। শ্রীযুক্ত সার চন্দ্রমাধব ঘোষ।

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার শিক্ষা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে একটী প্রকাণ্ড গ্রন্থ প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহার ভূমিকা পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিলাম, ও সঙ্গে সঙ্গে চমৎকৃত হইলাম। ঐ গ্রন্থ সম্বন্ধে সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবু যথার্থই লিখিয়াছেন যে, গ্রন্থের বিপুলতার কথা ভাবিতে গেলে মনে সহজেই সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে যে এই প্রকার বিপুল গ্রন্থ একব্যক্তির দ্বারা সংগৃহীত হইতে পারে কি না। কিন্তু পুস্তকলেখক ভূমিকায় স্বীয় অভিজ্ঞতার, ক্ষমতার, ও অধ্যবসায়ের যে প্রকার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে বিলক্ষণ আশা করা যাইতে পারে যে তিনি যথাসময়ে তাঁহার সঙ্কল্পিত কার্য্যে কৃতকার্য্য হইবেন। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে ভারতবর্ষের শিক্ষার্থিদিগের বিশেষ মঙ্গল সাধিত হইবেক, ও সেই উদ্দেশ্যে, আমার বিবেচনায়, কেবল বাঙ্গালা ভাষায় নয়, ইংরাজি ভাষাতেও পুস্তকখানি প্রকাশিত হইলে ভারতবর্ষের সকল বিভাগের লোকেরা তাহা পাঠ করিতে পারিবেক।

---

11. P. N. BOSE Esq., B. Sc. (London,) F.G.S., M.R.A.S.

A perusal of your শিক্ষাবিজ্ঞানের ভূমিকা and সাহিত্যসেবী has convinced me that the Bengali Language, in the hands of a master, could be made as good a vehicle for high thoughts and ideas as any language in the World. But, your শিক্ষাবিজ্ঞান is on such an elaborate plan and embraces such a wide variety of subjects which would be interesting and instructive not only to all educated

Indians, but probably also to cultured men of other nationalities, that I almost regret it should be written in a Provincial vernacular. Hope you will have an English Edition of the Work. This is a serious handicap—the want of a national language for India. In former times Sanskrit was the common language for educated India. English is now the common language and I cannot think of any other that can be substituted for it. Hindi would do well for northern India but it would not be understood in the South.

সাহিত্য সংরক্ষণ বিষয়ক

প্রস্তাব সম্বন্ধে অভিমত

Professor B. K. Sarkar of the Bengal National College has just brought out the paper, entitled "Sahitya Sebi," read by him at the last Northern Bengal Literary Conference, in pamphlet form. In it, the Professor makes a powerful appeal to the Bengali public to raise funds to **endow Academies** for fostering Bengali literature; spreading education: etc." We have every sympathy with his suggestion, and hope that his appeal will be warmly responded to by our readers.—*Empire, 25th March 1911.*

Can it be said that as a nation-building force, literature as we have is in any sense adequate or that its rate of progress is commensurate with the requirements of the country? The question is asked in a remarkable little pamphlet in Bengali which has just been published by Babu Radheschandra Set, B. L., of Maldah. The author is Babu Binoy Kumar Sarkar, M. A., of the National College, and the pamphlet embodies a lecture which the author delivered at the Literary Conference held at Malda. In the opinion of this writer, and it is an opinion which it is possible to endorse without in any way disparaging our great writers, the literature of the country is still very, very

poor. "Stripped of poetry, fiction and tales, our literature has very little worth the name." If this is not meant to be a reflection, and it obviously is not, upon the splendid works in the domain of fiction and poetry that we have, it is difficult to differ from the conclusion at which the writer has arrived. That there is no book in the most advanced Indian language which can be prescribed as **a text book for the higher classes of our Colleges,** whether in philosophy, in history, in political economy, political philosophy or sociology or in physics, chemistry or mathematics is unfortunately only too true. That practically no attempt of a systematic kind has yet been made to adapt even the most advanced of **our languages** to the high purpose of **being the medium for instruction** in any of these subjects is also true. Of criticism in the true sense of the term, there is practically little in our literature, if we leave aside one or two masterpieces, and yet criticism occupies a place almost on the same level with construction in every one of the modern European literatures. Surely if national life is to be effectively advanced by national literature, it is not a literature like ours, so little equipped for its work, which can undertake the task. No doubt as Babu Binoy Kumar points out, national literature itself, its growth and character, are determined by the conditions and character of national life, its intensity, its breadth, its many-sidedness, its relation to the wider life of humanity. But we are here considering what literature as a more or less conscious nationalising force can do even in the

direction of creating some of these conditions and stimulating some others. From this point of view, there is doubtless room for activity of a very vigorous kind. But are there many signs that this activity will be forthcoming in the immediate future? Whatever the reply to this question may be, there is no doubt that if literary activity of a decisive kind is to mark the coming era, the suggestion thrown out by Babu Benoy Kumar, which is identical with the view we have frequently urged in these columns, must be carried out. We shall give the suggestion in the writer's own words:—"Arrangements should be made for the **maintenance of a number of literary men with proper monthly salaries** in order that they without anxiety may devote their whole time and energy to the pursuit of literature." In other words, a system of endowments should be inaugurated, whether in connection with the Universities or the academies, and literature should have the same **patronage** at the hands of our wealthy men that it used to have in Europe in those days when **literature had not yet become the source of profit** and power that it now is. The question that we have to ask ourselves, and which our literary men should especially ask themselves is, in what precise way and how soon our literature can be made to occupy a position of general equality with the modern European literatures, alike as an instrument of culture in all its many aspects and as an organ of national life which in these days is to no small extent conditioned by national culture. There is undoubtedly an upward trend in the nation, and if we

can set ourselves to the work earnestly, assiduously and with courage, success is bound to come. Babu Benoy Kumar has **not raised this important question a day too soon,** and his own contribution to the proper understanding of the question is by no means inconsiderable. We have great pleasure in commending his pamphlet to the public.—*Bengalee, 31st March, 1911.*

"Protection of Literature."

What Babu Benoy Kumar evidently wants is the setting free, by a system of endowment, of the time and leisure of a number of literary men for the writing and compilation of standardworks in Bengali, **such as might be prescribed as text books for the higher classes of Calcutta University.** The proposal is undoubtedly commendable.

What Babu Benoy Kumar has in view is the making of Bengali literature richer by the **translation** into Bengali of "the best literary treasures of the world," as well as of **the works of those original thinkers and investigators in other lands** whose writings have been a permanent contribution to the wisdom of the human race. A very noble object undoubtedly, and one which the scheme he suggests will certainly help the country in realising.

Let the **artificial stimulus** which Babu Benoy Kumar is anxious to impart to literature be given by all means ; we have already supported his proposal in this respect. But let it not for a moment be forgotten, Babu Benoy Kumar himself dees not forget it that the greater the culture of the nation, the vaster and more comprehensive its life, the broader the range of its interests and aptitudes, the surer is the chance of the advent of thinkers and literary men of the first order.—*Bengalee, 23rd April. 1911.*

" India Press," 24, Middle Road, Entally, Calcutta.

JADAVPUR UNIVERSITY LIBRARY

শিক্ষাবিজ্ঞান (The Science of Education)

১ । ... নাথ দত্ত ... সহিত, ... প্রকাশিত

২ । ... তীয়

৩ । ... বিভক্ত

৪ ।

৫ ।

Ser...

to ... way ... the ... of ... in ... ple... tise... ind... wh... principal ideas about European Civilisation in its manifold aspects and to be a little up-to-date and modern in thought."

Book No. Yr.
Cl.
Requisition
Recd. on
Cops.

JADAVPUR UNIVERSITY LIBRARY

Books are issued for fourteen days only.

A fine of six nP. per day will be charged for each volume kept over time.

Books lost, defaced or injured in any way shall have to be replaced by the borrowers.

৩৭
বিনয়;V.3;C5
(NCE)

WORKS

BY

BENOY KUMAR SARKAR, M. A.,

LECTURER, BENGAL NATIONAL COLLEGE, CALCUTTA

IN ENGLISH

AIDS TO GENERAL CULTURE SERIES.

Useful to General Readers and Candidates for Degrees.

1. **Outline of the History of Ancient and Mediæval Europe**—In two Parts. Part I. /12/. Part II. Rs. 2.
2. **Constitutions of Seven Modern States**—Re. 1/4.
3. **Analysis of Seeley's Introduction to political Science**—Annas Twelve.
4. **Analysis of some important topics of Political Science and International Law**—(In the Press) Rs. 2.
5. **Outlines of Economics**—Re. 1/12.
6. **Important chapters in the History of English Literature**—Rs. 2.

IN BENGALI

শিক্ষাবিজ্ঞান

OR

The Science of Education and the Inductive Method of Teaching Series,

to be complete in 20 Parts;

Says the *Modern Review* (October, 1910) "Services to the cause of **Educational Reform,** and we recommend this *Introduction* to our teachers for perusal."

PRINTED BY KUSUM K. BHUTTACHARYYA, AT THE **India Press,**
24, Middle Road, Entally, Calcutta.